নিবেদন।

সামান্য মাত্র ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর এই পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে। অতএব পাঠকগণের প্রতি অনুরোধ, তাঁহারা যেন ইহাকে সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়া বিবেচনা না করেন।

তারাগুনিয়া
বাদুড়িয়া
২৪ পরগণা। } শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাণী দুর্গাবতী।

রাজ-রাণী, প্রেমময়ী, প্রিয়তমার পত্র, বিলাস-
ভাণ্ডার, রাজকুমার প্রভৃতি প্রণেতা

শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

Calcutta.

PRINTED & PUBLISHED BY H. L. SEN, AT THE

GREAT TOWN PRESS.

No. 163. Musjeedbari Street.

1892.

রাণী দুর্গাবতী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিষাদ—প্রতিমা।

ঈষৎ ঈষৎ ওই আরক্ত অধর
সুধাসিক্ত কাঁপিতেছে; মন্দসমিরণে
কাঁপিতেছে দুই ফুল্ল গোলাপের দল
পল্লবের অন্তরালে, শিশিরে সজল।

নবীন চন্দ্র সেন।

* * * * *

বসন্ত কাল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, নীলাম্বরে শশধর বিরাজিত। পর্ব্বতের উপর বসন্তের দৃশ্য অতি মনোহর। নানাবিধ লতা গুল্ম, নানাপ্রকার বন্য কুসুম। শাল-তমাল-পিয়াল মস্তক উন্নত করিয়া ভুধরশিরে ভুধরের ন্যায় দণ্ডায়মান। তাহাতে নানাবিধ পক্ষী,—তাহাদের মধুর স্বর নিরন্তর অমৃত

ধারা বর্ষণ করিতেছে। শীতাগমে বৃক্ষরাজি পত্রবিহীন ও শোভা-হীন হইয়াছিল, বসন্ত সমাগমে নব নব কিশলয়ে সুশোভিত; মৃদু অনিলে চাঁদের আলোয় খেলা করিতেছে। বৃক্ষে বৃক্ষে, কাণ্ডে কাণ্ডে, শাখায় শাখায় বিজড়িত;—নিম্নে গভীর অন্ধকার;—তাহার ভিতর চাঁদের রজত কিরণ। পাহাড়ের মাথায় বন্য কুসুম প্রস্ফুটিত। পর্ব্বোতোৎপন্না নির্ঝরির নিরন্তর মধুর ঝরঝর শব্দ গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া প্রবাহিতা। অতি মনোহর নয়ন-মন-বিমুগ্ধকর-শান্তিময় স্থান।

সেই পর্ব্বতের উপর একটী দুর্গ। দুর্গের পার্শ্বস্থিত সমতল ক্ষেত্রে একটী ফুলের বাগান। বাগানটী অনেকদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তাহাতে স্তরে স্তরে তবকে তবকে নানাবিধ সুগন্ধি কুসুম ফুটিয়া বাগান আলো করিয়া রহিয়াছে। মধ্যে মধ্যে কৃত্রিম উপবন লতায় লতায় বিজড়িত, মস্তকে কুসুম গুচ্ছ। কাননের মধ্যস্থল ভেদ করিয়া একটী ক্ষীণকায়া পার্ব্বতীয় ঝরনা মৃদুনিনাদে প্রবাহিতা। প্রস্ফুটিত কুসুমে অলি বসিতেছে,—উপবনে নানাবিধ কলনিনাদি পক্ষী মধুরস্বরে গান করিতেছে। সেই স্বর বহন করিয়া ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী কতদূরে লইয়া যাইতেছে। তাহার তলদেশে একটী শৈলখণ্ডের উপর অনেক গুলিন পট্টাবাস;—তাহার উপর মহম্মদীয় কেতন বসন্ত সমীরণে পতপত করিয়া উড়িতেছে।

সেই কুসুম কাননে, যে স্থান দিয়া স্রোতস্বিনী প্রবাহিতা, তাহার নিকটে একটী বালিকা বসিয়া আছে। বালিকার বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর। প্রস্ফুটোন্মুখ কমল। ফোটে ফোটে—কিন্তু ফুটে নাই। শিরিসকুসুমের ন্যায় সুকোমল তনু, মৃণালসদৃশ সুগোল

ভুজযুগল, তাহাতে হীরক মণ্ডিত চুড়; আকর্ণবিশ্রান্ত নয়নে কজ্জল লেপিত; তিল ফুলের ন্যায় নাসিকা, তাহাতে বহুমূল্য মুক্তার নোলক; কর্ণে হীরন্ময় দুল, ভ্রমর পঙক্তির ন্যায় যুগ্ম সুব-ঙ্কিম ভ্রুযুগ;—কম্বু কণ্ঠে কণ্ঠহার। ডগরুর ন্যায় ক্ষীণ কটিতে মেখলা, গুরু নিতম্বে রত্ন খচিত চন্দ্রহার। রামরম্ভা উরু, যুগল চরণে রতন নুপুর। বসন্তের বাসন্তি প্রতিমার ন্যায় বালিকা উপবিষ্টা। বেণী এলায়িত, অলকাগুচ্ছ ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত। সেই মনোহর প্রতিমার প্রতিমূর্ত্তী বক্ষে ধারণ করিয়া স্রোতস্বিনী আনান্দ প্রবাহিতা। বালিকার দুই নয়নে শতধারা সেই প্রবাহে ভাসিয়া যাইতেছে। সমস্ত নিস্তব্ধ। অকস্মাৎ সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কোথা হইতে কে গাইল;—

ওই আসিছে নাগর, শ্যাম নটবর,
তোমারে তুষিতে রাই।
কেঁদনা কেঁদনা, ঘুচিল ভাবনা,—
পাইবে প্রাণ কানাই॥
বাজে ওই বাঁশরি, শুনলো কিশোরি,
রাধা রাধা রাধা করি;—
যমুনার কুলে, কদম্বের মূলে,
চল মোরা ত্বরা যাই॥

মন্দ বসন্ত সমীরণে সেই সঙ্গীতের অমৃতধারা দিগন্ত প্লাবিত করিয়া ছুটিল। মধুর সঙ্গীত শুনিয়া কোকিলের স্বর "কু" হইল, পাপিয়া ক্ষণেকের তরে আত্মবিস্মৃত হইয়া সেই স্বরে স্বর মিশাইয়া মধুরতানে তান ধরিল।

কিন্তু বোধ হয় বালিকার শ্রবণ বিবরে তাহা প্রবেশ করিল না। গায়িকা গান করিতে করিতে সেইখানে,—যেখানে বালিকা বসিয়াছিল, তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। বালিকা তখন বদন তুলিয়া অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে তাহার দিকে চাহিল। গায়িকার গান বন্ধ হইল,—সাশ্রুনয়নে বালিকার গলা জড়াইয়া কহিল,—"সই সই কাঁদ কেন সই?"

শোকের সময় আত্মীয় জন দেখিলে কিম্বা সান্ত্বনা বাক্য শুনিলে তাহা প্রশমিত না হইয়া বরং বৃদ্ধি হয়। বালিকারও তাহাই হইল। নয়ন প্রান্তে যে অশ্রু টুকু ঢল ঢল করিতেছিল, তাহা সীমা অতিক্রম করিল। সইয়ের কোলে মস্তক রাখিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস তাহার মনের বেদনা জ্ঞাপন করিল। তখন উভয়েই কাঁদিতে লাগিল, কেহ কাহাকে সান্ত্বনা করিতে পারিল না। অনেকক্ষণ পরে শোকাবেগ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে; বসনাঞ্চলে চারুনয়ন মুছিয়া, সই কহিল—

"সই—প্রাণের সই! তোমায় ছাড়িয়া কেমন করিয়া থাকিব—কেমন করিয়া তোমার অদর্শন যাতনা সহ্য করিব?"

বালিকা বদন উত্তোলন করিল, দুই হস্তে অবিন্যস্ত কেশরাশি সরাইয়া বিস্ফারিত নয়নে কহিল—

—"কোথায় যাব সই?—তোমাদের ছেড়ে—পিতাকে ছেড়ে—জননীকে ছেড়ে—আমার সুখের আবাস—জন্মভূমি শৈলাবাস ছেড়ে কোথায় যাব?—দিল্লী?—ম্লেচ্ছ বিধর্ম্মী-যবন, তাহার দাসী হইতে?—পাপিষ্ঠ আরঙ্গজীবের গণিকা হইতে?—তা কখনই নয়!—ক্ষত্রিয়কামিনী কখনই যবনের দাসী হইবে না। সিংহের

শাবক কখনই শৃগালের সেবা করিবে না।—যতক্ষণ এক বিন্দু শোনিত থাকিবে, ততক্ষণ কখনই যবনে স্পর্শ করিতে পারিবেনা। —জীবিতাবস্থায় কখনই আমাকে লইয়া যাইতে পারিবে না—”

বালিকার আয়ত নয়নদ্বয় আরও বিস্তারিত হইল ;—রোষে মুখমণ্ডল রক্তিমা বর্ণ হইল,—অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল—জ্বলন্তনয়নে সগর্ব্বভরে সখিকে কহিল—

—“কি বলিব ?—যদি তার দেখা পাই, তবে দেখাই, কেমন করিয়া ক্ষত্রিয় রমণীগণ সতীত্ব রক্ষা করে, কেমন করিয়া যবনকে শিক্ষা দেয়।—যে মুখে সে নরাধম প্রণয়ের কথা কহে, সেই মুখ এই পদাঘাতে—”

দুই হস্তদ্বারা বালিকার বদন চাপিয়া ধরিয়া ভীতি-বিহ্বলস্বরে সই কহিল—“সর্ব্বনাশ!—চুপ কর সই, চারি দিকে যবন ফিরিতেছে, যদি শুনিতে পায় তবে আর রক্ষা থাকিবে না!”

বালিকার নয়নে আবার জল আসিল, কাঁদিয়া কহিল—

—“বিমলে, এ বিপদে কি আমায় রক্ষা করিবার কেহই নাই? এই আর্য্যাবর্ত্তের ভিতর কি এমন বীর কেহই নাই, যিনি এই নিঃসহায় বালিকাকে যবনহস্ত হইতে উদ্ধার করেন?”

বিমলা কহিল—“ইন্দু!—কে একটা সামান্য বালিকার জন্য, এই প্রবল পরাক্রান্ত যবনরাজার সহিত যুদ্ধ করিবে? আর এমন সাহসই বা কার আছে? রাজস্থান বীরশূন্য, ক্রমে মরুভূমি হইতেছে ; যাঁহারা আছেন সকলেই যবনের দাস! শুনিয়াছি দাক্ষিণাত্যে শিবজী আছেন, তিনিই কেবল স্বাধীন ; তিনিই প্রবল পরাক্রান্ত, কিন্তু সে এখান হইতে পনের দিনের পথ।”

ইন্দুমতী কহিল—"আছে সই—আছে;—রাণী দুর্গাবতী বিজয় নগরের রাণী,—তিনিও স্বাধীনা—তিনি ইচ্ছা করিলে আমায় রক্ষা করিতে পারেন। তিনি প্রজাবৎসলা; ক্ষত্রিয় বীরগণ যাহা রাখিতে পারে নাই, বীরবালা তাহা রাখিয়াছেন। কিন্তু এই দুই দিনের পথ কে যাইয়া তাঁহাকে সংবাদ দিবে?"

বিমলা।—"তুমি একখানা পত্র লিখিতে পার?"

ইন্দু।—"কাকে?"

বিমলা।—"রাণী দুর্গাবতীকে।"

ইন্দু।—"পত্র কে নিয়ে যাবে?"

বিমলা।—"তুমি পত্র লেখ আমি লোকের চেষ্টায় যাই।"

ইন্দু।—"সখি?—এমন লোক কে আছে যে এই রাত্রের মধ্যে দুই দিনের পথ যাবে?—কাল সকালে যে আমায় নিয়ে যাবে?"

বিমলা কহিল—"তুমি আর এক কর্ম্ম কর; মহারাণাকে বলে যবন সেনাপতির নিকট থেকে আরও দুই দিনের সময় নাও।"

ইন্দু।—"যদি তাতে স্বীকার না হয়?"

বিমলা।"—চেষ্টা করে দেখা যাক, তার পর যা হয় হবে। এখন শিগগির পত্র লিখে আন।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

লুব্ধ আশ্বাষ।

"তুমি ধ্যান, তুমি জ্ঞান
তোমারি হে আমি।
তোমা বিনা নয়নেতে
অন্যে নাহি হেরি।"

বিমলা বিদায় হইয়া নিজের কক্ষে গেল, গিয়া বেশ পরি-বর্ত্তন করিল। সামান্য বস্ত্রের পরিবর্ত্তে পেশোয়াজ পরিল, বহু মূল্য কাঁচুলিরদ্বারা পয়োধর আবৃত করিয়া তদুপরি নানাবিধ কারু-কার্য্য খচিত ওড়না দিল। বেণী আবদ্ধ ছিল; তাহা খুলিয়া দিল ভুজঙ্গিনীর ন্যায় পৃষ্ঠদেশে ঝুলিতে লাগিল। অঙ্গে অলঙ্কার পরিল। পরিশেষে গাত্রে নানাবিধ সুগন্ধি লেপন করিয়া, বিবিধ মশলাযুক্ত তাম্বুল গ্রহণান্তর তথা হইতে প্রস্থান করিয়া ইন্দুমতির গৃহে আসিল।

ইন্দু পত্র লিখিতেছিল, বিমলা আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়া-ইল। বিমলাকে দেখিয়া ইন্দু হাঁসিয়া কহিল—"এমন মোহিনী বেশে কোথায় যাইতেছ?"

বিমলা কহিল—"তোমার নাগর খুঁজিতে।"

ইন্দু।—"তোমায় দেখ্‌লে আর কি নাগর আমায় পছন্দ করবে?"

বিমলা।—"শুক্‌নো ফুলে কি ভোমরা বসে?—কমলে মধুকত?"

ইন্দু।—"তুমি ভাই ওবেশে বেরিও না!"

বিমলা—"কেন?

ইন্দু।—"যবন-সেনাপতি দেখ্‌তে পেলে হয়ত তোমায় ধরে বেগম কর্‌বে?"

বিমলা।—"দিল্লীশ্বরের মহিষী হওয়াত পুণ্যের কথা। আমার কি এমন পুণ্য আছে?—আর এ শিক্‌লিকাটা পাখি নিয়ে গিয়েই বা কি কর্‌বে?—যে পাখি ধর্‌লে পোষ মান্‌বে,—বুলি শিখ্‌বে—তাই নিয়ে যাবে। তোমার ঘট্‌কালিটে ভাল করে ক'রে আস্‌বো নাকি?"

ইন্দু।—"মরণ আরকি!—আমি বুঝি আমার কথা বল্‌ছি?"

বিমলা।—"যে যেটা ভালবাসে,—যার মনে যেটা ইচ্ছে হয়,—লোকের কাছে সেই কথাই বলে। তোমার ভাই বরাত ভাল। কিন্তু—

বিমলা ইন্দুমতির চিবুক ধরিয়া গাইল—

"কেমনে তাহারে তুমি বল ওলো বিনোদিনী।
সঁপিবে যৌবন ধন হবে তার প্রণয়িনী॥
সেজে অতি কদাকার, তুমি পূর্ণ শশধর,

চাঁদেতে কলঙ্ক বুঝি হলো এত দিনে ধনি ;
শুখাল নিদায তাপে ফুল্লফুল সরোজিনী ॥”

গীত সমাপন করিয়া বিমলা কহিল—“বেগম হলে আমাদের মনে থাক্‌বে কি ?” ইন্দু রাগিল। পদ্মপলাশের ন্যায় নয়ন যুগল ঈষৎ আরক্তিম করিয়া কহিল—“তোর দরকার থাকে তুই হগে যা।—আমি তার মুখে বাঁপায়ের লাথি মারি !”

বিমলা।—“আচ্ছা সে কথাটা এখন থাক্। এর পর না হয় মনে কর্‌বার জন্যে একখানা দরখাস্ত কল্লে হ'বে। এখন পত্র লেখা হয়েছে কি ?”

ইন্দু।—“তুমি লোক পেয়েছ ?”

বিমলা।—“সে কথায় তোমার দরকার কি ?—লেখা হয়ে থাকে আমার আছে দেও।”

—“এই লও”—ইন্দু পত্র দিল।

বিমলা লইয়া কহিল—“এখন শোও। কেঁদ কেটনা। আমি শিগ্‌গির আস্‌চি। এখন গেলাম !”

ইন্দু।—“তুমি মর।”

বিমলা।—“আচ্ছা ফিরে এসে তার একটা ব্যবস্থা করা যাবে এখন।” এই বলিয়া বিমলা প্রস্থান করিল। বিমলা প্রস্থান করিয়া দুর্গের ভিতর আসিল। প্রাঙ্গনে প্রহরী পাহারা দিতে ছিল, সে জিজ্ঞাসা করিল—“কে যায় ?”

বিমলা উত্তর দিল।

প্রহরি নিকটে আসিয়া কহিল—“এতরাত্রে কোথায় যাই-

তেছ মা?" বিমলা কহিল—"আমার একটী-ধর্ম্ম-ভাইয়ের অসুখ করিয়াছে, তাই দেখিতে যাইতেছি।"

প্রহরী পথ ছাড়িয়া দিল। বিমলা গজেন্দ্রগমনে সেখান হইতে প্রস্থান করিয়া দুর্গের প্রান্তভাগে একটী গৃহদ্বারে উপস্থিত হইল।

গৃহের দরজা বন্ধ, ভিতরে আলোক জ্বলিতেছে। বিমলা কপাটে আঘাত করিল, কেহ উত্তর বা দরজা খুলিয়া দিল না। বিমলা ডাকিল—"ও ঠাকুর?" উত্তর পাইল না। আবার ডাকিল—"ও নটবর?—"তবু উত্তর নাই; বিমলা আবার ডাকিল—"ও শিবরাম?"—তথাপি উত্তর নাই। তখন বিরক্ত হইয়া বিমলা কহিল—"এ হতভাগা বামুন গেল কোথায়?" কিছুক্ষণ পরে বিমলার চমক ভাঙ্গিল, ভিতর হইতে ভীষণ নাসিকাধ্বনি শুনিতে পাইল। বিমলা সজোরে কপাটে আঘাত করিল, দরজা অর্গল ভগ্ন হইয়া খুলিয়া গেল। তথাপি নিদ্রিতের নিদ্রাভঙ্গ হইল না। বিমলা গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, একখানি চারপাইয়ের উপর শিবরাম নিদ্রিত। তাহার সুবৃহৎ চরণ যুগলের প্রায় বার আনা অংশ খাটের বাহিরে ঝুলিতেছে। শালকাষ্ঠের রলার ন্যায় হস্তদ্বয় মৃত্তিকাস্পর্শ করিয়াছে, ব্রাহ্মণ মুখব্যাদন করিয়া সুষুপ্ত। মধ্যে মধ্যে জৃম্ভন করিতেছে।

বিমলা শিবরামের উত্তরীয় লইয়া চারিখণ্ড করিল এবং তাহা দ্বারা শিবরামের হস্ত পদ দৃঢ়রূপে খাটের সহিত বাঁধিল, তাহাতে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল না। পরিশেষে সেই জৃম্ভনকারি বদনে ও গর্জ্জনকারী নাসিকায় জল ঢালিয়া দিল। নাসিকা প্রবিষ্ট বারিরাশি ব্রহ্মতালু দিয়া গলনালিভুজদ্বারা বদনে আসিয়া

বদনের বারির সহিত মিলিত হইয়া নিশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ করিল। ব্রাহ্মণের নিদ্রাভঙ্গ হইল। নিদ্রাভঙ্গ হইল বটে, কিন্তু উঠিতে পারিল না, কারণ হস্তপদ দৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ। নাকে মুখে জল, নিশ্বাস বন্ধ, হস্তপদ আবদ্ধ, ব্রাহ্মণ অস্থির হইল। বন্ধন ছিন্ন করিয়া উঠিতে পারিল না, সেই খাটিয়া শুদ্ধ উঠিয়া দাঁড়াইল। নাকের জল বাহির হইল—কিন্তু খাট খুলিবার উপায় কি?—বাহিরে যাইবার যো নাই, কারণ দরজা দিয়া খাট গলে না। ডাকিলেও ডাক শুনিবার লোক নাই। কোন উপায় না পাইয়া খাটের ভারে এবং বন্ধন যন্ত্রনায় ব্রাহ্মণ কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার রোদন দেখিয়া বিমলা খিল খিল করিয়া হাঁসিয়া উঠিল। হাস্যধ্বনি শুনিয়া ব্রাহ্মণ বিস্মিত হইল এবং ইতঃস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া মানুষ দেখিল এবং চিনিল। তখন কহিল—"তুমি—তুমি—আমি—"বিমলা আরো উচ্ছ্বাস করিয়া কহিল—"আমি—আমি—আমি বিমলা। তুমি খাট শুদ্ধ কোথায় যাইতেছ?"

শিবরামের যন্ত্রণা অসহ্য হইয়াছিল, সে কাতর স্বরে কহিল—"বিমলা তোমার পায়ে পড়ি, আমার বাঁধন খুলিয়া দাও। আমার প্রাণ গেল।"

বিমলা ঈষৎ ক্রোধভরে কহিল—"তুমি ঠাকুর পায়ে পড়ে আমার অকল্যাণ কর কেন? এই তোমার ভালবাসা বুঝি?—অকল্যেণ করে যাতে শিগ্গির মরে যাই তাই করছ?"

শিবরাম।—"মা বিমলা—আমি তোমার অকল্যেণ করিনি। আমায় বাঁচাও—আমার বাঁধন খুলিয়া দাও। আমার বড় লাগছে।"

বিমলা।—"আহা লাগছে?—এস খুলে দিচ্ছি।"

এই বলিয়া খাট ধরিয়া খুব জোরে চার পাঁচটা হ্যাঁচকা টান মারিল। ব্রাহ্মণ পরিত্রাহি চিৎকার করিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি তাহার বদনে হাত দিয়া বিমলা কহিল—“চুপ—চুপ—কর কি?—এখনি লোক ছুটে আস্‌বে; তোমার কি লজ্জার ভয় নেই?”

শিবরাম।—“একে আমার বন্ধন যন্ত্রণা, তায় তোমার হ্যাঁচ্‌কা টান। আমি কি চেঁচাই?—স্বরযন্ত্রের স্বর আপনি বেরোয়।” বিমলা বন্ধন খুলিয়া দিল। ব্রাহ্মণ মুক্ত হইয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। কহিল—“দেখ দেখি এসব জায়গা ফুলেছে কি?”

বিমলা আলোক লইয়া দেখিল যে যে স্থান বাঁধিয়া ছিল, সেই সেই স্থান ফুলিয়াছে। বিমলা অন্তরে ক্লেশ পাইল, মুখে বলিল—“আমি শালকাঠ বলিয়া বাঁধিয়াছিলাম, কিন্তু তোমার শালকাঠের ভিতর যে ব্যথা আছে তা আমি কেমন করিয়া জানিব?”

শিবরাম বসিল। বিমলা তাহার বদন প্রতি চাহিয়া বেশ রীতিমত একটী কটাক্ষ করিয়া কহিল—“আমার উপর কি রাগ করেছ?”

রমণীর কটাক্ষে সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় হয়, যোগীর যোগভঙ্গ হয়, মানুষের মন গলিবে, তায় কত বড় কথা।

শিবরামের মাথা ঘুরিল, সে বিমলার বদন পানে একদৃষ্টে চাহিল। বিমলার মনোহর বদন, বাঁসির ন্যায় নাসিকায় সুগঠন নোলক,—কর্ণে দুল,—কাঁচলি আবৃত উন্নত পয়োধরের উপর মুক্তাবলি। বহুমূল্য পেশোয়াজ পরিধান, দীপালোকে ঝলমল

করিয়া উঠিল—কান্তি আরও সুন্দর দেখাইতে লাগিল। ব্রাহ্মণের নয়ন ঝলসিয়া গেল, বন্ধন যন্ত্রণা ভুলিয়া কহিল—

"বিমলা আমার সেই কথাটার কি হইল?"

বিমলা পুনরায় কটাক্ষ করিল, কহিল—"আমিত বলেছি, তার জন্যে আট্‌কাবে না;—কিন্তু তাতে এক গোল আছে।"

ব্রাহ্মণ ব্যস্ত হইয়া কহিল—"কি—কি গোল বিমলা?"

বিমলা।—"গোল এই,—তোমার যে নাকের ডাক্, আর যে তোমার ঘুম্,—ঘুমের ঘোরে কোন্ দিন আমার ঘাড়ে পা ফেল্‌বে, আমার প্রাণটা বেরিয়ে যাবে।"

শিবরাম মাথা চুল্‌কাইতে চুলকাইতে কহিল—"তা—তা—এক বিছানায় না শুলেই হ'বে।"

বিমলা হাঁসিয়া উত্তর দিল—"আচ্ছা তা যেন হলো;—তুমি কি আমায় ভালবাস?"

শিবরাম।—"তোমায় ভালবাসি কি না বাসি তা কেমন করে বল্‌বো বিমলা?"

বিমলা।—"ভাল বাস?"

শিবরাম।—"বাসি বই কি?"

বিমলা।—"বইকির কর্ম্ম নয়—ঠিক করে বল।"

শিবরাম।—"ঠিক করে বল্‌ছি, ভালবাসি।"

বিমলা।—"কিসে প্রত্যয় হ'বে?"

শি।—"কি কত্তে বল। আগুণে ডুব্‌বো—না জলে ঝাঁপ দেব,—কি পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়্‌বো।—কি কর্‌বো বল?"

বি।—"অত কত্তে হবে না; আমি এক কর্ম্ম বলি তা পার্‌বে?

শি।—"পার্‌বো?"

বি।—"পার্‌বে?"

শি।—"পার্‌বো।"

বি।—"কার কাছে বল্‌বে না?"

শি।—"না—"

বি।—"ঠিক্‌তো?"

শি।—"হ্যাঁ—ঠিক।"

বি।—"আচ্ছা তোমার পৈতে ছুঁয়ে দিব্বি কর।"

শিবরাম তাহাই করিল। বিমলা হাঁসিয়া কহিল—"যদি আমার এই কাযটা কত্তে পার, তবে নিশ্চয় বল্‌ছি আমি তোমায় বিয়ে কর্‌বো। যদি না কর তবে তোমায় আমায় এই দেখা শুনো।"

শি।—"আমি নিশ্চয় কর্‌বো;—কি কথা বল।"

বিমলা তখন শিবরামের পার্শ্বে বসিল। উভয়ের অঙ্গে অঙ্গে ঠেকিল, ব্রাহ্মণের অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। শিবরামের মস্তক বিমলার মুখের নিকট আনিয়া কাণে কাণে কি বলিল। শিবরাম শুনিয়া কহিল—"আজই যাইতে হইবে?"

বি।—"আজ নয়—এখনি যাও। আর রাত বেশী নেই, এই বেলা যাও—এখন না গেলে পৌছিতে পার্‌বে কেন?"

শিবরাম উঠিল। আপনার বস্ত্রাদি পরিধান করিল। গায় তুলোভরা জামা দিল, মাথায় চল্লিশ গজা একটা থান জড়াইল। পরিশেষে দেড়মোন আন্দাজ নাগরা জুতা ঝাড়িয়া কুলার ন্যায় পদদ্বয় তাহাতে প্রবেশ করাইল। তাহার সাজগোজ হইল। তখন কহিল—"কৈ পত্র দেও।"

বিমলা পত্র দিল। শিবরাম তাহা উত্তরীয় বসনে বাঁধিতে বাঁধিতে কহিল—"দেখ যেন আমার কথা ভুলে যেও না।"

বিমলা।—"না ভুলবো না;—ও কি ভোলবার কথা?"

উভয়ে বাহির হইল। শিবরাম দরজায় চাবি দিয়া পর্ব্বতা-বরোহণ করিতে লাগিল। বিমলা নিজগৃহে প্রস্থান করিল।



তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বযুদ্ধের ফল।

Oh! for a tongue to curse the slave,
Whose treason like a deadly blight.
Comes over the counsels of the brave,
And blasts them in their hour of might!

MOORE.

যে দুর্গের কথা বলিতেছি সে দুর্গের অধিপতি রাণা সমরসিংহ। সমরসিংহ মুসলমানের করদ রাজা। পূর্ব্বে তাঁহার রাজত্ব স্বাধীন ছিল, কিন্তু আকবর বাদসাহের সময় মানসিংহের প্রতাপে সে স্বাধীনতা লোপ পায়। নিরন্তর সমরে তাঁহার সৈন্যধ্বংশ—অর্থনাশ হইতে লাগিল;—রাজ্য জনশূন্যপ্রায় হইল;—সুতরাং বাধ্য হইয়া তিনি সন্ধি করিতে বাধ্য হ'ন। সমরানল নির্ব্বাপিত হইলেও অনেক দিন পরে তাঁহার রাজত্বে শান্তিস্থাপন হয়। কিন্তু যে ক্ষতি হইয়াছিল, তাহার পূরণ হয় নাই।

সমরসিংহের অপত্যের মধ্যে একমাত্র কন্যা। সেই কন্যা ইন্দুমতি। ইন্দুমতি নন্দনকানন-সঞ্জাত প্রস্ফুটিত পারিজাত।

তাহার সৌগন্ধে রাজস্থান প্লাবিত হইয়াছিল। বৃদ্ধরাজা একমাত্র কন্যারত্ন লাভ করিয়া অপুত্রকজনিত ক্লেশ বিস্মরণ হইয়া মনের সুখে দিন যাপন করিতেছিলেন।

যে সময়ের কথা লিখিতেছি, সে সময়ে আরঙ্গজেব দিল্লীর সম্রাট। তাঁহার চরিত্র বিষয় ইতিহাসজ্ঞ পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। প্রায় পাঁচ ছয় শত বেগম তাঁহার পরিচর্য্যা করিত, তথাপি তাঁহার মনস্তুষ্টি হইত না। যেখানে সুন্দরী ললনা থাকিত, তিনি সন্ধান পাইলেই তৎক্ষণাৎ তাহাকে আনিয়া নিজের অন্তপুরে রাখিতেন। রাজস্থানজাত শত শত প্রফুল্ল কমল তাঁহার প্রমোদ উদ্যানের শোভা বৃদ্ধি করিত। যদি কাহার কন্যা তাঁহাকে প্রদান না করিত, তাহাহইলে তাহার আর রক্ষা থাকিত না। তাহার রাজ্য নাশ,—ধর্ম্মনাশ,—প্রাণ সংহার করিয়া তাহার প্রতিশোধ প্রদান করিতেন। প্রবল পরাক্রান্ত যবন সম্রাটের বিপক্ষতাচরণ করিতে কেহই সাহস করিত না। কারণ তখন রাজস্থান বীরশূন্য,—তখন ক্ষত্রিয়ের উষ্ণশোনিত শীতল হইয়াছে,—তখন আর্য্য-কুললক্ষ্মী যবন গৃহবাসিনী। রাজস্থানের উচ্চ পর্ব্বতোপরি ইন্দুকমল প্রস্ফুটিত, আরঙ্গজেব তাহার ঘ্রাণ পাইল—অলির ন্যায় সেই মকরন্দ লোভে তাহার মন উন্মত্ত হইল। আরঙ্গজেব ধৈর্য্য-ধারণ করিতে পারিল না। অবিলম্বে পাঁচসহস্র অশ্বারোহী-সৈন্য ও দুইটা কামানসহ প্রধান সেনাপতি মহবৎ খাঁকে প্রেরণ করিল। বলিয়া দিল—"যদি সহজে প্রদান না করে, তবে সমরসিংহের মস্তকসহ ইন্দুমতিকে লইয়া আসিবে।" আর যদি সহজে প্রদান করে, তবে তাহাকে কহিবে, আর তাহার কর প্রদান করিতে হইবে না।"

যথাসময়ে মহবৎ খাঁ সেনা লইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইল। রাণা মহাসমাদরে সেনাপতির অভ্যর্থনা করিলেন। কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর, মহবৎ সম্রাটের আদেশ জ্ঞাপন করিল এবং পত্র প্রদান করিল। সেনাপতি এবং সেনাগণের থাকিবার সুবন্দোবস্ত করিয়া রাণা অন্তঃপুরে প্রস্থান করিলেন। রাণার মনে মনে ইচ্ছা ছিল, কোন একটি সদ্বংশোদ্ভব ক্ষত্রিয় কুমারের হস্তে ইন্দুমতিকে প্রদান করিয়া সুখী হইবেন। কিন্তু সে সাধে বাদ পড়িল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাণা—"দিব না"—একথা বলিতে সাহস করিতে পারিলেন না। কারণ তাঁহার সহায় নাই,—বল নাই—নিজের বৃদ্ধাবস্থা। এখনি যবনসেনা নগর ছিন্ন ভিন্ন করিয়া, তাঁহার প্রাণনাশ করিয়া ইন্দুকে লইয়া প্রস্থান করিবে। প্রাণ দিয়াও তিনি তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবেন না; তবে অনর্থক বিবাদ করিয়া কি করিবেন। এই সমস্ত ভাবিয়া তিনি নিরবে রহিলেন। বিরলে বসিয়া তিনি অনেক রোদন করিলেন। অন্তঃপুরে এ সংবাদ প্রচার হইল, মহিষী শয্যা লইলেন। কিন্তু কাঁদিলে কি হইবে, কিছুতেই রাখিতে পারিবেন না। পরদিবস রাণা অভিমত প্রদান করিলেন, মহবৎ শুনিয়া আহ্লাদিত হইল। কথা হইল চারিদিবস পরে ইন্দুকে লইয়া যাত্রা করিবে। প্রথমে মহবৎ ইহাতে অমত করিয়াছিল, কিন্তু রাণার অনুরোধে এবং আহারাদির প্রলোভনে পরে স্বীকার হইল, পাঠাইবার আয়োজন হইতে লাগিল। তৃতীয় দিবস রাত্রে বিমলার সহিত ইন্দুমতির আর এক দিবস সময় লইবার জন্য যে পরামর্শ হয়, পাঠক তাহা অবগত আছেন। সেই পরামর্শানুসারে অনেক অনুরোধে আর এক দিবস সময় অতিরিক্ত হইয়াছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

যাত্রা।

With helm arrayed,
And lance and blade,
And plumes in the gay wind dancing.

বিমলা লাভের আশায় এবং ভালবাসার খাতিরে শিবরাম পত্র লইয়া প্রস্থান করিল। আসুন পাঠক! আমরাও তাহার পশ্চাৎ গমন করি। রজনী জ্যোৎস্নাময়ী, কাদম্বিনী শূন্য সুনীল অম্বর হইতে অবিরলধারে শশীর কিরণ ধরনীতে পতিত হইতেছে। সুমন্দ পবনহিল্লোলে নব পত্রাবলি সকল জ্যোৎস্না-সাগরে সাঁতার দিতেছে। কোকিল, পাপিয়া, দধিমুখ প্রভৃতি পক্ষিগণ উষাভ্রমে আনন্দিত মনে গান করিতেছে। রজনী গভীরা;—বৃক্ষরাজির ছায়া অনেকদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সেই ছায়াপথ অতিক্রম করিয়া শিবরাম চলিয়াছে। শিবরাম অতিশয় বিশ্বাসী, তাহার অতুল সাহস, বুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণ;—কিন্তু বিমলাকে দেখিলে সে সব ভুলিয়া যাইত। বিমলাকে সে অতিশয় ভালবাসিত, কিন্তু বিমলা তাহাকে ভালবাসিত কি না তাহা আমরা বলিতে পারি না। কত আশা অন্তরে পুরিয়া,—কত আনন্দ হৃদয়ে ধরিয়া,—কত উৎসাহে উৎসাহিত

হইয়া,—কত কথা ভাবিতে ভাবিতে শিবরাম চলিয়াছে। দীর্ঘ দীর্ঘ চরণ মুহূর্ত্ত মধ্যে কত পথ অতিক্রম করিতেছে। চরণের বিরাম নাই,—দেহের শ্রান্তি নাই,—শিবরাম একভাবে—এক মনে চলিতেছে।

অনেকদূর,আসিল, তথাপি প্রভাত হয় না। ব্রাহ্মণ বিস্মিত হইয়া আকাশ পানে চাহিল, দেখিল নিশামণি মধ্যগগনের ঈষৎ পশ্চিমে উপবিষ্ট,—ত্রিযামার যামমাত্র অবশিষ্ট। শিবরাম মনে ভাবিল—"বিমলা আমায় বলিয়াছিল,—আর রাত-নাই; কিন্তু এত পথ আসিলাম তবুত প্রভাত হইল না। এখনও অর্দ্ধেক রাত, সন্ধ্যার সময় কি বিমলা আমায় রাত নাই বলিয়া পাঠাইয়া দিল?" মনে এইরূপ ভাবিল;—কিন্তু চরণ থামিল না;—অবিশ্রামে দ্রুত চলিতে লাগিল।

ক্রমে প্রভাত হইল। স্বর্ণ কিরীটিনী ঊষা পূর্ব্বগগনে দেখা দিল। ঊষা সমাগমে ধরণীর উপর হইতে যেন একটি আবরণ সরিয়া গেল। প্রভাতের মধুর সমীরপ্রবাহে শিবরামের ক্লান্ত দেহকে সুস্থ করিল। দিবালোকে সে দেখিল, বিজয়নগরের প্রান্তসীমায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সেখান হইতে বিজয় নগর দশক্রোশ মাত্র ব্যবধান। শিবরাম সেই খানে একটু বিশ্রাম করিয়া পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় দ্রুত যাইতে পারিল না। নিশাপর্য্যটনে এবং অনিদ্রা-জনিত ক্লেশে শরীর ক্রমে অবসন্ন হইতে লাগিল, মার্ত্তণ্ডদেবও মধ্যগগনে উপস্থিত হইলেন। শিবরাম ক্ষুধায় কাতর হইয়া আহারান্বেষণে পর্ব্বতে উঠিল; তথা হইতে বনফল সংগ্রহ করিল। নির্ঝরণীতে হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া বনফলে ক্ষুধা

নিবারণ করিল। অঞ্জলি করিয়া জলপান করিয়া পিপাসার শান্তি করিল। পরিশেষে শিলাখণ্ডের উপর উত্তরীয় বিছাইয়া বিশ্রামের কারণ শয়ন করিল। বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালিত পর্ব্বতের উপর বৃক্ষের শীতল ছায়ায় শয়ন করিলে অমনিই নিদ্রা আসে; পরিশ্রম করিলে ত কথাই নাই। শয়ন মাত্রেই শিবরাম নিদ্রিত হইল। সেখানে মনুষ্য সমাগম নাই,—বন্যজন্তুর ভীষণ চিৎকার নাই;—সুতরাং শিবরাম অবাধে—অকাতরে নিদ্রা যাইতে লাগিল। বিমলাও নাই যে নিদ্রা ভঙ্গ করিবে!

দিবাকর যখন অস্তাচল চূড়াবলম্বী, তখন বহুতর অশ্বপদশব্দে শিবরামের নিদ্রাভঙ্গ হইল। দিবা অবসান দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বস্ত্রাদি পরিধান করিতেছে, এমন সময় প্রায় শতাধিক অশ্বারোহি-সৈন্য তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। সৈন্যদলের সর্ব্বাগ্রে একজন নবীন যুবক; তাঁহাকে দেখিলে রাজকুমার অথবা সেনাপতি বলিয়া অনুমান হয়। যুবকের মৃগয়ার বেশ,—সর্ব্বাঙ্গ বর্ম্মে আচ্ছাদিত,—কটিবন্ধে হীরকমণ্ডিত পিধানে খরশান অসি বিলম্বিত, মস্তকে উষ্ণীষ তাহাতে হীরক খণ্ড;—পৃষ্ঠে ধনুতূণ,—হস্তে বর্শা। যুবার বয়স ত্রিশ বত্রিশ বৎসর হইবে। বর্ণ চম্পকপুষ্পের ন্যায়, মুখমণ্ডল অতিশয় রমণীয়;—দেহ বীরত্বব্যঞ্জক। অশ্বারোহী শিবরামের নিকট উপস্থিত হইলেন, শিবরাম তাঁহাকে চিনিল এবং উঠিয়া আশীর্ব্বাদ করিল। যুবক অশ্ববেগ সম্বরণ করিলেন এবং শিবরামকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

—"ঠাকুর আপনি এখানে কি জন্য?"

যুবকের নাম বিজয়সিংহ। বিজয়সিংহ বিজয় নগরের

রাণী দুর্গাবতীর প্রধান সেনাপতি।" তাঁহার দক্ষিণ হস্ত এবং ভাবী রাজ্যাধিকারী। কেবল বিজয় সিংহের বাহুবলে অদ্যাপি বিজয় নগর স্বাধীন। বিজয় সিংহের প্রশ্নে শিবরাম কহিল—"আমি আপনার নিকট যাইতেছিলাম।"

বিজয়।—"আমার নিকট, কোন প্রয়োজন আছে না কি?"

শিবরাম সংক্ষেপে প্রয়োজন ব্যক্ত করিয়া, বিমলার পত্র প্রদান করিল। পত্র পাঠ করিয়া বিজয়সিংহের নয়ন জ্বলিয়া উঠিল, সেই জ্বলন্ত নয়ন হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। বিজয়সিংহ শিবরামকে কহিলেন—"আপনি অতিশয় কষ্ট পাইয়াছেন, আসুন অশ্বারোহণে দুর্গে যাই।" এই বলিয়া পার্শ্বস্থ একজন অশ্বারোহিকে তাহার অশ্ব দিতে অনুমতি করিলেন। সে অশ্ব পরিত্যাগ করিল, শিবরাম সেই অশ্বে উঠিল। বিজয়সিংহ বংশীধ্বনি করিলেন, অশ্বারোহীগণ তীরের ন্যায় অশ্ব ছুটাইল,—অশ্বপদশব্দে পর্ব্বত প্রদেশ কম্পিত করিয়া প্রস্থান করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রতিজ্ঞা।

"—পূর্ব্বের আকাশে
দেখা দিয়া দিনদেব অস্তে না যাইতে
যদি সেই নরাধমে না পারি নাশিতে
ধরিব না অস্ত্র আর—"

মহাপ্রস্থান।

বিজয়সিংহ যখন দুর্গে পৌঁছিলেন, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ প্রায়। সকলে অশ্ব হইতে অবতরণ করিল, অশ্বরক্ষক অশ্ব লইয়া প্রস্থান করিল। বিজয়সিংহ শিবরামকে লইয়া নিজের কক্ষে গেলেন এবং কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর শিবরামকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"যবন সৈন্য কত দিবস আসিয়াছে?"

শিবরাম উত্তর করিল—"অদ্য চারিদিবস।"

বিজয়।—"তবে কাল তাহারা চলিয়া যাইবে?"

শিবরাম।—"আজ্ঞা হাঁ।"

বিজয় সিংহের বদন গম্ভীর হইল। ক্ষণেক চিন্তার পর একজন প্রহরিকে ডাকিয়া দামামা ধ্বনির আদেশ প্রদান করিলেন, প্রহরি অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল। তিনি শিবরামকে লইয়া সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন।

ঘোররবে দামামা বাজিল। বিজয় নগরের নিয়ম ছিল, দামামা ধ্বনি শুনিলেই সকলকে সভাগৃহে আসিতে হইবে। অকস্মাৎ দামামা শুনিয়া সকলকে বিস্মিত হইল এবং প্রধান অমাত্য ও অন্যান্য সেনাপতিগণ সত্বরপদে সভাগৃহে উপস্থিত হইলেন, সকলে নিজ নিজ স্থানে উপবিষ্ট হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে পরিচারিকা সঙ্গে মহারাণী দুর্গাবতী আসিয়া প্রবেশ করিলেন। সকলে উঠিয়া অভিবাদন করিল, শিবরাম আশীর্ব্বাদ করিল। রাণী যথাবিহিত সকলের সম্মান এবং ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া নিজাসনে উপবেশন করিলেন। বিজয়সিংহ উঠিয়া শিবরামের প্রমুখাৎ যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহা বলিলেন এবং ইন্দুমতির লিপি প্রদান করিলেন। দুর্গাবতী বিজয়কে পত্র পাঠ করিতে অনুমতি দিলেন। বিজয় উচ্চৈস্বরে পড়িতে লাগিলেন—"মা! সতীত্ব অবলাগণের অমূল্য রত্ন। শুনিয়াছি এই সতীত্ব রক্ষার নিমিত্ত ক্ষত্রিয় রমণীগণ প্রসন্নবদনে অনলে দেহ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। আপনিও রমণীরত্ন, আপনাকে—আমি বালিকা অধিক কি লিখিব। সেই অমূল্য সতীত্বরত্ন যবনে গ্রহণ করিতে আসিয়াছে, কল্য আমাকে দিল্লী লইয়া যাইবে। আমাকে ম্লেচ্ছবিধর্ম্মী যবনের দাসী করিবে। আমাকে রক্ষা করিবার কেহই নাই। পিতা বৃদ্ধ,—তাহাতে সৈন্য এবং বলবিহীন; দুরন্ত প্রবল পরাক্রান্ত যবনের সহিত সংগ্রাম করিয়া তিনি আমাকে রক্ষা করিতে অক্ষম। রাজস্থানে এমন বীর নাই যাঁহার স্মরণ লইয়া অভাগিনী এই বিপদ হইতে পরিত্রাণ পায়। আপনি রমণী কুলের রত্ন,—আপনার পরাক্রমে যবন পরাস্ত;—আমি আপনার শ্রীচরণে স্মরণ লইলাম;—আমার সতীত্ব ও

প্রাণ রক্ষা করুন। ক্ষত্রিয় প্রাণান্তেও শরণাগতকে পরিত্যাগ করে না; আমার ভরসা আপনিও আমায় ত্যাগ করিবেন না। যদি কেহ রক্ষা না করেন, যে পথে সরোজিনী, পদ্মিনী প্রভৃতি মহিলারা গমন করিয়াছেন, অভাগিনীও সেইপথে গমন করিবে। কিন্তু মা! এই অল্পবয়সে সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া জীবন বিসর্জ্জন দিতে ইচ্ছা করে না, এখন আমার সকল সাধ অপূর্ণ আছে মা!—কিন্তু তাই বলিয়া যবনের দাসী হইব না,—সিংহের কন্যা শৃগালের ভজনা করিবে না। আপনি আমায় রক্ষা না করিলে, স্ত্রীহত্যার ভাগী আপনাকে হইতে হইবে। আর অধিক কি লিখিব।"

শরণাগতা—

ইন্দুমতী।

শেষ নিবেদন।—আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যে বীর বাহুবলে—আমাকে যবন হস্ত হইতে উদ্ধার করিবেন, আমি তাঁহার গলে বরমাল্য দিয়া, তাঁহার দাসী হইব।"

বিজয় দেখিলেন শেষ লেখাটী অপর হস্তের, তিনি তাহা পাঠ করিলেন না; কেবল ইন্দুমতীর লেখাটী পাঠ করিলেন।

পত্র শুনিয়া সকলের চক্ষে জল আসিল। রোষে রাণীর নয়ন হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। তিনি কহিলেন—"ইন্দু বালিকা-রত্ন,—আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তাহার প্রার্থনা রাখিব, তাহাকে যবন হস্ত হইতে উদ্ধার করিব। আমার সমস্ত রাজ্যের বিনিময়ে আমি তাহার জীবন রক্ষা করিব। আমার সৈন্য মধ্যে

কি এমন বীর নাই, যে যবন হস্ত হইতে ইন্দুমতীকে উদ্ধার করে? —ক্ষত্রিয় কুলে এমন অধম—এমন কাপুরুষ কে আছে, যে এই শরণাগতা—বালিকার সতীত্ব রক্ষার্থে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হয়?”

রাণীর বাক্য শেষ হইল। রোষে সমাগত বীরবৃন্দের নয়ন জ্বলিয়া উঠিল,—হস্ত দৃঢ়রূপে মুষ্টিবদ্ধ হইল;—পিধানে অসি বাজিয়া উঠিল। দুর্গাবতী দেখিলেন; তাঁহার বদন হর্ষোৎফুল্ল হইল। তিনি কহিলেন—“বৎস বিজয় সিংহ, তোমার বাহুবলে আমি অনেকবার যবন বিজয়ি হইয়াছি; অদ্য এই বালিকাকে উদ্ধার করিয়া আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা ও ক্ষত্রিয়কুলের মুখোজ্জ্বল কর।”

বিজয় সিংহ কহিলেন—“মা! আমি অতিজ্ঞা করিতেছি, পাঁচশত মাত্র সৈন্যের সাহায্যে পাঁচসহস্র যবনের হস্ত হইতে আপনার ইন্দুমতীকে আনিয়া দিব।” এই বলিয়া তিনি উঠিলেন। সভা ভঙ্গ হইল, সকলে প্রস্থান করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বিষাদ।

Death only Death can break the lasting chain.

POPE.

রজনী প্রভাত হইল। ইন্দুমতীর সুখের শশী বুঝি জন্মের মত অস্ত গেল। উষার আলোকে যবন সৈন্য সুখশয্যা ত্যাগ করিয়া দিল্লী গমনে প্রস্তুত হইতে লাগিল। অন্তঃপুর প্রাঙ্গনে চতুর্দ্দোলা উপস্থিত হইল, পরিচারিকা ইন্দুমতীকে আনিতে তাঁহার কক্ষে প্রস্থান করিল।

ইন্দু বসিয়া আছে, পার্শ্বে বিমলা। কাঁদিয়া কাঁদিয়া বিমলার চক্ষু ফুলিয়াছে, তাহা হইতে এখনও প্রবলবেগে অশ্রু পড়িতেছে। ইন্দুও শোকাকুলা, কিন্তু বদনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞার চিহ্ন দেদীপ্যমান। প্রাবিটের বর্ষনকারি মেঘের বিদ্যুৎ স্ফুরনের ন্যায়, তাহার বাষ্প নিষ্পীড়িন নয়ন হইতে ক্ষণে ক্ষণে অগ্নি নির্গত হইতেছে। উভয়েই অনিদ্রিত। দ্বিরদ রদ নির্ম্মিত পর্য্যঙ্কে দুগ্ধফেণনীভ শয্যা—অস্পর্শাবস্থায় নিপতিত। গৃহে দীপ জ্বলিতেছে, দ্বার অর্গল বদ্ধ। উভয়েই নিস্তব্ধ।

অনেকক্ষণ পরে ইন্দুমতী কহিল—"সখি! আর কেঁদে

কি হ'বে। আমার অদৃষ্টে যা ছিল তাই হলো ; বিধাতার ইচ্ছা, মনুষ্যের অন্যথা করিবার ক্ষমতা কি ?—তুমি রৈলে, আমার মাকে সান্ত্বনা ক'রো ;—পিতামাতার শুশ্রূষা করো—আমি তোমাকে ছোট ভগ্নির ন্যায় স্নেহ করি, আজ আমার কর্ম্ম তোমাকে করিতে হইবে। আমার অদৃষ্টে পিতামাতার সেবা নাই। আজ যদি আমার একটী ভাই থাকিত ;—কি আমি যদি কন্যা না হইয়া পুত্র হইতাম, তাহা হইলে পিতামাতা কি এরূপ মনে কষ্ট পাইতেন ?—তোমাকে আর কি বলিব, তুমি বাল্যসখি, তোমায় ছাড়িয়া যাইতে প্রাণ যে কি করিতেছে, তাহা কেমন করিয়া বলিব। কিন্তু সই ?—আমি ত দিল্লী যাইব না, যদি কেহ আমায় রক্ষা না করে, তবে নিশ্চয় পথিমধ্যে প্রাণ বিসর্জ্জন করিব। জীবিত ~~কেহ~~ দেহ যবনে দেখিতে পাইবে না।"

বিমলা কহিল—"সখি!—এত অল্প বয়সে বিধাতা এমন বাদ কেন সাধিলেন ?—অকালে নষ্ট করিবার জন্যই কি এ কুসুমের সৃষ্টি করিয়াছিলেন ?—সইরে!—কেমন করিয়া তোমার বিরহ-যাতনা সহ্য করিব ?"—বিমলা আর বলিতে পারিল না, তাহার নয়ন জল দর দর ধারে পড়িতে লাগিল।

এমন সময় দরজায় আঘাত পড়িল। বিমলা উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল। দাসী গৃহে প্রবেশ করিয়া কহিল—"দিদি ঠাকুরাণী, আপনাকে রাণী মা ডাকিতেছেন।" দাসী প্রস্থান করিল।

ইন্দুমতি কহিল—"সই,—বোধ হয় এইবার আমায় বিদায় হইতে হইবে। বোধ হয় এ জনমে আর দেখা হইবে না। আমি চলিলাম, কিন্তু যবন গৃহে নয় ?—সেই অনন্তধামে,—যেখানে যবনের ভয় নাই—সেই সুখময় স্থানে। জীবন্তে যবন আমায়

পাইবে না। ভাই!—বাল্যসখী বলে আমায় মনে ক'রো—ইন্দু কাঁদিল, দুই নয়নের জলে তাহার বক্ষঃস্থল সিক্ত করিল।

উভয়ে বাহির হইয়া প্রাঙ্গনে আসিল। তথায় পুরবাসিগণ নীরবে ম্লানবদনে দাঁড়াইয়া আছে। রাণী শোকবিহ্বলা আলুলায়িত কুন্তলা; পাগলিনী প্রায় দৌড়িয়া আসিয়া ইন্দুমতীকে বক্ষে ধারণ করিয়া উচ্চৈস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। সস্নেহে পুনঃ পুনঃ ইন্দুর বদন কমলে চুম্বন করিয়া স্বরোদনে কহিলেন—"মা—মা—আমায় ছেড়ে কোথায় যাবি মা?—কে আর আমায় মা বলে ডাকবে মা?—ওমা!—আমার যে আর কেউ নেই মা?—মা—একবার মা বলে ডাক মা,—আরত ডাকবি না—আরত মা বলা শুনতে পাব না,—জন্মের মত একবার মা বল মা,—একবার মা বলে কোলে আয় মা; অভাগিনী আমি মা,—কত পাপ করেছিলাম,—কত লোকের মনে কষ্ট দিয়েছিলাম,—তাই এত যন্ত্রণা পাচ্ছি;—মা—আর কি তোরে দেখ্‌তে পাব না?—হাঁ মা আর কি তুই আস্‌বি না?—মা বলে কি আর তোর মনে থাক্‌বে না?—হাঁ মা ভুলে থাক্‌বি মা?—মারে তুই যে আমার সব?"—

আর কথা সরিল না;—শোকে কণ্ঠ রোধ হইল, কেবল অশ্রুবারি দরবিগলিত ধারায় নিপতিত হইয়া মনের দারুণ বেদনা জ্ঞাপন করাইল।

ইন্দু নয়ন জল মুছিয়া কহিল—"মা-মা-কেঁদনা মা;—মা—আমার জন্যেই তোমাদের এ যাতনা,—মা কেন এ অভাগিনীকে গর্ব্ভে ধারণ করেছিলে মা?"—ইন্দু জননীর কোলে মস্তক রাখিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে কাতরস্বরে রাণী কহিলেন—"আবার কবে আস্‌বি মা?"

ইন্দু কহিল—"মা যদি বেঁচে থাকি, তবে সত্বর এসে তোমার চরণ দর্শন কর্‌বো।"

পরিচারক আসিয়া সংবাদ দিল বিলম্বে যবন সেনাপতি অতিশয় ব্যস্ত করিতেছে।

রাণী কাঁদিতে কাঁদিতে ইন্দুমতিকে চতুর্দ্দোলায় তুলিয়া দিলেন। উত্তম বহুমূল্য বস্ত্রে দোলা আবৃত হইল। বাহকেরা দোলা লইয়া প্রস্থান করিল। রাণী মূর্চ্ছিতা হইলেন। অনেক শুশ্রূষার পর তাঁহার চৈতন্য হইল। বিমলার খেদ অব্যক্ত।

সৈন্যযাত্রার তুরি শব্দ হইল। মহোল্লাসে একবার "আল্লাহো আকবরের" নাম লইয়া যবন সৈন্য অগ্রসর হইল। অগ্রে সার্দ্ধ দ্বিসহস্র অশ্বারোহী সৈন্য,—মধ্যস্থলে ইন্দুমতীর চতুর্দ্দোলা;—তৎপশ্চাৎ আবার সার্দ্ধ দ্বিসহস্র সৈন্য। সকলেই অশ্বারোহী। সর্ব্বপশ্চাৎ সেনাপতি মহবৎ খাঁ। নীরবে সেই পঞ্চ সহস্র সৈন্য সিংহদ্বার অতিক্রম করিল। দিল্লীর পথে অগ্রসর হইল।

পার্ব্বত্য পথ বক্রগামী। কোথাও সমতল, কোথাও নিম্ন, কোথাও উচ্চ। সেই বন্ধুর বর্ত্মের—উপর দিয়া যবন সেনা, হেলিতে দুলিতে ঘুরিয়া ফিরিয়া সাগরের ন্যায় তরঙ্গায়িত হইয়া চলিয়াছে। প্রভাতে বালসূর্য্যের নবীন কিরণ, সেই পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহীর শ্মশ্রুমণ্ডিতবদনে পতিত হইয়াছে, কৃষ্ণকেশ রজত-বর্ণ হইয়াছে। অশ্বের রৌপ্যনির্ম্মিত মার্জ্জিত পর্য্যাণে সূর্য্য-কিরণ দূর হইতে দেখিলে বোধ হয় যেন সাগর বক্ষে লহর-মালার সহিত সূর্য্যকিরণ খেলা করিতেছে। পার্ব্বতীয় জল-

প্রপাতের মধুর নিনাদ, বসন্ত কোকিলের শ্রবণ বিমুগ্ধকর কূজন, প্রাত শিশিরস্নাত সুগন্ধি কুসুমসৌরভ মলয় হিল্লোলে প্রবাহিত হইয়া অশ্বারোহীগণের উল্লাসিত অন্তর প্রফুল্ল করিতেছে। সেই পর্ব্বতমালার উপর প্রকৃতির মনমোহিনী শোভা দেখিতে দেখিতে তাহারা অগ্রসর হইতেছিল।

অনেক দূর আসিলে একটী হ্রদ। হ্রদটী বৃহৎ, তাহার সুনীল স্বচ্ছসলিল, তাহাতে কুমুদ কহ্লার কমল প্রভৃতি নানাবিধ পুষ্প প্রস্ফুটিত। নানাজাতীয় জলচর পক্ষী খেলা করিতেছে। মৃদু-পবন সন্তাড়নে মৃদু মৃদু লহর উঠিতেছে, সেই তরঙ্গে মৃণাল-সহ মৃণালিনী কাঁপিতেছে ;—সেই হিল্লোলে পক্ষীগণ নাচিয়া নাচিয়া সাঁতার দিতেছে। হ্রদের বিশালবক্ষে সুনীলাম্বর প্রতিফলিত। অশ্বারোহীগণ সেই হ্রদের পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল, মুহূর্ত্তের জন্যে সেই পাঁচ সহস্র অশ্বারোহীর প্রতিমূর্ত্তি সলিলাভ্যন্তরে প্রতিবিম্বিত হইল। সে মুহূর্ত্তের জন্য তখনি বিলীন হইয়া গেল। অশ্বারোহী-গণ সেই হ্রদ অতিক্রম করিয়া একটী গিরিশঙ্কটের নিকট উপ-স্থিত হইল।



সপ্তম পরিচ্ছেদ।

প্রতিঘাত।

As down the steep of Snowdon's shaggy side
He wound with toilsome march his long array.

THE BARD.

বিজয়সিংহ পাঁচশত মাত্র সৈন্য লইয়া, রজনীযোগে বাহির হইয়া ক্রমাগত পূর্ব্বমুখে আসিলেন। ক্ষুদ্র শৈল,—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্ব্বতীয় নদী অতিক্রম করিয়া একটী সমতল ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন ;—তথা হইতে দক্ষিণবাহিনী হইয়া অনেক দূর আসিলে একটী গিরিশঙ্কট পাইলেন। তখন যামিনী প্রায় প্রভাত,—দিগ্‌মণ্ডল ঘোর কুজ্ঝটিকাবৃত, পার্ব্বতীয় পথ সকল রজনীর তামসে আবৃত ; কেবল তুষারাবৃত শৈল বৃহৎ রজৎ-স্তম্ভের ন্যায় দণ্ডায়মান। সেই কুজ্ঝটিকারাশি ভেদ করিয়া—তুষারাচ্ছন্ন পথের উপর দিয়া নিরবে সেই পাঁচশত রাঠোর বীর পর্ব্বতারোহণ করিতে লাগিল। শ্রান্তি নাই, বিরাম নাই, অশ্ব-শরীরে স্বেদ নির্গত হইতেছে, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই ;—সকলেই প্রতিজ্ঞা পালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কাহারো বদনে বিরক্তির চি

নাই, নবীন উৎসাহে সকলেই উৎসাহিত। পর্ব্বতশিরে উঠিতে রজনী প্রভাত হইল। উষার আলোকে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া বিশ্রামার্থে সকলে অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইল। উত্তমরূপ বিশ্রামের পর সকলে মিলিয়া প্রস্তরখণ্ড সংগ্রহ করিতে লাগিল। ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা প্রকার উপলখণ্ড সেই পর্ব্বতশিরে রাশিকৃত হইল। কামান প্রস্তুত করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে পর্য্যান বসাইয়া সকলে পুনরায় বিশ্রামার্থে উপবেশন করিল।

যখন মুসলমান সৈন্য পর্ব্বতের অনতিদূরে, তখন সৈন্যসাগর-সদৃশ যবনবাহিনী পর্ব্বতোপর হইতে বিজয়সিংহ দেখিতে পাইলেন, মুহূর্ত্তের জন্যে তাঁহার ললাট কুঞ্চিত হইল, ক্ষণেকের নিমিত্ত তাঁহার বদনে চিন্তার রেখা দেখা দিল। পরক্ষণেই নয়ন জ্বলিয়া উঠিল, উৎসাহে বদন আরক্তিম হইল। তিনি একটী সঙ্কেত করিলেন, তৎক্ষণাৎ ষোলজন অশ্বারোহী মুসলমানের বেশ পরিধান করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। তিনি তাহাদিগকে সময়ানুযায়ী উপদেশ প্রদান করিলেন, তাহারা প্রস্থান করিয়া সেই অন্ধকারময় পর্ব্বতে অদৃশ্য হইল। শত্রুসৈন্যও ক্রমে নিকটস্থ হইল, বিজয়সিংহ প্রস্তুত হইলেন।

যবনেরা পর্ব্বতারোহণ করিতে লাগিল। অপ্রশস্ত পথ, তাহার চারিদিকে দুরারোহী পর্ব্বতশ্রেণী মস্তক উত্তোলন করিয়া গগণ ভেদ করিতে উঠিতেছে। মস্তকের উপর গিরিশৃঙ্গ, তাহাতে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড দোদুলামান, দেখিলে ভয় হয়;—তাহার নিচে যাইতে সাহস হয় না—পাছে ছিড়িয়া ঘাড়ে পড়ে। শৃঙ্গে শৃঙ্গে বিজড়িত হইয়া সূর্য্যালোকের গতিরোধ করিয়াছে; ভিতরে ভয়ানক অন্ধকার, সমস্ত নিস্তব্ধ; কেবল শৈলজাতা বেগবান

পার্ব্বতীয় নদীর ভীষণ পতন শব্দ সেই নিস্তব্ধ পর্ব্বতের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে। সেই অন্ধকারময় অপ্রশস্ত পথে যবন সৈন্য প্রবেশ করিল। সেই নিস্তব্ধ গিরিশঙ্কট—পাঁচ সহস্র অশ্বের পদ শব্দে কম্পিত হইল।

অগ্র পশ্চাৎ সৈন্যরাশি, তাহার মধ্যস্থলে ইন্দুমতির চতুর্দ্দোলা। তাহার পার্শ্বে ষোলজন অশ্বারোহী নিষ্কোষিত তরবারি হস্তে আসিতেছে।

অকস্মাৎ সেই পর্ব্বত প্রদেশ কম্পিত করিয়া ভীষণ বজ্রনাদে কামানের শব্দ হইল। অকস্মাৎ কামানের শব্দে মোগল সৈন্য চমকিত হইল, বাহিনীর অগ্র হইতে শেষ পর্য্যন্ত কম্পিত হইল, কিন্তু টলিল না। কেবল বিস্মিত নয়নে চারিদিকে চাহিতে লাগিল। শব্দ পর্ব্বতে মিশাইয়া গেল, সমস্ত নিস্তব্ধ হইল, আবার তাহারা চলিতে লাগিল। দুই চারি পদ যাইতে না যাইতে আবার সেই ভীষণ শব্দ,—আবার বজ্রনাদ তুচ্ছ করিয়া কামান ডাকিল এবং সঙ্গে সঙ্গে রক্তবর্ণ গোলা আসিয়া সৈন্য মধ্যে পড়িল, সম্মুখের প্রায় দুই তিনশত অশ্বারোহী আহত হইল।

প্রবল বাত্যাবিতাড়িত সাগরস্রোত সম্মুখে বাধা পাইলে যেমন ভীষণ গর্জ্জনে প্রতিহত হয়, মোগল সৈন্যসাগরেও সেই রূপ কল্লোলিত হইল। শশঙ্কিতচিত্তে সকলেই গিরিশঙ্কট হইতে বাহির হইবার ইচ্ছা করিল, সকলেই পশ্চাৎ ফিরিবার নিমিত্ত অশ্ব ফিরাইল। একে পথ সঙ্কীর্ণ, তাহাতে ভীতিবিহ্বল সৈন্য-মণ্ডলী, আবার সকলেই পলায়ন উন্মুখ, সকলের চেষ্টা আগে যাইব। ইহাতে আরও গোলযোগ হইল। সকলেই অশ্ব ফিরাইল, অশ্বে অশ্বে যমাট বাঁধিয়া গেল—পথরোধ হইয়া গেল;—নিজের প

পরিষ্কারের জন্য অসিহস্তে পথ পরিষ্কার করিতে লাগিল। আবার কামান শব্দ সেই সঙ্গে যে বাহকেরা চতুর্দ্দোলা বহন করিতেছিল, তাহাদের শির ছিন্ন হইয়া ভূমিস্পর্শ করিল। ষোল-জন অশ্বারোহী দোলার পার্শ্বে যাইতেছিল, তাহারা দোলা লইয়া সম্মুখে ছিল, তাহারা পথাবরোধ করিল, অসিঘাতে পথ পরিষ্কার করিয়া তাহারা প্রস্থান করিল।

প্রথমে কামানধ্বনি শুনিয়া মহবৎ খাঁ বিস্মিত হইয়াছিল, দ্বিতীয়বার সৈন্য ভাঙ্গিল ও আহত হইল, সে বুঝিল নিশ্চয় দস্যু দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছি। মহবৎ ইন্দুমতির দোলা দেখিল, তাহা যথাস্থানে রহিয়াছে, কিন্তু তাহার সম্মুখে অতি অল্প মাত্র সৈন্য আছে। ইহা দেখিয়া সে ব্যস্ত হইল, অনেক কষ্টে কতক-গুলিন সৈন্য ফিরাইয়া দোলার প্রতি অগ্রসর হইল। আবার কামানধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে যখন দেখিল মুসলমান বেশধারি ষোল-জন অশ্বারোহী বাহকদিগকে নিহত করিয়া দোলা লইয়া প্রস্থান করিল। সে বুঝিল তখন মুসলমান বেশধারী দস্যুভিন্ন আর কিছুই নহে। ভীমরবে তুরি বাজিল, পলকমধ্যে তাহার সৈন্য-গণ বন্দুকে বারুদ পূর্ণ করিল, সে আজ্ঞা দিল বাহক নিহত কর।

একেবারে দুই তিনশত বন্দুকের আওয়াজ হইল, সোঁ-সোঁ করিয়া গুলিরাশি দস্যু নিহত করিতে ছুটিল। কিন্তু দস্যুগণের গায়ে সে গুলি লাগিল না। তাহারা নিমেষমধ্যে সেই পর্ব্বত গুহায় অদৃশ্য হইল। যবন নিক্ষিপ্ত গুলিরাশি পর্ব্বতে লাগিয়া ায় প্রত্যাগমন করিল। কেবল সেই দুই তিনশত বন্দুকের াঁতে ঘুরিতে লাগিল।

আবার কামান ডাকিল ;—এবার অনল উদ্গীরণ করিল। অবিশ্রামে কামান হইতে গোলা নির্গত হইয়া যবন নিষ্পেষিত করিতে লাগিল। মহবৎ খাঁ বিপদ গণিল, দেখিল যুদ্ধ হইল না, অথচ তাহার সৈন্য সংহার হইতে লাগিল। বিনাযুদ্ধে ইন্দুমতিকে লইয়া গেল। বাহিনী অস্থির—চঞ্চল,—ঘন ঘন আজ্ঞাপেক্ষায় সেনাপতির মুখের প্রতি চাহিতেছে, মহবৎ কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল। মুহুর্মুহু গোলাবৃষ্টিতে সৈন্য আর স্থির রহিল না, যে সমস্ত সৈন্য তাহার পশ্চাৎ গমন করিয়াছিল, প্রাণভয়ে তাহারা আবার পিছু হটিল, সঙ্কীর্ণ পথে আবার জমাট বাঁধিল, বিশেষতঃ মৃত অশ্ব ও অশ্বারোহীতে তাহা পরিপূর্ণ,—সুতরাং পথ পরিষ্কারের জন্য আবার তাহারা আপনা আপনি সমর করিতে লাগিল। ইহাতেও আহত নিহত বিস্তর হইল। মহবৎ খাঁ বৃথা চেষ্টা করিল, বৃথা তাহার উৎসাহসূচক ভেরিধ্বনি বার বার হইতে লাগিল। কেহই ফিরিল না, কিম্বা যে ফিরিল সে তোপের মুখে উড়িয়া গেল। মহবৎ খাঁও পশ্চাৎ গমন ভিন্ন অন্য কোন উপায় দেখিতে পাইল না। কিন্তু সে বড় সহজ ব্যাপার নহে। সে সমস্ত সৈন্য বাহির হইবার নিমিত্ত একস্থানে জড় হইতেছে, তাহারা বায়ুপ্রবাহে তুলারাশির ন্যায় গোলায় উড়িয়া যাইতেছে। অন্যায় সমরে অন্যায়রূপে সৈন্য নিহত দেখিয়া মহবৎ খাঁর নয়ন জ্বলিয়া উঠিল, ক্রোধে বদন রক্তিমাবর্ণ হইল। উচ্চৈস্বরে সৈন্যদিগকে সম্বোধন করিয়া মহবৎ কহিল—"মোগল বীরগণ, তোমরা শুন!—তোমরা পালাইবার চেষ্টা করিতেছ, কিন্তু পালাইবে কেমন করিয়া, যে তোমরা পশ্চাৎ ফিরিবে, আর শত্রুর তোপের মুখে প

যাইবে। তবে পলায়ন করিয়া যবনকুলে কালি দিবে কেন? যখন মৃত্যু নিশ্চয়, তখন চল বীরের ন্যায় শত্রু নিহত করিয়া প্রাণ ত্যাগ করি। আর যাহার অন্নে আমরা জীবন ধারণ করিতেছি, সেই দিল্লীশ্বরের মহিষীকে দস্যুতে অপহরণ করিল, তাহার প্রতিশোধ না দিয়া—তাঁহাকে দস্যুহস্ত হইতে উদ্ধার না করিয়া তোমরা কোথায় যাইবে?—একদিন সকলেই মরিব, তবে মরিবার ভয়ে পলাইয়া যাইব কেন? পলাইয়া কি বাঁচিতে পারিব? এস অদৃষ্ট পরীক্ষা করি!—চোরের উপযুক্ত শাস্তি দিয়া দিল্লীশ্বরের মহিষীকে উদ্ধার করি, কিম্বা সম্মুখ সমরে প্রাণত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করি।"

সেনাপতির উৎসাহ বাক্যে যবন ফিরিল। ভীষণ উৎসাহে একবার "আল্লাহো আকবর" রব করিল। মৃত্যু সংকল্প করিয়া সেই গোলাবৃষ্টি মুখে অশ্ব ছুটাইল।

তাহাদের সে ভীষণ উৎসাহের জয়ধ্বনি বিজয় সিংহের কর্ণে পৌঁছিল। তিনি বুঝিলেন, মুসলমান প্রাণ দিবে তথাপি ফিরিবে না। তাহাদের সাহস, তাহাদের একতা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইল;—ভাবিল—"এই জন্যেই যবন পৃথিবী জয়ী, এই জন্যেই মহম্মদ ঘোরি সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া ভারত বিজয় করিতে পারিয়াছিল।"

যবনের উৎসাহে রাঠোর বীরগণের হৃদয় নাচিয়া উঠিল। সকলেই রণোন্মত্ত হইয়া সেনাপতির বদন প্রতি চাহিল; কিন্তু বিজয় সিংহ অনুমতি দিলেন না। কেবল কহিলেন,—

"বীরগণ তোমরা একটু ধৈর্য্য ধর। ইহা অপেক্ষা আর একটী বিশেষ কর্ত্তব্য পালন তোমাদের করিতে হইবে। এখন

বৃথা সমর করিয়া সময় নষ্ট এবং ক্লান্ত হইবার আবশ্যক নাই। সেই সময় বাহুবল পরীক্ষা করিও, সেই সময় মনের সাধে যবন বিনাশ করিয়া আমরা প্রস্থান করিব। এখন মোগল আসিতেছে তাহার নিবারণ কর।”

সৈন্যেরা নিরস্ত হইল। তিনি কামানে আগুণ দিলেন। আবার পর্ব্বত প্রদেশ কম্পিত করিয়া উত্তপ্ত গোলা আসিয়া যবন সৈন্যের উপর পড়িল, কিন্তু এবার মুসলমান টলিল না। প্রতিহিংসায় উত্তেজিত হইয়া মরণ সংকল্প করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। অবিরাম গর্জ্জনে বিজয় সিংহের তোপ ডাকিতে লাগিল, মুহুর্মুহুঃ বৃষ্টিধারার ন্যায় গোলা আসিয়া শত্রু নিষ্পেষিত করিতে লাগিল। যতবার যবন ছুটিল,—ততবার তাহারা তটনিক্ষিপ্ত বারিরাশির ন্যায় প্রত্যাগমন করিল। কেবল রাশি রাশি সৈন্য নষ্ট হইতে লাগিল। মহবৎ খাঁ বুঝিল বৃথা চেষ্টা, কোন মতে শত্রুর নিকট যাইতে পারিব না, কেবল সৈন্য নষ্ট। সৈন্য পিছু হটিবার আদেশ দিল। সম্মুখে কামান পাতিয়া, সেই স্থানে কিছু লোক রাখিয়া ব্যূহমুখ রক্ষা করিল। এবং সেই সুযোগে সৈন্যদিগের বাহির হইবার সুবিধা হইল। মুসলমানের কামান অগ্নি উদ্গীরণ করিল, ধূমে পর্ব্বতদেশ অন্ধকার হইল। যেস্থানে বিজয় সিংহের তোপ ছিল, যবন নিক্ষিপ্ত গোলা আসিয়া তাহার অনতিদূরে পড়িতে লাগিল। বিজয় সিংহ তোপ সরাইয়া অপরস্থানে লইয়া যাইবার আদেশ দিলেন। কিছুক্ষণের নিমিত্ত তাঁহার গোলাবৃষ্টি বন্ধ হইল, সেই সুযোগে মহবৎ খাঁর সৈন্য বাহির হইয়া সমতল ক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। বাহির হইয়া সেনাপতি দেখিল পাঁচ সহস্র সৈন্যের মধ্যে দুই-

সহস্র মাত্র জীবিত আছে। অন্যায় সময়ে তিন সহস্র সেনা নিহত হইয়াছে। রোষে—ক্ষোভে—সেই দুই সহস্র সৈন্য লইয়া মহবৎ রণপ্রতিজ্ঞা করিতে লাগিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

যুদ্ধ।

বাজিল তুমুল রণ অস্ত্রের নির্ঘাত
তোপের গর্জ্জন ঘন,
ধূম অগ্নি উদ্গীরণ
জলধর মধ্যে যেন অশনি সম্পাত।

পলাশির যুদ্ধ।

যবন বাহির হইয়া গেল। যে তোপ তাহারা ব্যূহরক্ষার্থে রাখিয়া গিয়াছিল, বিজয় সিংহ অনতিবিলম্বে তাহা দখল করিয়া লইলেন। পর্ব্বত শত্রুশূন্য হইল। বিজয় সিংহ তখন নিশ্চিন্ত হইয়া উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন— "যুদ্ধ ত হইল না, কেবল আঘাত করা হইল মাত্র। প্রতি-হিংসায় উত্তেজিত যবন রণপ্রতিক্ষায় অবস্থিতি করিতেছে— তাহাতে ভীত নহি। কিন্তু যাহাকে রক্ষার জন্য এই সমরাগ্নি প্রজ্বলিত করিলাম, তাহাকে কিরূপে উদ্ধার করিব!—সম্মুখে শত্রুগণ গতিরোধ করিয়া দণ্ডায়মান, যুদ্ধ ভিন্ন এক পদ অগ্রসর হইবার উপায় নাই,—দোলা লইয়া কি প্রকারে নির্ব্বিঘ্নে দুর্গে

পৌঁছিব। প্রাণ যায় ক্ষতি নাই,—কিন্তু প্রাণ দিয়াও বুঝি ইন্দুমতিকে উদ্ধার করিতে পারিব না?—যা'ক,—যাহা হইয়াছে তাহার উপায় নাই, অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে, জীবন-পাত করিয়া দেখিব, শেষ যাহা হয় হইবে।"

এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি সৈন্যগণকে ডাকিলেন। কহিলেন—"বন্ধুগণ!—এত যবন বিনাশ করিয়াও আমরা নিরাপদ হইতে পারিলাম না। এখন যবন রণপ্রতিজ্ঞায় অপেক্ষা করিতেছে, আঘাতিত ভুজঙ্গ যেরূপ প্রতিহিংসায় উত্তেজিত হইয়া ভীষণ বেশ ধারণ করে, মোগলসেনাও সেইরূপ ভীষণ বেশ ধারণ করিয়া আমাদিগকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত; কিন্তু আমরা তাহাতে ভীত নহি। অনায়াসে এই যবন সেনা বিনাশ করিয়া আমরা প্রস্থান করিতে পারি, কিম্বা শত্রু হস্তে সম্মুখ সমরে প্রাণত্যাগ করিতে ও পারি, তাহাতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু যার জন্যে এতদূর আসিলাম, যাহার জন্যে যবনের সহিত বিবাদ করিলাম,—যাহার জন্যে প্রাণ পরিত্যাগ করিব, তাহাকে বুঝি রক্ষা করিতে পারিব না। পারিব না—কিন্তু প্রাণ দিব। দেহে শ্বাস,—ধমনিতে একবিন্দু শোণিত থাকিতে কখনই প্রতিজ্ঞা পালনে পরাঙ্মুখ হইব না। দুইশত বীর দোলা লও; আমরা যবনের গতিরোধ করি।"

যখন বিজয় সিংহ এইরূপে সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিতেছিলেন, সেই সময় তাহার পশ্চাৎ দিকের সৈন্যগণ—"জয় রাণী-মায়িকি জয়"—বলিয়া সিংহনাদ করিয়া উঠিল।

বিজয় সিংহ পশ্চাৎ ফিরিলেন, পশ্চাৎ ফিরিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার নয়ন ঝলসিয়া গেল। তিনি দেখিলেন

স্বর্ণ মুক্তাময়ী একখানি সজীব প্রতিমা! যে রূপের সৌগন্ধ নদী-গিরি-কাননাতিক্রম করিয়া ভারতে প্রবাহিত, সেই অনিন্দিত রূপরাশি তিনি দেখিলেন, তাঁহার প্রাণ মন বিমোহিত হইল, অনিমিষ লোচনে সেই রূপরাশি দেখিয়া তিনি হৃদয় পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন।

প্রথমে যখন যবনগণ আক্রান্ত হয়, সেই সময়েই ইন্দুমতি জানিতে পারিয়াছিল যে, ইহারা ক্ষত্রিয় ভিন্ন আর কেহই নহে, তার পর যখন বাহক নিহত হইল, তাহার দোলা রণস্থল হইতে অপসারিত হইল, তখন নিশ্চয় দুর্গাবতীর সৈন্য বলিয়া তাহার ধারণা হইল; এবং তাহার সামান্য পত্রের উপর বিশ্বাস করিয়া তিনি তাহাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন, ইহাতে তাহার মনে যে কত আনন্দ হইল, তাহা বলা যায় না। পরে তাহার দোলা আসিয়া পর্ব্বতের উপর উঠিল, তরুর শীতল ছায়ায় দোলা রাখিয়া বাহকেরা সময়ে ব্রতি হইল, ইন্দু সেই সময় দোলার অবগুণ্ঠন তুলিয়া ক্ষত্রিয় সৈন্য নিরীক্ষণ করিল।

দেখিল—মুষ্টিমেয় তৃণদল উত্তাল সাগর তরঙ্গ অবরোধ করিবার নিমিত্ত দণ্ডায়মান। দেখিয়া তাহার বদন মলিন হইল—নয়নে বুঝি একটু জল আসিল,—মনে মনে ভাবিল—"হে ঈশ্বর! আমি যবন হস্ত হইতে উদ্ধার হই, ইহা কি আপনার ইচ্ছা নয়! —দেব! শ্রীচরণে অভাগিনী কি এতই অপরাধী?"

পরক্ষণেই সে নয়ন জল শুখাইল, বদনে হর্ষের চিহ্ন প্রকাশিত হইল,—ভাবিল, ক্ষত্রিয়ের তেজ! দেখিল—ক্ষত্রিয়ের বীর্য্য!! সেই মুষ্টিমেয় তৃণদল সাগরতরঙ্গ অবহেলে ফিরাইয়া দিল। তাহার বদন হাসিয়া উঠিল।

তার পর বীর্য্যবন্ত—মনোহর কান্তি—বিজয়সিংহের অতুল্য রূপরাশি তাহার নয়নে পতিত হইল। মন বিমুগ্ধ হইল—হৃদয় গুণের পক্ষপাতী হইল। মনে মনে ভাবিল—যদি এ যাত্রা যবন-কর হইতে উদ্ধার হইতে পারি, তবে উনিই আমার স্বামী।

তার পর বিজয়সিংহের কথা শুনিল। তাহারা যে তাহাকে লইয়া বিব্রত হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিল, মনে মনে ভাবিল, আমি যদি লজ্জাশীলার ন্যায় চুপটি করিয়া দোলায় বসিয়া থাকি, তাহা হইলে উহারা বড়ই বিপদে পড়িবে—আমাকে লইয়াই ব্যস্ত থাকিবে—যুদ্ধ করিবে কেমন করিয়া। বিপদ আমার—উহাদের নহে;—তবে আমি নিশ্চিন্ত থাকিব কেন? আমিওত ক্ষত্রিয় তনয়া, আমার ভুজে কি বল নাই!—আমি লজ্জাত্যাগ করিব—দৃঢ়মুষ্টিতে অসি ধারণ করিয়া যবন সংহার করিয়া নিজের পথ পরিষ্কার করিব।"

ইন্দু দোলা ত্যাগ করিল—উঠিল—উঠিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। অকস্মাৎ রাজলক্ষ্মীর ন্যায় রমণীয় মূর্ত্তী দেখিয়া সৈন্যেরা দেবীপ্রতিমা জ্ঞানে উল্লাসে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। সেই জয়ধ্বনিতে বিজয়সিংহ পশ্চাৎ ফিরিয়া প্রতিমা দর্শন করিলেন।

ইন্দু ধীরে ধীরে মরালগমনে বিজয়সিংহের নিকট উপস্থিত হইয়া, ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া করজোড়ে কহিল—"বীরবর! আমি অল্পবুদ্ধি রমণী, আমার প্রগল্‌ভতা ক্ষমা করিবেন। আপনার নিকট আমার একটী ভিক্ষা আছে।"

বিজয়সিংহ কহিলেন—"কি বলুন।"

ইন্দু কহিল—"আমি না বুঝিয়া অন্যায় কর্ম্ম করিয়াছি, একটা

সামান্য নারীজীবনের নিমিত্ত এত প্রাণ নষ্ট হইবে, আগে যদি ইহা জানিতে পারিতাম, তবে কখনই আমাকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতাম না। আমিই মরিতাম—আমার জন্যে এত প্রাণ নষ্ট হইত না। কিন্তু যাহা হইয়াছে, তাহার আর উপায় নাই। যে জীবন নষ্ট হইয়াছে তাহা আর ফিরিবে না। আর জীবহত্যা করিবার আবশ্যক নাই, আমাকে অনুমতি করুন, আমি যবন শিবিরে প্রস্থান করি।"

বিজয়সিংহ।—"আপনার যাহা অভিরুচি হয়, আপনি তাহাই করিতে পারেন; তাহাতে আমার আপত্য নাই। কেবল এক প্রতিবন্ধক আছে।"

ইন্দু জিজ্ঞাসা করিল।—"কি প্রতিবন্ধক?"

বিজয়সিংহ কহিলেন।—"আপনার কোমল প্রাণ, জীবহত্যা দেখিলে আপনার হৃদয়ে বেদনা অনুভূত হয়; কিন্তু সমরে শত্রু হত্যা করিলেই আমাদের আনন্দ। শত্রুর আর্ত্তনাদ আমাদের হৃদয় বিগলিত করিতে পারে না। বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞা কখন ভঙ্গ হয় না। জীবন দিয়াও প্রতিজ্ঞা পালন করে। আপনাকে রক্ষার নিমিত্ত আমরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যতক্ষণ একবিন্দু শোণিত আমাদের ধমনিতে প্রবাহিত হইবে, হৃদয়ে যতক্ষণ শ্বাস থাকিবে—ততক্ষণ আমরা আপনাকে রক্ষা করিব; এ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে না। আপনি এখানে বিশ্রাম করুন, আমরা সমরে গমন করি। যদি জয়লাভ করিতে পারি, তবে আপনাকে আপনার পিতা মাতার নিকট আমরা পাঠাইয়া দিব;—সেখান হইতে যে স্থানে আপনার ইচ্ছা যাইবেন। আর যদি জয়লাভ করিতে না পারি, যবন হস্তে প্রাণত্যাগ

করি, তবে তখন আপনি যবনের সহিত দিল্লী যাইবেন। এখন আপনি কোথাও যাইতে পারিবেন না।"

ইন্দুমতি মনে মনে শত শত ধন্যবাদ দিয়া প্রকাশ্যে কহিল,—"আমার কথা শুনুন। প্রাণ দিয়াও আমাকে আপনারা রাখিতে পারিবেন না। তবে অনর্থক কেন প্রাণীহত্যা করিবেন।"

বিজয়সিংহ কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া কহিলেন—"তথাপি আমরা মরিব, পলাইয়া ক্ষত্রিয়কুলে কালি দিব না। আর বিশেষ আমরা যবন বধ করিয়াছি, আপনাকে ছাড়িয়া দিলেও আমাদের বিনা-রণে যাইবার উপায় নাই। এখন আপনি এখানে বিশ্রাম করুন, আমরা সমরে গমন করি।"—এই বলিয়া বিজয়সিংহ ভেরি বাজাইলেন, পাঁচশত বীর অশ্বারোহণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল।

ইন্দুমতি এতক্ষণ কেবল বিজয়সিংহের মন পরীক্ষা করিতে ছিল। এক্ষণে সে ভাব ত্যাগ করিয়া গমনোন্মুখ অশ্বের বল্গা ধারণ করিয়া কহিল—"আপনারা যদি একান্তই সমরে যাইবেন, তবে আমাকেও লইয়া চলুন।"

বিজয় সিংহ কহিলেন—"রণস্থলে গিয়া আপনি কি করিবেন। আহত সৈন্যদিগের আর্ত্তনাদ শুনিলে আপনার কোমল প্রাণ ব্যথিত হইবে, অতএব আপনি এইখানেই থাকুন!" ইন্দু তাহাতে স্বীকৃত হইল না। কহিল"—আমি এখানে থাকিব না।"

বিজয় সিংহ।—"যদি একান্তই এখানে না থাকেন, তবে দোলায় উঠুন আমি বাহক দিতেছি।"

ইন্দুমতি।—"আমি দোলায় যাইব না। দোলায় যাইলে

সামান্য নারীহৃদয়াই আপনারা ব্যস্ত হইবেন। দোলা ঘাড়ে ইহা ল'য়ে যবন ভেদ করিবেন কেমন করিয়া?"

বিজয় সিংহ।—"তবে কি করিব বলুন?"

ইন্দু।—"আমায় একটী অশ্ব দিন।"

বিজয়সিংহ—"আমরা পাঁচশত ব্যক্তি, পাঁচশতের অতিরিক্ত অশ্ব নাই। আমার অশ্ব আপনি লইবেন?"

ইন্দু কহিল—"না আমার তাহাতে প্রয়োজন নাই।"

এই বলিয়া ইন্দু গল-লগ্নি-কৃতবাসে তথায় উপবেশন করিয়া করযোড়ে আকাশ প্রতি চাহিয়া কহিল—"মা জগদম্বে—জগত জননী অম্বিকে!—মা! আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিও।—লজ্জা নিবারিনি!—তনয়ার লজ্জা নিবারণ করিও মা!—বিপদ নাশিনি! যে বীর আমাকে যবন হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহার প্রাণরক্ষা করিও—তাঁহাকে এ বিপদ হইতে উদ্ধার করিও। তোমার রাঙ্গা চরণে অভাগিনির এই ভিক্ষা মা?"

ইন্দু উঠিল—উঠিয়া ওড়নার দ্বারা দৃঢ়রূপে কটিদেশ আবদ্ধ করিল। বস্ত্রাদি যথাযুক্ত রূপে সংযত করিয়া, লম্ফপ্রদানে বিজয় সিংহের অশ্বোপরি আরোহণ করিয়া কহিল—

—"কুমার!—যে উদরে সিংহের জন্ম হয়—সে গর্ভে মুষিক প্রসব করে না। আপনি বীরেন্দ্রকেশরী, আমি শৃগাল দুহিতা নহি। চলুন সমরে গমন করি।"

বিজয়সিংহ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন—"যে দেশের রমণীরা সমরে গমন করে, সে দেশ পরাধীন হয় কেন?

ইন্দুর গর্ব্বিত বাক্যে সৈন্যগণের শোণিত উষ্ণ হইল, তাড়িত-বেগে শিরায় শিরায় ছুটিতে লাগিল। সকলে মহোল্লাসে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। বিজয় সিংহ অশ্ব ছুটাইলেন, সঙ্গে সঙ্গে পাঁচশত রাঠোর বীর অনুগমন করিল।

মহবৎ খাঁ তখন পর্য্যন্ত সৈন্য সুশৃঙ্খল করিতে পারে নাই। পথপর্য্যটনে ক্লান্ত—ক্ষুধায় কাতর—পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ সৈন্য সমরে অগ্রসর হইতে নিতান্ত অনিচ্ছুক। কিন্তু অব্যাহতি নাই, প্রাণ যায় আর থাকে পলায়ন করিবার উপায় নাই। অনিচ্ছা সত্বেও সকলে মিলিত হইতে লাগিল। মহবত খাঁ নিরুৎসাহ সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিতেছে, এমন সময় বেগবান পার্ব্বতীয় নদীর ন্যায় ক্ষত্রগণ অপ্রতিহতবেগে তাহাদিগের উপর পতিত হইল।

মুহূর্ত্ত মধ্যে সার্দ্ধ দ্বিসহস্র অসি কোষমুক্ত হইয়া অস্তগামী সূর্য্যকিরণে প্রতিফলিত হইল। উন্মুক্ত তরবারি হস্তে পরস্পর পরস্পরের প্রতি ধাবিত হইল। অসিতে অসিতে স্পর্শ হইল, সঙ্ঘর্ষণে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। একপক্ষ প্রতিহিংসায় উত্তেজিত,—অপর পক্ষ কুলমর্য্যাদা—রমণীর সতীত্ব—এবং ম্লেচ্ছ-নিধনে প্রবৃত্ত;—ভয়ানক সমর বাধিল।

মহবত খাঁ অশ্বারূঢ় বিজয়সিংহ এবং ইন্দুমতিকে দেখিয়া বিস্মিত হইল। পূর্ব্বে তাহার ধারণা ছিল, দস্যুদ্বারা আক্রান্ত হইয়াছি, কিন্তু এখন বুঝিল তাহা নহে।—আবার দস্যুর কি কামান থাকে!—এ সমস্তই কাফেরের বদমায়িসি। তাহার অঙ্গ জলিয়া উঠিল—ক্রোধে মুখমণ্ডল লালবর্ণ হইল। কামানের মুখ শত্রুর দিকে ফিরাইয়া তাহাতে আগুণ দিতে আজ্ঞা দিল।

ভীমনাদে—মনের সাধে মুসলমানের কামান বজ্রনাদ করিল। উত্তপ্ত অগ্নিময় গোলা আসিয়া বিজয়সিংহের সৈন্যের মধ্যে পড়িতে লাগিল। কিন্তু সুশিক্ষিত রাঠোর সৈন্যের তাহাতে কিছু ক্ষতি করিতে পারিল না। বিজয়সিংহের কামান পর্ব্বতের গহ্বরে লুকাইয়া রাখিয়া আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার বারুদ ও গোলা ফুরাইয়া গিয়াছিল। বৃষ্টি ধারার ন্যায় গুলি বর্ম্মাবৃত রাঠোর সৈন্যের উপর পড়িতে লাগিল, তাহাতেও কিছু ক্ষতি করিতে পারিল না।

ক্রমে দিবা অবসান হইয়া আসিল। বিজয়সিংহ ভাবিলেন, এই সময় যবনব্যূহ ভেদ করিতে না পারিলে বড়ই বিপদে পড়িব, সন্ধ্যার অন্ধকারে পক্ষাপক্ষ জানিতে পারিব না। এইরূপ চিন্তা করিয়া অনুমতি দিলেন—"পার্শ্ব ছেদ করিয়া প্রস্থান কর।"

সিংহনাদ করিয়া বিজয়সিংহের সৈন্য অগ্রসর হইল। মোগল-সৈন্যও হীনবল নহে, তাহারা গতিরোধ করিতে লাগিল। কিন্তু শত্রুর সে বেগ ধারণ করিতে পারিল না। অপ্রতিহত বেগে ক্ষত্রিয়গণ যবন বিনাশ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহাদের তরবারির মুখে, মুসলমানগণ বাতাহত কদলিবৃক্ষের ন্যায় ধরাশায়ী হইতে লাগিল।

সকলেই রণরঙ্গে উন্মত্ত। মুসলমানের কামান নিরন্তর অনল উদ্গীরণ করিয়া ক্ষত্রিয়ের গতিরোধ করিতেছে। এই সময় ইন্দুমতি এক জন আহত সৈনিকের অসি লইয়া "জয় মা কালী" বলিয়া সমর সাগরে ঝাঁপ দিল। চরণে নূপুর বাজিয়া উঠিল, আবদ্ধ কেশদাম পৃষ্ঠদেশে ছড়াইয়া পড়িল, ঘোর সমর মাঝে রণচণ্ডীর ন্যায়, দুই হস্তে দৃঢ় মুষ্টিতে অসিধারণ করিয়া

ভীমনাদে কালীকালীরবে অগ্রসর হইল। মুহূর্ত্তের নিমিত্ত রণ ক্ষান্ত হইল, সকলে বিস্ময়নেত্রে সেই রণরঙ্গিনী চামুণ্ডার মূর্ত্তি দেখিল। উল্লাসে ক্ষত্রিয়গণ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল, "জয় মা কালী" বলিয়া সিংহনাদে, দ্বিগুণ উৎসাহে শত্রুনাশ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।

অব্যর্থ আঘাতে যবননাশ করিয়া ইন্দুমতি অগ্রসর হইয়া যেখানে মোগলের কামান জীবননাশের নিমিত্ত অগ্নি উদ্গীরণ করিতেছিল, তথায় উপস্থিত হইল। অকস্মাৎ রুধিরাক্ত কলেবরা এলোকেশী দিব্যমূর্ত্তি দেখিয়া, যে কামান দাগিতেছিল, তাহার হাতের পলিতা পড়িয়া গেল। সেই দণ্ডে তাহার স্কন্ধ হইতে শির বিচ্ছিন্ন হইল। কামান ইন্দুমতি জয় করিল।

নিমেষ মধ্যে কামানের মুখ যবনের দিকে ফিরিল। ফিরিয়া ব্যোম ব্যোম রবে বজ্রাঘাত সদৃশ শব্দ করিয়া গোলাবৃষ্টি করিল, পর্ব্বতে পর্ব্বতে তাহার প্রতিধ্বনি হইল। বাতাসে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেই ব্যোম শব্দ চারিদিকে প্রবাহিত হইয়া বিজয় ঘোষণা করিল। ইন্দুর হাতে কামান ব্যোম শব্দ করিল,—হিন্দুর কর্ণে যেন অমৃত ঢালিয়া দিল, উৎসাহে তাহারাও হর হর ব্যোম ব্যোম শব্দে মাতিয়া উঠিল। মুসলমান প্রমাদ গণিল, প্রাণভয়ে যে যেদিকে পাইল পলায়ন করিল। রণস্থল যবন শূন্য হইল। উন্মত্ত রাঠোরগণ ইন্দুমতিকে বেষ্টন করিয়া জয়ধ্বনি করিল।

ইন্দু পুনরায় বিজয় সিংহের অশ্বে আরোহণ করিল। অশ্ব [illegible]রবেগে বিজয়নগর অভিমুখে ছুটিল।

দৃ

নবম পরিচ্ছেদ।

বিজয় নগর।

He lingered pouring on memorial
Of the world's youth; through the long burning day
Gazed on those speechless, nor when the moon
Fill the magisterial halls with floating shades,
Suspended he that task, but ever gazed
And gazed, till meaning on his vacant mind
Flashed like strong inspiration.

SHELLEY.

যতদুর দৃষ্টি চলে, ততদূর কেবল অনন্ত পর্ব্বত শ্রেণী। সদর্পে নীল শৃঙ্গরাজি উচ্চে তুলিয়া যেন নীলিমা ভেদ করিতে উঠিতেছে। সেই দর্পিত উচ্চ গিরিশৃঙ্গের উপর বিজয়নগর। চতুর্দ্দিকে শৈলমালার অভেদ্য উন্নত প্রাচীর;—তাহাকে বেষ্টন করিয়া একটী বক্রগতি নদী ভীষণ বেগে প্রবাহিত। দুর্গের তিনদিকের পর্ব্বত শ্রেণী অতিশয় দুরারোহনীয়,—কেবল সম্মুখে কিঞ্চিত ঢালু এবং নদীর উপর দিয়া দুর্গপথ। নদীতে লৌহ নির্ম্মিত সেতু; নিশিথকালে অথবা যুদ্ধের সময় ত… তুলিয়া লইলে দুর্গের দ্বারস্বরূপ হয়। তখন দুর্গ

আর পথ থাকে না। যদি কেহ নদী পার হইবার চেষ্টা করে, দুর্গপ্রাকার হইতে তোপদ্বারা তাহাকে সেই নদী গর্ভে সংহার করে। এইরূপ পর্ব্বতবেষ্টিত বলিয়াই বিজয় নগর হীনবল হইলেও যবন করকবলিত হয় নাই।

বিজয় নগর অতি রমণীয় স্থান। অনন্ত শৈলমালা, তাহাতে নানা জাতীয় বৃক্ষ, তাহাদের প্রস্ফুটিত কুসুম,—তাহার সুবাস নিরন্তর প্রবাহিত। পর্ব্বত উপরে দাঁড়াইয়া নিম্নে দৃষ্টি কর, অপূর্ব্ব শোভা!—চতুর্দ্দিকে সমতল ক্ষেত্র—তাহাতে নানাবিধ শস্য,—কত নদী—কত উপত্যকা—কত হ্রদ—কত নির্ঝরণী নিরন্তর অবিরামে সলিল রাশি বহন করিয়া ভূমির উর্ব্বরতা রক্ষা করিতেছে,—স্বভাবের অনুপম শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। তাহার তীরে তীরে কত সুন্দর সুন্দর পুষ্পবৃক্ষ,—তাহাতে নানা রঙ্গের কত ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে;—কত ফুল জলে পড়িয়া স্রোতের সঙ্গে খেলা করিতে করিতে কতদূর চলিয়া যাইতেছে। কোথাও বৃক্ষতলে হরিণ—কোথাও বরাহ,—কোথাও গাভী, মেষ প্রভৃতি বিচরণ করিতেছে। পর্ব্বতের উপর হইতে স্বভাবের সেই মনোহর শোভা দেখিলে বস্তুতই হৃদয় আনন্দে পুলকিত হয়।

সেই উন্নত শৈলের উপর, বিজয়নগরের বিজয় দুর্গের বিজয়ী পতাকা বিজয় গৌরবে স্ফীত হইয়া সুমন্দ পবন হিল্লোলে পত্ পত্ করিয়া উড়িতেছে। দুর্গ প্রাকারে সশস্ত্র সৈন্য,—স্থানে স্থানে তোপশ্রেণী,—শত্রুর আগমনে বাধা দিবার নিমিত্ত নিরন্তর পথ পানে চাহিয়া আছে।

বিজয় নগরবাসিরা দেখিতে অতি সুশ্রী। তাহারা অতিশয় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কষ্ট সহিষ্ণু—বৈরনির্যাতনে সদত তৎপর। অকুতো-

ভয়ে সমরে গমন করে, প্রাণের ভয়ে ভীত হয় না। জননী আনন্দিত মনে সন্তানকে রণসজ্জায় সজ্জিত করেন, একবিন্দু শোকাশ্রু নিপতিত হয় না। প্রিয়তমা সহাস্য বদনে পতিকে সমরে বিদায় দিবে, একটী দীর্ঘনিশ্বাস পড়িবে না। ক্ষণেকের নিমিত্ত তাহার প্রফুল্ল বদনে বিষাদের চিহ্ন দেখিতে পাইবে না। আবার আবশ্যক হইলে সেই রমণী কমল সদৃশ কোমল করে খরশান অসি ধরিবে—চারু অঙ্গে বর্ম্ম পরিবে—ভীষণ বেশে চামুণ্ডার ন্যায় সমর সাগরে ঝাঁপ দিবে। কেবল বিজয় নগর নহে,—সমগ্র রাজস্থান এই মন্ত্রে দীক্ষিত ছিল,—রাজস্থানের প্রত্যেক নরনারী অসিধারণ করিত। সকলেই স্বদেশ-স্বাধীনতা ও সতীত্ব রক্ষার নিমিত্ত জীবন বিসর্জ্জন করিত। দেহে এক-বিন্দু রক্ত থাকিতে ক্ষত্রিয় নামে কলঙ্ক রাখিত না। কিন্তু এখন তাহার কিছুই নাই। ইতিহাস পড়, প্রত্যেক ছত্রে ছত্রে—জ্বলন্ত অক্ষরে ক্ষত্রিয়ের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত! কিন্তু সে ইতিহাসের কথায় আর প্রয়োজন কি? এখন দুর্গের কথা বলি। আজ দুর্গের ভিতর সকলেই কিছু উদগ্রীব—সকলেই মুহুর্ম্মুহুঃ পথপানে চাহিতেছে। বিজয়-সিংহ পাঁচশত মাত্র সৈন্য লইয়া পাঁচসহস্র বিপক্ষের সহিত সমরে গমন করিয়াছেন, তাহার ফলাফল শ্রবণের নিমিত্ত সকলেই উৎসুক। ক্রমে সন্ধ্যা হইল, অল্পে অল্পে সন্ধ্যার গাঢ়ছায়া পর্ব্বত প্রদেশ আবরিত করিতে লাগিল। সেই সময়,—গিরিনদী উপত্যকা কম্পিত করিয়া একেবারে পাঁচ শত বিজয়ভেরি বাজিয়া উঠিল। দুর্গপ্রাকারে আলোক জ্বলিল,—সঙ্গে সঙ্গে ধূমরাশি নির্গত করিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারকে আরও গাঢ়তর করিয়া, বিজয়নাদে কামান নাদিল। মুহুর্ম্মুহু বজ্রশব্দ করিয়া—দিক্‌দিগন্ত কাঁপাইয়া সেই

বিজয়ঘোষণা ঘোষিত করিল। সে শব্দ সেই বাসন্তি বায়ু-প্রবাহে গিরী নদী উপত্যকা অতিক্রম করিয়া কতদুর—কতদূর পর্য্যন্ত প্রবাহিত করিল। বিজয় সিংহ প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন, তাঁহার সৈন্যগণ উৎসাহে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

মহারাণী দুর্গাবতী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন; ইন্দু-মতি অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া সেই বীর্য্যবতী প্রশান্তবদনা—দেবী সদৃশা মহারাণীকে ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিল।

রাণী তাহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া সস্নেহে মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন—"মা রাজপুত কুললক্ষ্মী!—রমণীকুলে তুমিই ধন্য!!—তোমার পুণ্যবলেই—আজ আমার পাঁচশত সৈন্য, পাঁচ সহস্র মোগলকে পরাজিত করিয়া তোমাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হই-য়াছে। চল মা, আমার গৃহ উজ্জ্বল করিবে,—সতীর পদার্পণে আজ আমার বিজয়নগর ধন্য হইল!"

ইন্দু লজ্জাবনত বদনে মধুরস্বরে ধীরে ধীরে কহিল—"মা! আপনার দয়া অপরিসীম,—কীর্ত্তি-যশ ভুবন বিখ্যাত। আপনি দয়াময়ি, তাই দয়া করিয়া আমার সতীত্ব রত্ন রক্ষা করিয়াছেন। যে মোগলের নাম শুনিলে রাজস্থান ভয়ে সশঙ্কিত হয়, সেই মোগলের সঙ্গে বিবাদ করিয়া আমার এ ক্ষুদ্র জীবনদান করিয়া-ছেন। সামান্য একটা বালিকার নিমিত্ত, আপনি রমণী হইয়া যাহা করিলেন, বোধ হয় বীরপুরুষেও তাহাতে স্বীকৃত হয় না। আপনি জননীর ন্যায় আজ আমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন।"

ইন্দুমতির এই বিনম্র মধুর বচন শুনিয়া রাণী তাহাকে বক্ষে লইয়া নিজ কক্ষে প্রস্থান করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

বিরহিনী।

I hear, view thee, gaze over all thy charms,
And round thy phantom glue my clasping arms.

POPE.

ইন্দুমতি যে দিবস দিল্লী গমন করিল, সেই দিবস সন্ধ্যার পর, বিমলা একাকিনী ইন্দুর কুসুমোদ্যানে, সেই ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী তীরে বসিয়া রহিয়াছে। তাহার কেশ পাশ আলুথালু, বসন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত,—বদনে হস্তাবৃত। সেই সুচারু সুগোল অঙ্গুলির মধ্য দিয়া অবিরল ধারে নয়ন জল পতিত হইতেছে। অনেকক্ষণ পরে বিমলা বদন তুলিয়া দেখিল—সেই পর্ব্বতশ্রেণী অনন্ত নীলিমায় মিশিয়াছে,—নিশির শিশির কিরণ সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে;—কিন্তু সে শোভায় যে একটু বিষাদের ছায়া,—যেন কি গভীর মনদুঃখে শৈলমালা স্তম্ভিত ও নিশ্চল।—কাননে কুসুম ফুটিয়াছে, কিন্তু আজ ফুলের যেন সে হাঁসি নাই,—বসন্ত মারুতে হেলিয়া দুলিয়া ঢলিয়া পড়া নাই,—চাঁদ দেখিয়া, ইন্দুর চাঁদ বদনখানি মনে পড়ে বলিয়া বুঝি তাহারা নতমুখী। কুঞ্জমাঝে কোকিল ডাকে না; পাপি-

য়ার মধুর তান আর শোনা যায় না; যদি মনের ভুলে কোকিল কখন ঝঙ্কার দেয়,—তাহার সে স্বর যেন ভাঙ্গা ভাঙ্গা, শোকে, হৃদয় আকুল হইলে, গলার স্বর যেমন ধরা ধরা ভাঙ্গা ভাঙ্গা হয়, সেও সেইরূপ।—সে স্বর যেন হৃদয়ের অন্তস্থলে কি এক দারুণ শোক উপস্থিত করে—নয়নে আপনা আপনি জল আসে। তরু-গুল্ম-লতা-কুঞ্জ সকলি যেন বিষাদিত, যেন শোকে আকুল হইয়া নিরবে কাঁদিতেছে। বাতাসে পত্রসঞ্চালন করিয়া, বৃক্ষ-রাজী কত দুঃখ প্রকাশ করিতেছে।—বাতাস মৃদু মৃদু ধীরে ধীরে সেই দুঃখের গান বহিয়া পর্ব্বতে পর্ব্বতে বিলাইতেছে।—তটি-নীর আজ আর তরতর শব্দ নাই,—মৃদুভাবে দুঃখের গান গাহিতে গাহিতে প্রবাহিত। বিমলা আকাশপানে চাহিল,—দেখিল—সুনিল চন্দ্রাতপে অসংখ্য তারকারাজি হাসিতেছে না—কাঁদিতেছে। তাহাদের অশ্রুরাশি নীহার কণিকার ন্যায় পর্ব্ব-তের উপর পড়িতেছে। ইন্দু বিহনে আজ সকলেই যেন শোকা-ন্বিত, কাহার ও যেন সে প্রফুল্লতা নাই।

এই বার বিমলা নিজের হৃদয় দেখিল,—দেখিল—ইন্দু বিহনে তাহা ঘোর অন্ধকার;—সেই আঁধার হৃদয় সাগরে প্রবল শোকের ঝড় বহিতেছে। বিমলা অস্থির হইল, তাহার প্রাণ পাখী যেন ছটফট করিতে লাগিল;—প্রাণপাখী যেন বলিতেছে—"আমায় ছাড়িয়া দাও, আমি ইন্দুকে একবার দেখিয়া আসি।" বিমলা আর দাঁড়াইতে পারিল না;—হৃদয় যাতনায় অস্থির হইয়া ছুটিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। গৃহে প্রবেশ করিল,—ঘর যেন তাহাকে খাইতে আসিল,—বৃহৎ সুসজ্জিত কক্ষ, বিম-লার নয়নে যেন কন্টক ফুটাইতে লাগিল। সে কক্ষ যেন শোভা

হীন,—যেন খাঁ খাঁ করিতেছে। তাহার প্রাণ আরো অস্থির হইল, গৃহে তিষ্টিতে না পারিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিল।

কাঁদিতে কাঁদিতে বিমলা ছাদে গিয়া বসিল। বসিয়া বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। অনেকক্ষণ কাঁদিল—কি ভাবিল;—ভাবিয়া ভাবিয়া কি স্থির করিয়া সেখান হইতে উঠিয়া আবার নিচেয় আসিল। নিচেয় আসিয়া দাসিদিগের গৃহ হইতে মোটা মলিন বসন চুরি করিল, বিনিময়ে নিজের বহুমূল্য কারুকার্য্য খচিত বস্ত্র রাখিয়া আসিল। সেই মোটা কাপড় লইয়া নিজের গৃহে আসিল, গৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বারে অর্গল বন্ধ করিল। তারপর গাত্র হইতে অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া একটী পুটলি বাঁধিয়া বাক্সে রাখিল, গৃহের বহুমূল্য দ্রব্য যাহা ছিল, তাহাও সেই বাক্সে রাখিয়া চাবি বন্ধ করিল। তার পর সেই মলিন বস্ত্র পরিয়া বাহিরে আসিল,—নিঃশব্দে প্রাঙ্গন পার হইয়া সেই কুসুম কাননে উপস্থিত হইল। তার পর বুঝি জন্মের মত সে দুর্গের নিকট হইতে বিদায় লইয়া, ইন্দুমতির উদ্দেশে প্রস্থান করিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বকথা।

কি না ছিল এ ভারতে, কি আছে এখন আর!
স্থখের নাহিক লেশ, শুনি শুধু হাহাকার।
স্মৃতির নিধন নাই,
নিরবধি দহে ভাই
ক্ষীণ, ব্যাধিগ্রস্থ এই দুর্ব্বল পরাণ।
ইতিহাস, করে সেই পাবকে ব্যজন।

একটু ইতিহাসের কথা বলিব। ইতিহাসের কথা নীরস, অতএব যিনি ইচ্ছা করিবেন, তিনি এই পরিচ্ছেদ বাদ দিয়া যাইতে পারেন।

কথাটা,—হিন্দু ও মুসলমান সম্বন্ধে। আরঙ্গজেব যখন ভ্রাতার শোণিতে পদধৌত করিয়া, হৈমময় রাজদণ্ড গ্রহণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করিয়া ভারত শাসন করিতে লাগিলেন, তাঁহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে অনেক ক্ষত্রিয় বীরগণ তাঁহার পূজা করিল। অবিরত সংগ্রামে রাজস্থান বীরশূন্য বসতি শূন্য হইয়াছিল। কালসর্পকে বিষহীন করিয়া যেমন তাহাকে খেলান হয়, ক্ষত্রিয়ের তেজের হ্রাস হইলে মুসলমানেরাও তাহাদিগকে

সেইরূপ খেলাইতে আরম্ভ করিল। অত্যাচার প্রবল হইল, সকলেই ভয়ে ভীত—কেহ কোন কথা বলিতে সাহস করিত না। ক্রমে প্রপীড়িত হইয়া সকলে নিজ নিজ বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া পলাইতে আরম্ভ করিল—সকলে যাইয়া পর্ব্বত গহ্বরে আশ্রয় লইল। তাহাদের গৃহ হিংস্র জন্তুর আবাস স্থান হইল। কৃষক লাঙ্গল ফেলিয়া চাষ ত্যাগ করিয়া পর্ব্বতে পলাইল। আবাদ বিহনে—উর্ব্বরা ভূমি জঙ্গলে পরিণত হইল। এইরূপে অধিকাংশ স্থান বনজঙ্গলে পরিপুরিত হইল। যখন রাজস্থানের সমস্ত ভূখণ্ড যবন-কর-কবলিত, সেই সময় দুইটী রাজ্য স্বাধীন ছিল। দাক্ষিণাত্যে শিবজী এবং বিজয়নগরে রাণী দুর্গাবতী।

যদিচ আরঙ্গজেব তীক্ষ্নবুদ্ধিসম্পন্ন বাদসাহ ছিলেন, তত্রাচ তাহার রাজত্বের সকল স্থান সুচারুরূপে শাসিত হইত না। যে সকল কেল্লাদারগণের উপর যে যে স্থানের শাসন ভার ন্যস্ত ছিল, তাহারা সকলেই ক্রমে ভোগবিলাসী হইয়া উঠিল;—অবিরত নৃত্যগীত এবং মদিরা পানে সময়াতিবাহিত করিত, রাজ্যের উন্নতির প্রতি তাহাদের কোন লক্ষ্য ছিল না। রাজ্য ধ্বংশ হইতে লাগিল—কিন্তু রাজস্য আদায়ের সময় প্রজার উপর ভয়ানক অত্যাচার হইল। এই সকল কারণেই সকলে গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া গিরিগুহায় আশ্রয় লইয়াছিল। ক্রমে তাহাদের সংখ্যা অধিক হইলে তাহারাও যবনের উপর অত্যাচার করিতে আরাম্ভ করিল। আজ এখানে লুটপাট,—গভীর নিশিথে মোগল সৈন্যের গৃহদাহ,—অথবা সংখ্যায় অল্প যবন দেখিলে ব্যাঘ্রের ন্যায় তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া প্রাণ বিনাশ;—এরূপে নানারূপ অত্যাচার আরম্ভ করিল। তাহাদের

ভয়ে যবনের চলাচল বন্ধ হইল, আর এই সমস্ত দস্যুদিগকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত কেল্লাদারদিগকে সর্ব্বদাই যুদ্ধে ব্যাপৃত হইতে হইল। কিন্তু দস্যুদলের তাহাতে বলের হ্রাস না হইয়া বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাহারা দ্বিগুণ উৎসাহে যবন রাজ্যে উৎপাত আরম্ভ করিল।

যখন এইরূপে যবনগণ উৎপীড়িত হইতেছিল, সেই সময় ধীরে ধীরে দাক্ষিণাত্যে শিবজির পরাক্রম বিস্তার হইতেছিল। দুর্দ্ধর্ষ মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যের অধিনায়ক অমিততেজা শিবজী, মহা-পরাক্রমে যবনবংশ ধ্বংশের নিমিত্ত অগ্রসর হইতেছিলেন। যবন তাড়িত ক্ষত্রিয়গণ, যাহারা গিরিশৃঙ্গে আশ্রয় লইয়াছিল, আসিয়া শিবজির সৈন্য শ্রেণীভুক্ত হইল। দিনে দিনে—সপ্তাহে সপ্তাহে—মাসে মাসে—বৎসরে বৎসরে শিবজির বলবৃদ্ধি হইতে লাগিল। শৈলশৃঙ্গ হইতে দিল্লীর সিংহাসন পর্য্যন্ত তাঁহার পরাক্রমে কম্পিত হইয়া উঠিল। গ্রাম-নগর-দুর্গ শিবজির করতলস্থ হইতে লাগিল! গ্রামের পর গ্রাম ভস্মীভূত হইতে লাগিল,—ধন রত্ন লুণ্ঠিত হইতে লাগিল,—শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র কৃষক সন্ধ্যাকালে দেখিয়া আসিল, প্রাতঃকালে গিয়া দেখিল মাঠ ধুধু করিতেছে—শস্যের চিহ্নমাত্র নাই। দেশে হাহাকার রব উঠিল,—যবন রাজ্য টলমল করিতে লাগিল। বাদসাহের চমক ভাঙ্গিল,—সাজ সাজ রবে সাড়া পড়িয়া গেল। চতুরঙ্গ সেনা সাজিয়া শিবজিকে ধরিতে বাহির হইল। কিন্তু শিবজির কিছুই করিতে পারিল না। পর্ব্বত—জঙ্গল খুঁজিয়াও তাহার দেখা পাইল না। শিবজি পলাইয়াছে ভাবিয়া রণজয়ী বীরপুরু-ষেরা সিংহনাদ করিতে লাগিল, এবং আনন্দে তথায় তাঁবু

ফেলিয়া মুসলমানেরা হাঁস মুরগী; ও হিন্দুরা ডালরুটীর শ্রাদ্ধ করিতে লাগিল। মনে ভারি স্ফূর্ত্তি—হৃদয়ে মহা উল্লাস। গান বাজনায় সৈন্য মত্ত হইল, নিরন্তর বিকৃত কণ্ঠের বিকৃতি চিৎকারে পর্ব্বত প্রদেশ কম্পিত হইতে লাগিল। সকলে পর্ব্বতে ভ্রমণের জন্য দলে দলে বাহির হইত—গিরির উপর উঠিয়া স্বভাবের মনোহর শোভা দেখিয়া সকলে মোহিত হইয়া বেড়াইত।

কিন্তু একটা গোল বাধিল। দলে দলে সৈন্যগণ ভ্রমণে বাহির হয়,—যত যায়—ফিরিয়া কিন্তু তত আসে না। দশ কুড়ি-জন একদলে গেল, ফিরিল কেবল দুই চারি জন,—পঞ্চাশ ষাট-জন একদলে গেল, ফিরিল সবে দশ পনের জন; তাহাও কিন্তু রক্তাক্ত কলেবর আহত শরীরে। কোন দিন বেড়াইয়া আসিয়া দেখিল,—শিবির হুহু করিয়া জ্বলিতেছে। ভ্রমণ বন্ধ হইল। আমোদ প্রমোদ ফুরাইল;—ভীষণরূপে পর্ব্বত প্রদেশ কম্পিত করিয়া রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। মোগলসেনাস্রোত পর্ব্বতদেশ প্লাবিত করিয়া দস্যু বিনাশে ছুটিল।

কিন্তু শত্রু কোথায়?—পর্ব্বত গহ্বর—কানন-উপত্যকা অবধি পাতি পাতি করিয়া অন্বেষণ করিল কিন্তু শত্রুর চিহ্নমাত্র দেখিতে পাইল না। শত্রু যেন কোথায় উধাও হইয়া গেল। ক্লান্ত এবং বিফল মনোরথ হইয়া তাহারা শিবিরে ফিরিল। যখন যামিনী গভীরা—সমস্ত সৈন্য নিদ্রায় অচেতন,—তখন কোথা হইতে পঙ্গপালের ন্যায় দস্যু আসিয়া মোগল সেনার উপর পড়িল। নিশারণে শ্রান্ত-ক্লান্ত-নিদ্রিত যবন সৈন্য সংহার করিয়া তাঁবুতে অগ্নি দিয়া দিয়া প্রস্থান করিল।

কিন্তু শত্রু কোথায় ?—পর্ব্বত গহ্বর—কানন-উপত্যকা-অধিত্যকা পাতি পাতি করিয়া অন্বেষণ করিল কিন্তু শত্রু চিহ্ন মাত্র দেখিতে পাইল না। শত্রু যেন কোথায় উধাও হইয়া গেল। ক্লান্ত এবং বিফল মনোরথ হইয়া তাহারা শিবিরে ফিরিল। যখন যামিনী গভীরা সমস্ত সৈন্য নিদ্রায় অচেতন,—তখন কোথা হইতে পঙ্গপালের ন্যায় দস্যু আসিয়া মোগল সেনার উপর পড়িল। নিশারণে শ্রান্ত-ক্লান্ত-নিদ্রিত যবন-সৈন্য সংহার করিয়া তাঁবুতে অগ্নি দিয়া প্রস্থান করিল।

যবন প্রমাদ গণিল ;—রণ আশা পরিত্যাগ করিয়া জীবন আশায় যে যেদিকে পাইল পলায়ন করিল। দিল্লীতে সংবাদ গেল, আবার নূতন সৈন্য আসিয়া পর্ব্বত প্রদেশ ছাইয়া ফেলিল। কিন্তু দস্যু বিজয় করিতে পারিল না। এইরূপে কত বার কত সৈন্য আসিল কত সৈন্য সেই পর্ব্বত তলে চিরদিনের তরে মহা-নিদ্রায় নিদ্রিত হইল। কিন্তু দস্যু শাসন হইল না। শিবজীর প্রতাপ অখুন্ন রহিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

বনদেবী।

মরি, কি প্রতিমা খানি!—আনন্দরূপিনী—

*　　*　　*　　*　　*

অবতীর্ণা মূর্ত্তিমতী বসন্ত রাগিণী।
বীণা-বীণা-বিনিন্দিত স্বর মধুময়
বহিছে কাঁপায়ে রক্ত অধর যুগল;
বহিতেছে সুশীতল বসন্ত মলয়,
চুম্বি পারিজাত যেন, মাখি পরিমল।
বিলাসবিলোল যুগ্ম নেত্র নীলোৎপল,
বাসনা-সলিলে, মরি, ভাসিছে কেবল!

নবীনচন্দ্র সেন।

রজনী জ্যোৎস্নাময়ী। শশীর অমল ধবল স্নিগ্ধ কিরণ রাশি আসিয়া পর্ব্বতের উপর পতিত হইতেছে। দিবসে রবির প্রচণ্ড করপ্রভাবে উত্তাপিত পাষাণ রাজি যেন হিমানি-মণ্ডিত হিমাংশুর স্নিগ্ধ কর মাখিয়া তাপিত দেহকে শীতল করিতেছে। মলয় সমীর ধীর ভাবে সৌরকরতাপিত মহিকে ব্যজন করিতেছে। ধরা শান্তিময়—প্রকৃতি নিস্তব্ধ। কেবল মাঝে মাঝে কোকিলের মধুরস্বর সেই বায়ু সাগরে ভাসিয়া যাইতেছে।

গিরিশৃঙ্গের উচ্চতম প্রদেশে, এক খানি উপল খণ্ডের উপর একটি

বালিকা বসিয়া আছে। বসিয়া সেই হিমাংশুকরমণ্ডিত হৈমময় গিরি নদী বৃক্ষ গুল্ম লতা প্রভৃতির অপূর্ব্ব শোভা দেখিতেছিল।

বালিকার বয়ঃক্রম অনুমান অষ্টাদশ কিম্বা উণবিংশতি বৎসর। বর্ণ সুবর্ণ চম্পক সদৃশ,—বদন নিরুপম,—তাহাতে ভুজঙ্গ শ্রেণীর ন্যায় কুঞ্চিত অলক শ্রেণী তাহাতে বেড়িয়া বদনের মাধুরী আরও বৃদ্ধি করিতেছে। ললাট নির্ম্মল—অৰ্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি; চঞ্চল লোচন যুগলে নীল পুষ্প সদৃশ কৃষ্ণতার;—নাসিকা সুগঠন, প্রাত্যশিশির সিক্ত—উষার আলোকছটারঞ্জিত রক্ত কুসুমাবলীর স্তর যুগল তুল্য মনোহর অধরোষ্ঠ। গ্রীবা মনোহর। নিবিড় কৃষ্ণ কেশ সকল এলায়িত পশ্চাদ্দেশে নিপতিত;—মৃদু প্রবাহিত সমীর হিল্লোলে ইতস্ততঃ খেলা করিতেছে।

বালিকা বসিয়া আছে; তাহার বাম হস্তে বীণা,—দক্ষিণ করের অঙ্গুলি বীণার তারে সংলগ্ন—কিন্তু নিরব। বালিকা একদৃষ্টে নিম্নদেশে কি দেখিতেছে। কিছু পরে অঙ্গুলি সঞ্চালিত হইল,—মধুর তানে বীণা বাজিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে—পরদায় পরদায় বীণার স্বর উঠিতে লাগিল। বীণা কত রাগ কত রাগিণী বাজিল,—কত কাঁদিল—কত হাসিল;—কত গুরু গম্ভীর কত কি বাজিল—ধীরে ধীরে আবার পরদা নামিল বীণা কোমলে বাজিতে লাগিল। সেই কোমল স্বরের সহিত কোমলাঙ্গীর মধুরতান মিশিল বীণাবিনিন্দিত স্বরে যুবতী গাইল;—

হাসে শশধর মাধুরী বিকাশে,
তারাদল হাসে নীল আকাশে।
বহে ধীর সমীরণ, পীক কুলে তোলে তান,
মুকুল কুসুমে হেরি মধুলোভে অলি আসে॥

পর্ব্বতে সুধা বর্ষণ হইল, কোকিলের কূজন থামিল,—পাপিয়া আপনা ভুলিয়া সেই মধুরতান শুনিতে লাগিল। নৈশ সমীরণে সে স্বর লহরি দিগন্ত প্লাবিত করিয়া অনন্তাভিমুখে ছুটিল। অকস্মাৎ গীত থামিল,—বীণার তার ছিঁড়িল,—বীণা ভূতলে ফেলিয়া গীনস্তনী ভিতর হইতে একটি বাঁশী বাহির করিয়া সজোরে বাজাইল। কোথা হইতে অমনি পঞ্চদশ জন সুসজ্জিত সশস্ত্র সৈনিক তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল।

বালিকা অঙ্গুলি দিয়া তাহাদিগকে নিচেয় কি দেখাইল। তাহারা দেখিল প্রায় সাত আট জন দস্যু একটি যুবতীকে বহন করিয়া নিরবে পর্ব্বতের ছায়ায় অগ্রসর হইতেছে। তাহারা তীরবেগে সেই পথে ছুটিল, নিমেশ মধ্যে দস্যুদিগের গতির সম্মুখে গিয়া দণ্ডায়মান হইল। হঠাৎ অস্ত্রধারী সৈন্যের দ্বারা গতিরোধ হওয়ায় দস্যুগণ কিছু ভীত হইল, কিন্তু পলাইল না। কিম্বা সেই যুবতীকে পরিত্যাগ করিল না। তাহারাও সশস্ত্র ছিল, নিমেষ মধ্যে অসি কোষোন্মুক্ত হইল, চন্দ্রকিরণে চক্‌মক্‌ করিয়া উঠিল। অসিতে অসিতে সজ্বর্ষণে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। অনেকক্ষণ সমর চলিল,—অনেকক্ষণ সেই অল্প সংখ্যক দস্যুদল দ্বিগুণ প্রতিদ্বন্দীর সহিত সংগ্রাম করিল;—তার পর একে একে সেই পর্ব্বত কোলে জীবনত্যাগ করিল। দস্যু দল নিধন হইলে, সৈন্যেরা যুবতীর বন্ধন মোচন করিয়া দিল, কিন্তু যুবতী মূর্চ্ছিতা। তাহারা সেই মূর্চ্ছিতা দেহলতা স্কন্ধে করিয়া প্রস্থান করিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

মহারাষ্ট্র শিবির।

On ye brave
Who rnsh to glory or to grave,

CAMP BELL.

নিবিড় কানন। যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূর ঘনবিস্তৃত বৃক্ষ-শ্রেণী সারি সারি সারি রহিয়াছে। দেখিলে বোধ হয় কানন—অনন্ত—অসীম। বন নিবিড়—কাণ্ডে কাণ্ডে বিজড়িত—হরিদ্বর্ণ পত্রাবলিতে সুশোভিত—নিম্নে শ্যামল শীতল ছায়া। বৃক্ষ-পত্র পড়নের মধুর মর্ম্মর শব্দ,—বৃক্ষবাসী পক্ষিগণের নিরন্তর মধুর কূজনধ্বনি, সেই নিস্তব্ধ কাননের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল।

আর তরুর সেই শীতল ছায়ায় সারি সারি অসংখ্য বস্ত্রগৃহ। তাহার ভিতরেও বাহিরে সহস্র সহস্র সৈন্য সুসজ্জিত;—উন্মুক্ত তরবারি হস্তে নিরবে পদচারনা করিতেছে। একটি কারুকার্য্য খচিত পট্টবাসের ভিতর একটি যুবক উপবিষ্ট। যুবকের বক্ষ স্থল

উন্নত,—ললাট প্রশস্ত—চক্ষু তেজবিশিষ্ট জ্যোতির্ম্ময়—দেহবলিষ্ঠ। যুবক বসিয়া কি চিন্তা করিতেছেন। তাঁহার মুখমণ্ডল ক্ষণে ক্ষণে উজ্জল হইতেছে—কখন গম্ভীর ভাব ধারণ করিতেছে' হস্তে দৃঢ় মুষ্টি বদ্ধ হইতেছে, যেন সংকল্প স্থির করিতেছে। যুবক শিবজি।

শিবজি ভারতের ভাবি ফলাফল চিন্তা করিতেছেন। কিরূপে যবন ধ্বংশ করিয়া হিন্দুরাজত্ব স্থাপন করিবেন, কিরূপে হিন্দুর লুপ্ত গৌরব পুনঃস্থাপিত হইবে,—দিবানিশি সেই চিন্তা—অহরহ সেই চেষ্টা। তাঁহার প্রতাপে দাক্ষিণাত্য যবন শূন্য হইয়াছে, রাজস্থানের অধিকাংশ গিরিদুর্গ তাঁহার অধিকৃত হইয়াছে ; কিন্তু শান্তি স্থাপন হয় নাই। সেই সমস্ত দুর্গ—অধিকারে রাখিবার নিমিত্ত নিরন্তর তাঁহাকে যবনের সহিত সংগ্রাম করিতে হইতেছে, সুখের পরিবর্ত্তে নিরন্তর তাঁহাকে পর্ব্বতে পর্ব্বতে—কাননে কাননে ঘুরিতে হইতেছে। কিন্তু তাহাতে আনন্দ ব্যতীত বিরাগ নাই। হিমের নিদারুণ তুহিন রাশি মস্তকের উপর দিয়া যাইতেছে তাহাতে ভ্রুক্ষেপ নাই, দ্বিগুণ উৎসাহে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতেছেন। অনাহারে—অনিদ্রায় মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় বীর্য্যবন্ত মহারাষ্ট্র সৈন্য তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিতেছে। ধন্য তাঁহার অধ্যবসায়—ধন্য তাহার স্বদেশ বৎসলতা! যদি এইরূপ চেষ্টা সকল ক্ষত্রিয়ের থাকিত তাহা হইলে যবন কেন,—কেহই কখনও ভারতে পদার্পণ করিতে পারিত না। যখন শিবজী চিন্তায় মগ্ন, সেই সময় পঞ্চদশ জন সৈন্য একটি মুর্চ্ছিতা রমণী দেহ আনিয়া তাঁহার শিবির দ্বারে উপস্থিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে সেই বালিকা। ধীরে ধীরে সেই দেহলতা এক খানি পালঙ্কে

উঠিল, ধীরে ধীরে তাহার সেই চারু বদনে সুশীতল গোলাপ-বারি সিঞ্চিত হইতে লাগিল। শীতল বারিতে শরীর স্নিগ্ধ হইল—ধীরে ধীরে যুবতীর জ্ঞানের সঞ্চার হইল, ধীরে ধীরে নিমীলিত নয়নপল্লব উন্মীলিত হইল। অপরিচিত ব্যক্তি অপরিচিত স্থান—সকলি অপরিচিত দেখিয়া সেই নয়ন পল্লব আবার মুদিত হইল, বদনে যেন কিঞ্চিৎ ভয়ের চিহ্ন প্রকাশিত হইল। পরিচর্য্যাকারিণী বালিকা তাহা দেখিল, রমণী ভীতা হইয়াছেন দেখিয়া, সস্নেহে মধুর স্বরে কহিল—"আপনি ভীত হইবেন না। এখানে সকলেই আপনার আত্মীয়;—শত্রু কেহই নাই।"

তাহার কথায় রমণী কিছু আশ্বস্ত হইল। নয়ন মেলিয়া বালিকার প্রতি চাহিয়া কহিল—"দেবি!—আপনি কে?—আমিই বা কোথায়?" বালিকা কহিল—"আমার নাম কমলা। আপনি মহারাষ্ট্র অধিপতি শিবজির শিবিরে।"

রমণী জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি তাঁহার কে?"

কমলা উত্তর করিল—"আমি তাঁহার কন্যা।"

রমণী আশ্চর্য্য হইয়া ধীরে ধীরে শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। বসিয়া কমলার করপল্লব ধারণ করিয়া কহিল—"দেবি!—আপনারা আমায় যে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার কৃতজ্ঞতা আমি যে কি বলিয়া প্রকাশ করিব তাহা জানি না;—আমি অশিক্ষিতা—অল্পবুদ্ধি রমণী আমার সে ক্ষমতা নাই।

কমলা কহিল—"আপনার কৃতজ্ঞতা জানাইবার কোন প্রয়োজন নাই। বিপন্নের উদ্ধার—মাতৃভুমিকে দাসত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্ত করা—আমাদের ব্রত। আমরা আমাদের ব্রত

পালন করিয়াছি মাত্র। আপনি দেখিতেছি ক্লান্ত আপনার বদন শুষ্ক,—বোধহয় সমস্ত দিবস আপনার—আহার হয় নাই; আমার সঙ্গে আহার করিতে চলুন।"

কমলা রমণীর হস্তধারণ করিয়া উঠাইল, ধীরে ধীরে উভয়ে সেস্থান হইতে প্রস্থান করিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পরিচয়।

স্মরিলে পূর্ব্বের কথা ব্যাথা যদি পাও,
প্রাণে ; থাক্ তবে, কি কায স্মরিয়া—"

মেঘনাদ বধ।

আহারান্তে, রমণীর হস্ত ধারণ করিয়া, সেই খানে,—যে খানে কমলা সন্ধার সময় বসিয়াছিল—সেই স্থানে লইয়া গেল। উভয়ে সেই শৃঙ্গশিরে উপলখণ্ডের উপর উপবেশন করিল।

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, নির্ম্মল আকাশে চন্দ্রমা পূর্ণ-রূপে বিরাজিত। অনন্ত নীলিমায় অসংখ্য তারকা জ্বলিতেছে। কোথাও কদাচিৎ দুই এক খানি শ্বেতাম্বুদ মালা আকাশের কোলে ভাসিয়া যাইতেছে। সেই মনোহর দৃশ্য—সেই জগৎ ব্যাপি নিস্তব্ধতা দেখিয়া উভয়ের মন শান্তি লাভ করিল। কমলা রমণীকে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল।

রমণী কিঞ্চিত সঙ্কুচিত ভাবে পরিচয় বলিতে লাগিল। কহিল—"আপনি রানা সমর সিংহের নাম শুনিয়াছেন কি ?" বিমলা।—"হ্যাঁ শুনিয়াছি, আর শুনিয়াছি তাঁহার কন্যা ইন্দুমতী অতিশয় রূপবতী। তাঁহার রূপ ভুবন বিখ্যাত। আপনিই কি ইন্দুমতী ?"

রমণী—"না,—আমি তাঁহার সখী, আমার নাম বিমলা।" কমলা বিস্মিত হইয়া কহিল—"আপনি দস্যু হস্তে পড়িলেন কেমন করিয়া?"

বিমলা কহিল—"সে অনেক দুঃখের কথা;—প্রথম হইতে না বলিলে আপনি কিছুই বুঝিতে পারিবেন না। আর আপনাকে সমস্ত বলিলে বোধ হয় এ বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে পারিব।"

কমলা জিজ্ঞাসা করিল—"কার বিপদ?

বিমলা।—"ইন্দুমতীর।"

কমলা।—"ইন্দুমতীর কি বিপদ?"

বিমলা।—শুনুনবলিতেছি"।

—বিমলা বলিতে লাগিল।—"আজ পাঁচ ছয় দিন হইল, দিল্লী হইতে পাঁচহাজার সেনা লইয়া সম্রাটের সেনাপতি উপস্থিত হইয়া রাণাকে কহিল—"দিল্লীশ্বর আপনার কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা আপনার কন্যা তাঁহাকে প্রদান করিয়া সখ্যস্থাপন করুন।—রাণা তাহাতে প্রথমে স্বীকৃত হইলেন না, সেনাপতি পুনরায় কহিল—"আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না, আপনার কন্যা দিল্লীশ্বরের প্রধানা মহিষী হইবেন, দিল্লীর সিংহাসনে আপনার কন্যাকে বসিতে দেখিতে কি ইচ্ছা করেন না!—রাণা কহিলেন আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আমার পুত্রসন্তান নাই. আমার ইচ্ছা স্বজাতির করে কন্যা সম্প্রদান করিয়া জল গণ্ডূষের উপায় করিয়া যাইব।

সেনাপতি কহিল—"মানসিংহ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়েরা ত আমা-

দিগের ঘরে কন্যা ভগিনী প্রভৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের কি জল গণ্ডুষ লোপ হইয়াছে? আপনি বৃথা ও চিন্তা করিবেন না। বিশেষ আপনি যদি কন্যা না পাঠান তাহা হইলে আপনার পক্ষে মঙ্গল হইবে না; কারণ সম্রাটের হুকুম, যদি সহজে আপনি পাঠাইতে স্বীকৃত না হন, তবে যে কোন উপায়ে হউক ইন্দুমতীকে আমরা লইয়া যাইব। লাভের মধ্যে বিবাদ এবং সৈন্য ধ্বংস হইবে। অতএব যদি কন্যা পাঠান ইচ্ছা হয় বলুন, নচেৎ আমরা যুদ্ধ করিব।"

যুদ্ধের কথায় রাণা ভীত হইলেন, কারণ তাঁহার বৃদ্ধাবস্থা, শরীরে বল নাই,—সৈন্য নাই,—সেনাপতি নাই, রাজস্থানে কাহার নিকট হইতে সাহায্য পাইবার আশা পর্য্যন্ত নাই; অগত্যা তিনি ইন্দুকে পাঠাইতে স্বীকার করিলেন। কথা হইল দুই দিবস পরে ইন্দুকে পাঠাইয়া দিব। যবন তাঁবু ফেলিয়া বসিল। এ সংবাদ ইন্দুমতী শুনিল, ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু সে ক্রোধ তৎক্ষণাৎ নিভিয়া গেল, কারণ তাহাকে যবন হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার কেহই নাই। রোষে ক্ষোভে ইন্দু কাঁদিতে লাগিল। কাঁদিয়া আমায় কহিল—"সখী আমায় বিষ দাও, আমি খাইয়া জীবন ত্যাগ করি, যবনের দাসীপনা আমা হতে হইবে না।" আবার কি ভাবিয়া কহিল—"না, এখানে মরিলে পিতার বিপদ হইবে, পিতার রাজ্যে যবন অত্যাচার করিবে, আমি দিল্লীর পথে মরিব, যবন গৃহে যাইব না।"

তার পর পরামর্শ হইল, আপনার পিতার নিকট এবং রাণী দুর্গাবতীর নিকট শরণ লইব, যদি তাঁহারা সাহায্য করিয়া এ বিপদ হইতে উদ্ধার করেন। কিন্তু আপনার পিতার নিকট

লোক আসিতে বিলম্ব হইবে বলিয়া কেবল মাত্র রাণী দুর্গাবতীর নিকট সংবাদ পাঠান হইল। এ সমস্ত গোপনেই হইল, আমি এবং ইন্দুমতী ভিন্ন আর কেহই জানিল না। লোক গেল,—পর দিবস প্রাতে ইন্দুমতীকেও লইয়া গেল। আমি সঙ্গে যাইতে চাহিলাম, কিছুতেই লইয়া গেল না। কহিল—"সখী আমিত আর ফিরিব না, তুমি না থাকিলে পিতামাতাকে সান্ত্বনা করিবে কে?" আমি কাঁদিতে লাগিলাম, সেও কাঁদিতে কাঁদিতে চির-দিনের মত বিদায় লইয়া গেল।"

বিমলা কাঁদিতে লাগিল।

কমলা কহিল—"যদি ও সকল কথা বলিতে আপনার কষ্ট বোধ হয়, তবে আর বলিয়া কায নাই।"

বিমলা অশ্রুজল মুছিয়া কহিল—"আপনি দুঃখের কথা শুনুন, আর আপনার নিকট এই ভিক্ষা যদি ইন্দু জীবিত থাকে আপ-নার পিতাকে বলিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়া দিন।"

কমলা কহিল—"যদি তিনি জীবিত থাকেন, তবে নিশ্চয় বলিতেছি, যে কোন উপায়ে হউক আমরা তাঁহাকে উদ্ধার করিব।"

বিমলা আশ্বস্ত হইয়া কহিল—"তার পর শুনুন।"—ইন্দু-মতীকে লইয়া গেলে, আমার মন বড় খারাপ হইল। সমস্ত দিন রাত কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাটাইলাম, কিন্তু পরদিন সন্ধ্যার সময় প্রাণ বড় ব্যাকুল হইল,—বুকের ভিতর যেন হুহু করিতে লাগিল;—তাহাকে দেখিবার নিমিত্ত পাগলের মত হইলাম। কিছুতেই ঘরে থাকিতে পারিলাম না। তখন শোকে আচ্ছন্ন হিতাহিত জ্ঞান শূন্য—ভাল মন্দ বিবেচনা না করিয়া ইন্দুকে দেখিবার নিমিত্ত সেই রাত্রেই দিল্লীর পথে ছুটিলাম।

দিল্লী কোথায় জানি না,--কোন পথে যাইতে হয় তাও জানিনা—সম্মুখে যে পথ পাইলাম, মনের আবেগে সেই পথেই চলিতে লাগিলাম। ক্রমে রজনী প্রভাত হইল, আমি তখন কতদূর আসিয়াছি তা জানিনা—কোথায় আসিয়াছি তাও চিনি না। কেবল সেই উচ্চ পর্ব্বত উপর হইতে দেখিলাম—কেবল অনন্ত পর্ব্বত মালা,—যে দিকে চাই কেবল উচু নিচু পর্ব্বত। মনুষ্য বা তাহার কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। মনে অল্প ভয়ের সঞ্চার হইল,—কিন্তু উৎসাহ ভগ্ন হইলনা।

ক্রমে বেলা অধিক হইল, সূর্য্যের উত্তাপে পর্ব্বত অগ্নিময় হইয়া উঠিল। পাথরের গা দিয়া যেন আগুন ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। পা পুড়িতে লাগিল, ক্ষুধায় শরীর অবশ হইল, পিপাসায় কণ্ঠতালু শুষ্ক হইল,—নিদ্রায় দেহ অলস হইল,—আমি আর চলিতে পারিলাম না। একটা ঝরণার জলে হাত পা ধুইয়া,—অঞ্জলি করিয়া জল পান করিলাম, কিছু ক্ষুধার শান্তি হইল; পরে একটি বৃক্ষের শীতল ছায়ায় শয়ন করিলাম। তার পর যখন চেতনা হইল,—তখন দেখিলাম ৭ জন ভীষণ মূর্ত্তি দস্যু, আমাকে স্কন্ধে করিয়া বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। তাহাদের সেই অমানুষিক আকৃতি—বিকৃত মুখমণ্ডল—দেখিয়া ভয়ে আবার আমার চেতনা বিলুপ্ত হইল। তৎপরে নয়ন মেলিয়া আপনাকে দেখিতে পাইলাম। আপনি আমায় কি প্রকারে দেখিতে পাইলেন?" কমলা কহিল—"আমি এই-খানে বসিয়া ছিলাম, তখন সন্ধ্যা হইয়াছে বটে কিন্তু তত অন্ধকার হয় নাই। এখান হইতে অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা যায়;—দেখিলাম ৭।৮ জনব্যক্তি একটি স্ত্রীলোককে স্কন্ধে করিয়া লইয়া

যাইতেছে। দেখিয়াই আমি তাহাদিগকে দস্যু বলিয়া চিনিতে পারিলাম এবং সৈন্য পাঠাইয়া আপনাকে উদ্ধার করিলাম।"

বিমলা কহিল "পরমেশ্বর কৃপা করিয়া আপনাদিগকে এখানে আনিয়াছেন, তাই আজ আমার জীবন এবং প্রাণ হইতে প্রিয়তম সতীত্ব রক্ষা হইল।"

কমলা জিজ্ঞাসা করিল—"এখন আপনি কি করিবেন?—দুর্গে ফিরিয়া যাইবেন কি?"

বিমলা।—"না, যখন আপনার আশ্রয় পাইয়াছি, তখন ইহা ত্যাগ করিব না। পিতাকে বলিয়া আমার সখীর মুক্তির উপায় করুন।"

উভয়ে শিবিরে ফিরিয়া আসিল। কমলা তাহার পিতার নিকট আদ্যোপান্ত ঘটনার পরিচয় দিল। শুনিয়া শিবজির নয়ন জ্বলিয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ শিবির ভঙ্গের আদেশ দিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে সমস্ত পরিষ্কার হইল,—সৈন্যগণ দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইল। অনন্ত কাননে কেবল গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

অন্বেষণ।

But he who steams a stream with sand,
And fatters flame with flaxen bad,
Has yet a harder task to prove,
By firm resolve to conques love

SCOTT.

বিমলা যে দিন ইন্দুমতীর বিরহে কাতরা—অদর্শনে ব্যাকুলা হইয়া নিশীথে গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছিল, তাহার পর দিবস সন্ধ্যার সময় ইন্দুমতী পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিল। দরিদ্র রত্ন, ও জননী মৃত পুত্র পাইলে যেরূপ আনন্দিত হ'ন, ইন্দুমতীকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া তাহার জনক জননীর তাহা অপেক্ষা অধিক আনন্দ হইল। বিষাদিনী রাজমহিষীর বিষাদ-কালিমা মাখা অপ্রফুল্ল বদন আবার প্রফুল্ল হইল। তিনি দৌড়িয়া গিয়া হারানিধি বক্ষে ধারণ করিয়া কহিলেন—"মা, মা,—এলি মা ;—মা আমার,—আয় মা কোলে আয়—আমার হৃদয় শীতল হ'ক ?"

ইন্দু জননীকে প্রণাম করিল, পরে মায়ের কোলে যাইয়া তাঁহার তাপিত হৃদয় শীতল করিল। ইন্দু ইতস্ততঃ চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"মা, আমার বিমলা কোথায় ?"

বিমলা কোথায় ?—রাণীর চমক ভাঙ্গিল, তিনিও বিস্মিত হইয়া কহিলেন—"বিমলা কোথায় ?"

পুরবাসিগণ আশ্চর্য্য হইয়া কহিল—"বিমলা কোথায় ?" বিমলাকে আজ দুই দিন কেহ দেখিতে পায় নাই। তখন তাহার অন্বেষণে চারিদিকে লোক ছুটিল,—ছুটিল বটে, কিন্তু বিমলা কোথায় গিয়াছে তাহা কেহই জানেনা। অন্তঃপুর, কানন, এদিক ওদিক নানাস্থান খুঁজিয়া সকলেই হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিল। কহিল—"বিমলার কোন খোঁজ পাইলাম না।" সকলেই দুঃখিত হইল,—দুই এক ফোঁটা চখের জল ফেলিল; বোধ হয় তাহাদের শোকাগ্নিও সেই সঙ্গে প্রশমিত হইল। কিন্তু ইন্দুমতীর মন তাহা মানিল না, তাহার হৃদয় শোকে উছলিয়া উঠিল।

ইন্দু মনে মনে ভাবিল—"বিমলা কোথায় গেল—কেন গেল ?—বিমলা কি আমার জন্যে বাড়ী ত্যাগ করিল ?—হইতে পারে, আমায় সে প্রাণের অধিক ভাল বাসিত, আমাকে এক দণ্ড না দেখিলে সে আকুল হইত; আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিল্লী গেলাম; লোকে তাই জানিল বটে, কিন্তু সেত আমি কোথায় যাইতেছি তা জানিত, জানিয়াই সে আমার সঙ্গে যাইতে চাহিল, তার ইচ্ছা দুই জনে এক সঙ্গে মরিব;—আমি একলা মরিব বলিয়া তাহাকে লইয়া গেলাম না;—সেই দুঃখে বিমলা কি আমার উপর অভিমান করিয়া চলিয়া গেল ?—কিম্বা আমায় খুঁজিতে গেল!—কি মরিল!—না, আমায় না দেখিয়া সেত মরিবে না, তবে নিশ্চয় সে আমার অন্বেষণে গিয়াছে। যদি তাই গিয়া থাকে তবে সর্ব্বনাশ হইয়াছে, সে যে কোন পথ চেনে না, কোন পথে যাইতে কোন পথে যাইবে,

হয়ত দস্যুর হাতে পড়িবে—” আর ভাবিতে পারিল না, দস্যু হস্তে পড়িয়া বিমলার যে কি দুর্দ্দশা হইবে, সেই পরিণাম ভাবিয়া তাহার হৃদয় আকুল হইল। সরলা, সুন্দরী, পূর্ণযৌবনা বিমলা, দস্যুহস্তে যে কি লাঞ্ছনা ভোগ করিবে—হয়ত তাহাদের হাতে মৃত্যুও ঘটিতে পারে এই সকল ভাবিয়া ইন্দু অস্থির হইল। শোকে,-দুঃখে,-ক্ষোভে তাহার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। শোকে অধীর হইয়া মৃত্তিকায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

শুনিয়াছি রোদনে হৃদয়ের শান্তিলাভ হয়, কিন্তু ইন্দুমতীর তাহা হইল কৈ?—বিমলার কথা যত তাহার মনে হইতে লাগিল, ততই শোকাবেগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। মৃৎশয্যা কণ্টকময় বোধ হইতে লাগিল,—নয়নজলে বক্ষঃস্থল ভাসিতে লাগিল, সমস্ত রজনী সেই মৃৎসজ্জায় কাটিয়া গেল। প্রভাতে ইন্দু উঠিয়া বাহিরে আসিল। জননীকে কহিল “মা আমার বিমলাকে আনিয়া দাও, নহিলে বুঝি, আমি বাঁচিব না।”

ইন্দু কাঁদিতে লাগিল, তাহার রোদনে সকলে বিমলার জন্যে দুঃখিত হইল। রাণা তিনশত অশ্বারোহী সেনা বিমলার অন্বেষণার্থে প্রেরণ করিলেন।—দুর্গ হইতে দিল্লীর অর্দ্ধপথ পর্য্যন্ত কানন, গিরি, নদীতীর, উপত্যকা, পাতি পাতি করিয়া খুঁজিয়া বিমলাকে না পাইয়া বিফলমনোরথ হইয়া সৈন্যগণ ফিরিয়া আসিল। বিমলাকে না পাইয়া, পাগলিনীর ন্যায়, দিবানিশি রোদনে ইন্দুমতীর কাল কাটিতে লাগিল। শিবরাম বিমলার নিরুদ্দেশবার্ত্তা শুনিয়া সেই রজনীতে গৃহ ত্যাগ করিল। আনন্দের পরিবর্ত্তে সকলে নিরানন্দে ভাসিতে লাগিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

প্রমোদাগার।

মিলাইয়া সপ্তস্বর সুমধুর বীণা
বাজিতেছে, বিমোহিত করিয়া শ্রবণ;
মিলাইয়া সেইস্বরে শতেক নবীনা,
গাইতেছে, সপ্তস্বর ব্যাপিছে গগন।
পুরাইতে পাপাসক্ত নবাবের মন,
নাচে অর্দ্ধ বিবসনা শতেক সুন্দরী;
সুকোমল মকমল চুম্বিছে চরণ
তালে তালে; কামে পুনঃ জীবন বিতরি
খেলিছে বিজলী প্রায় কটাক্ষ চঞ্চল,
থেকে থেকে দীপাবলী হতেছে উজ্জ্বল।

নবীনচন্দ্র সেন।

প্রমোদাগার, তাহার চারিদিকে কুসুম কানন। পার্শ্বে শ্যামা যমুনা সেই সুবৃহৎ সুন্দর অট্টালিকার পাদ ধৌত করিয়া আনন্দে কুলকুল রবে প্রবাহিতা। ভারতের যাবতীয় সুন্দর উৎকৃষ্ট কুসুমরাজী সেই কাননে রোপিত হইয়াছে। গোলাপ, মল্লিকা, যাতি, যুথী, বেলা প্রভৃতি ফুল বিকসিত হইয়াছে, ফুল্ল

ফুলে ভ্রমরা আসিয়া বসিতেছে, বসন্ত সমীরণে হেলিয়া দুলিয়া গুন গুন রবে মনের হরিষে মধুপান করিতেছে।—ঘুরিতেছে—ফিরিতেছে—আবার আসিয়া বসিতেছে। মধ্যে মধ্যে কুঞ্জবন, তাহার ভিতর শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত মনোহর বেদি। কাননের মধ্যস্থলে একটি ফোয়ারা নিরন্তর গোলাপ বারি উদ্গীরণ করিতেছে। নৈশ সমীরণ সেই মুকুলিত কুসুম কুলের পরিমল বহন করিয়া সম্রাটকে ব্যজন করিতেছে।

অতি প্রশস্থ মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাসাদ, তাহাতে মর্ম্মর প্রস্তরের মনোহর স্তম্ভ, তাহার উপর সুবর্ণ, রৌপ্য, ও দ্বিরদ রদে খচিত প্রস্তর নির্ম্মিত উচ্চ ছাদ। স্তম্ভে বহুমূল্য সাটিন ও মকমল বিজড়িত, তাহাতে মনি, মুক্তার ঝালর। স্তম্ভ হইতে স্তম্ভান্তরে ফুল হার লম্বিত, নানাবিধ শিল্পখচিত সুন্দর শ্বেত প্রস্তরের দেওয়ালে ফুলের মালা দ্বারা সজ্জিত, নিচের স্তবকে স্তবকে পুষ্পরাশি বিকীর্ণ রহিয়াছে। কুন্তলে—কামিনীর কোমল কণ্ঠে কুসুমের হার শোভা পাইতেছে। সেই সুসজ্জিত প্রাসাদে অসংখ্য রূপসীদলে বেষ্টিত হইয়া সম্রাট আরংজীব স্বর্ণ সিংহাসনে বিরাজ করিতেছে। ফুলহার বিলম্বিত স্তম্ভে অসংখ্য সুগন্ধী দীপ জ্বলিয়া গৃহ আলোকিত করিতেছে।

সেই কুসুমাগারে কুসুমভূষণে বিভুষিতা সুন্দরিগণের চারু অঙ্গে স্বর্ণ, হীরা, মণি মুক্তার সুন্দর সুন্দর অলঙ্কার, কারুকার্য্যখচিত বহু মূল্য বসন সেই দীপালোকে ঝলমল করিতেছে, তাহাদের রূপজ্যোতিতে সেই উজ্জ্বল আলোক ক্ষীণপ্রভ হইয়াছে। সুন্দরীর সুন্দর চরণে, মধুর নূপুরধ্বনি তালে তালে বাজিতেছে, সুকোমল মকমল সুন্দরীগণের সুন্দর চরণ চুম্বন

করিয়া কৃতার্থ হইতেছে ;—সেই সঙ্গে তাম্বুলরাগরঞ্জিত রাঙ্গা অধরে রাঙ্গা হাসি খেলা করিতেছে। তালে তালে সুন্দরিগণ নাচিতেছে,—তালে তালে চরণে নূপুর বাজিতেছে,—পাখোয়াজের মিঠা আওয়াজ তালে তালে হইতেছে ;—সেই সঙ্গে ভুজঙ্গিনীর ন্যায় বেণী পৃষ্টদেশে তালে তালে দুলিতেছে কি সুন্দর!!

কিছুক্ষণের নিমিত্ত নাচ থামিল, নর্ত্তকীগণ একটু বিশ্রাম করিল। আবার মৃরজ, মন্দিরা, বীণা,—বেহালা বাজিয়া উঠিল, সেই সঙ্গে সেই শত রমণীর কলকণ্ঠ মিশিল, সেই মধুরতানে তান মিশাইয়া পঞ্চমে ঝঙ্কার দিয়া গাইল—

মরি কি চারু শোভা হেরিনয়নে।
হাসিছে প্রকৃতি সতী ফুল ভূষণে॥
বহে মৃদু সমীরণ,
কোকিল তুলিছে তান,
আকুল বিরহী প্রাণ মলয় পবনে।
বসন্ত উদয় আসি,
মন নব অভিলাষী,
বিনা প্রিয় মুখশশী বাঁচিব কেমনে॥

সেই সঙ্গীত সুধা লহরী কালিন্দীর বিশাল উরসে পতিত হইয়া তালে তালে নাচিতে নাচিতে সাগরাভিমুখে ছুটিল। কামিনীর কোমল কণ্ঠ নিঃসৃত অমৃত ধারা সম্রাটের মন প্রাণ স্নিগ্ধ করিল। সম্রাটকে মোহিত দেখিয়া, মোহিনীরা মোহন কটাক্ষ করিয়া আবার গাইল—

মনের মতন, পেলে রতন,
প্রাণ কি পারে ছাড়্তে তারে।
যতনে প্রেমের ডোরে
বেঁধে রাখি হৃদ্ মাঝারে॥
চাইনে তার ভালবাসা,
ভালবাসি মনের আশা,
পোরেনা প্রেম পিপাসা—
ভাল বাসে সে অপরে॥

আবার সেই সঙ্গীত স্রোতে, যমুনা তরঙ্গ ভেদ করিয়া, মলয় অনিলে কাঁপিতে কাঁপিতে কতদূর প্রবাহিত হইল।

গীত শুনিয়া সম্রাটের যেন কি মনে হইল, যেন কার মুখচন্দ্র তাঁহার স্মৃতি মাঝে উদিত হইল, হৃদয় যেন কাহার অন্বেষণ করিতে লাগিল। এই সঙ্গীতের সঙ্গে তাঁহার কি সম্বন্ধ, তাহা তিনি যেন বুঝিয়াও বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহার মন যেন কা'কে খুঁজিতে লাগিল। সেই শত রমণীর রূপের জ্যোতিতে তাঁহার নয়ন ঝলসিয়া গেল, কিন্তু হৃদয়ের তৃপ্তি হইল না।—যেন ইহা অপেক্ষা আরো কমনীয় স্নিগ্ধ রূপরাশি তিনি অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।—কিন্তু কৈ তাহা?—তিনি সেই রূপসী দল দেখিলেন, স্বর্গীয় বিদ্যাধরীর ন্যায় তাহাদের রূপরাশি, বদন পূর্ণ চন্দ্রিমা সদৃশ কিন্তু মন তৃপ্ত হইল না। মনশ্চক্ষে নিজের অন্তঃপুর মধ্যে খুঁজিলেন, কিন্তু মনমুগ্ধ কর, রূপ কৈ, দেখিতে পাই-

লেন না। তাঁহার মন ভ্রমর দুষ্প্রাপ্য কুসুমের মধুপান করিবার নিমিত্ত মত্ত হইল,—কিন্তু কোথায় সে ফুল?—

দুষ্প্রাপ্য,—দিল্লীর সম্রাটের দুষ্প্রাপ্য!—যাঁহার আজ্ঞায় সূর্য্যের গতিরোধ হয়,—যামিনী প্রভাত হয় না,—মলয় সমীর ধীর ভাবে বহিতে থাকে, তাহার আবার জগতে দুষ্প্রাপ্য কি আছে?

কিন্তু সেই কুসুম;—যাহার সৌরভে দিগ্ আমোদিত, অথচ অনাঘ্রানীয়; যাহার সৌন্দর্য্যে জগৎ মুগ্ধ, অথচ সে সৌন্দর্য্য নয়নে কেহ দেখে নাই, সেই মর্ত্তকাননের পারিজাত কুসুম কোথায়?

অকস্মাৎ তাঁহার মনে হইল—"ইন্দুমতিকে আনিবার নিমিত্ত সৈন্য গিয়াছে আজও ফিরিল না কেন?"

ইন্দুমতীর নাম স্মরণ হইল, তাহার সৌন্দর্য্যের কথা মনে হইল, সৌন্দর্য্য পিপাসু মন যেন শান্তি লাভ করিল। সম্রাট ভাবিলেন—

"তবে কি ইন্দুমতি নহিলে আমার হৃদয় তৃপ্ত হইবে না?" এমন সময় একজন খোজা আসিয়া তসলিম করিল, কহিল—"জাহাঁপনা, সেনাপতি মহবৎখাঁ আপনার দর্শন প্রার্থী; আজ্ঞা অপেক্ষায় দ্বারে দণ্ডায়মান আছেন।"

আরংজীব আসিতে অনুমতি দিলেন। তিনি তাহাই খুঁজিতে ছিলেন।

সভয়ে মস্তক অবনত করিয়া বিষণ্ণবদনে প্রমোদ গৃহে প্রবেশ করিয়া মহবৎখাঁ সম্রাটকে সেলাম করিল। সম্রাট তাহার বিষণ্ণ বদন দেখিলেন না, ব্যস্তের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহবৎ, ইন্দুমতি আসিয়াছে কি?"

মহবতের বিষণ্ণ বদন আরো বিষণ্ণ হইল, বাদসাহের কথার কি উত্তর দিবে তাহার মনে হইল না; সে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহাকে নীরব, নিস্তব্ধ, এবং বিষণ্ণ দেখিয়া সম্রাট বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হইয়াছে, অমন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছ কেন?—সমস্ত বিবরণ প্রকাশ কর। করজোড়ে কাঁপিতে কাঁপিতে, সেনাপতি, সমস্ত ঘটনা আরংজীবকে নিবেদন করিল। আরংজীবের শীতল মুর্ত্তি অন্তর্হত হইল, ক্রোধে তাঁহার অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, নয়ন হইতে অগ্নিরাশি নির্গত হইল। তাঁহার সেই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিয়া নর্ত্তকীগণ প্রস্থান করিল, যাহারা বাজাইতেছিল, তাহারা যন্ত্র ফেলিয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল তিনি লম্ফদিয়া সিংহাসন হইতে ভুমিতে পড়িলেন, কোষস্থিত অসি উন্মুক্ত করিয়া উচ্চস্বরে কহিলেন—

"ধূর্ত্ত শৃগাল বিজয় সিংহ, আমার সঙ্গে তোর বিবাদ?—আমার আজ্ঞার অবমাননা?—তোর ক্ষুদ্র বিজয়-নগর রসাতলে দিব, বিজয়-নগরের রমণীগণের সতীত্ব ক্রীত দাসগণকে বিতরণ করিব,—তোর জীবন্ত দেহ কুক্কুর দিয়া ভক্ষণ করাইব?—আর এই পদাঘাতে তোর মস্তক চুর্ণ করিব।"

এই বলিয়া সরোষে, বেগে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। মহাবৎ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

উৎসবে—দুর্য্যোগ।

The sky is clouded, Gaspard,
And the leex'd ocean sleeps a tron bled sleep
Beneath a lurid gleam of parting sun shine,
Such slumber hangs o'er dis contented lands,
While facteons doubt, as yet, if they have streangth,
To sront the open battle.

ALBION—POEM.

ইন্দুমতির সহিত বিজয় সিংহের বিবাহ হইয়া গিয়াছে, আজ সেই জন্যে বিজয়-নগরে মহোৎসব। আবাল বৃদ্ধবনিতা সে উৎসবে মত্ত। নৃত্য, গীত, বাদ্য, উজ্জ্বল আলোকমালা, নানা-বিধ পতাকায় বিজয়-নগর সুশোভিত। বিজয়গৌরবে গৌরবা-ন্বিত বিজয়-নগর বাসীর আনন্দের ধ্বনি নৈশগগন বিদীর্ণ করিয়া উঠিতেছে। সকলেই আনন্দিত, কেবল ইন্দুমতির হরিষে বিষাদ। বিমলা বিহনে ইন্দুমতির হৃদয়ে সুখ নাই, আজকের দিন যদি বিমলা থাকিত, তবে কত আনন্দ কত সুখ হইত। কিন্তু এমন দিনে কোথায় বিমলা?—ইন্দু ভাবিল—"কোথায় বিমলা?—কোথায় আমার জীবন মরণের সঙ্গিনী?—একবার এস সখি! তোমার ইন্দুমতীর সুখ দেখিয়া যাও!" এই কথা

ভাবিয়া তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। প্রিয়তমার রোদনে বিজয়সিংহেরও হৃদয় ব্যথিত, রাণী দুর্গাবতীও শোকাকুলা।

কিন্তু অধিবাসীগণ নিরানন্দ নহে। বীরেন্দ্র কেশরী বিজয়-সিংহ বাহুবলে মোগলগণকে পরাজিত করিয়া, ইন্দুমতীকে লাভ করিয়াছেন, সেই বিজয়গৌরবে তাহারা উল্লাসিত। রাজ-আনন্দে তাহারা আনন্দিত, তাহাদের সে আনন্দ স্রোত অবারিত ভাবে প্রবাহিত।

ক্রমে রজনী গভীরা হইল, সঙ্গে সঙ্গে ঘনঘটায় দিঙ্‌মণ্ডল আচ্ছন্ন হইল, রজনীর প্রফুল্লভাব অপসারিত হইয়া ভীষণ ভাবে পরিণত হইল। আমোদ ক্লান্ত বিজয়-নগর বাসীরা সুখশয্যায় শয়ন করিল, উৎসব কোলাহল ক্রমে ক্রমে নীরব হইল। শ্রান্ত অধিবাসিরা নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভ করিল।

এক্ষণে রজনী গভীরা, নিবীড় নীরদমালায় গগণ-মণ্ডল আচ্ছন্ন। থাকিয়া থাকিয়া গগণের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত চপলা খেলা করিতেছে, সেই আলোকে ঈষৎমাত্র দিক্‌নির্ণয় হইয়া আবার গভীর অন্ধকারে ডুবিয়া যাইতেছে। জগৎ নির্ব্বাত-নিষ্কম্প—কেবল বিজয়-নগরের পাদধৌত—কারিণী তটিনীর গভীর পতন শব্দ শ্রুত হইতেছিল।

আবার বিদ্যুৎ হাসিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ কড় কড় শব্দে চতুর্দ্দিক আলোকিত করিয়া পর্ব্বত শিরে বজ্র পতন হইল। ঝটিকাকারে বায়ু বহিল, কিন্তু বৃষ্টি হইল না। কেবল নিবিড় কৃষ্ণ ঘন রাশির গলা ধরিয়া বিজলি খেলিতে লাগিল।

ক্ষণ প্রভার সেই ক্ষণস্থায়ি আলোকে পথ নির্দ্দিষ্ট করিয়া, অতিকষ্টে কতগুলিন লোক, বিজয় নগরের পর্ব্বতে উঠিতেছিল।

পথ বন্ধুর—আকাশ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন,—প্রবল বায়ুতে কঙ্কর রাশি উড়িয়া আরোহিদিগের নয়ন আবরিত করিতেছে, ভীষণ-নাদে অশনি পতন হইতেছে,—কিছুতেই তাহাদের গতিরোধ করিতে পারিতেছে না। সেই অন্ধকার রাশি ভেদ করিয়া তাহারা গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতেছে।

ক্রমে আকাশ পরিষ্কার হইল, প্রভঞ্জন বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া ঘনরাশি গিরিগুহায় আশ্রয় লইল। সেই পরিষ্কার নীলাম্বরে চন্দ্রমা উদিত হইল, তাহার স্নিগ্ধকিরণে বৃক্ষ, লতা, ফল, পুষ্প, গিরি, নদী হাসিয়া উঠিল। বিজয় নগরের সুদৃঢ় প্রাচীর বেষ্টিত উন্নত দুর্গ চন্দ্রালোকে অপূর্ব্বশোভা ধারণ করিল।

সেই চন্দ্রালোকে, যাহারা পর্ব্বতারোহণ করিতেছিল, তাহা-দের বিশেষ সুবিধা হইল। আরোহীগণের সকলের মোগলের পরিচ্ছদ, সকলের কলেবর বর্ম্মাচ্ছাদিত, কটিবন্ধে অসি বিলম্বিত, হস্তে দীর্ঘ বর্শা। অসংখ্য অশ্বারোহী, পদাতিক, নিরবে পর্ব্বতা-রোহণ করিতেছে। সর্ব্বপশ্চাৎ বৃহৎ আরবীয় অশ্বে সেনাপতি মহব্বৎখাঁ তাহার পশ্চাৎ হস্তী আরোহণে স্বয়ং সম্রাট আরংজীব। সেই গভীর যামিনীতে প্রায় বিংশতি সহস্র মোগল সৈন্য বিজয় নগরের পর্ব্বত, উপত্যকা, ছাইয়া ফেলিল। ইন্দুমতী হরণের অপমানের প্রতিশোধ দিয়া বিজয়-নগর ধ্বংশ করিবার নিমিত্ত আরংজিব সসৈন্যে উপস্থিত হইলেন।

উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে মোগল সেনা, শিবির সংস্থাপিত করিল। সেনা বিশ্রামের অনুজ্ঞা হইল, নীরবে সেই আজ্ঞা একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রচার হইল, সেনাগণ বিশ্রাম করিতে

লাগিল। সেই চন্দ্রকরে বিজয়-নগরের উন্নত,অভেদ্য পাষাণ প্রাচীর, তীব্রগামী পার্ব্বতীয় নদী, দেখিয়া ক্ষণেকের তরে আরংজিবের বদনে চিন্তার রেখা দেখাদিল। পরক্ষণেই সে ভাব দূর হইল, নয়ন জ্বলিয়া উঠিল, প্রতিহিংসায় বদন আরক্তিম হইল ; মহবৎ-খাঁকে সঙ্গে লইয়া, তিনি নদী পার হইবার উপায় দেখিতে প্রস্থান করিলেন।

উভয়ে ধীরে ধীরে পার্ব্বত্য পথে অবরোহণ করিতে লাগিলেন। উপর হইতে অনেক নিম্নে আসিলেন, কিন্তু নদী-পার হইবার সুবিধা জনক স্থান দেখিতে পাইলেন না। নদীর উপর হইতে নিচেয় পড়িয়া ক্রমেই তাহার বেগ তীব্র হইয়াছে। কোন উপায় না দেখিয়া উভয়ে পুনরায় শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন। এবং সেনা সজ্জিত হইবার আদেশ দিলেন।

সেনা সজ্জিত হইল, কামান আনিয়া সারি সারি শ্রেণী বদ্ধ-করিয়া নদীর ধারে রাখিল। সমস্ত ঠিক হইল ; সম্রাট বিজয়-নগরের দুর্গ প্রাকারে তোপ দাগিবার অনুমতি দিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

প্রতিশোধ।

পোহাইল বিভাবরি পলাশি প্রাঙ্গনে,
পোহাইল ভারতের সুখের রজনী ;
চিত্রিয়া ভারত-ভাগ্য আরক্ত গগণে,
উঠিলেন দুঃখ ভরে ধীরে দিনমণি।
শান্তোজ্জল কররাশি চুম্বিয়া অবনি,
প্রবেশিল আম্রবণে ; প্রতিবিম্বতার
শ্বেতমুখ-শতদলে ভাসিল অমনি।

পলাশির যুদ্ধ।

ঘনঘন বজ্রনাদ তুল্য কামান শব্দে বিজয়-নগরের সুখ শয্যা শায়িত অধিবাসিগণের সুখনিদ্রা ভঙ্গ হইল। তখন রজনী প্রভাত হইয়াছে, উষার সৌর কর রাশি উন্নত প্রাচীর অতিক্রম করিয়া প্রাঙ্গনে পতিত হইয়াছে। সকলে জাগ্রত হইয়া প্রাকার অভিমুখে ছুটিল। বিজয়সিংহ কুসুমশয্যা পরিত্যাগ করিয়া সেই দিকে ছুটিলেন। সকলে প্রাচিরে উঠিয়া দেখিল নদীর

পর পারে পিপীলিকাশ্রেণীর স্থায় অসংখ্য মোগল সৈন্য ; তাহাদের অগণিত শিবিরে পর্ব্বত দেশ আচ্ছন্ন। তাহাদের উষ্ণিযে, কোষমুক্ত অসিতে বালসূর্য্যকিরণ খেলা করিতেছে। বিজয়সিংহ দাঁড়াইয়া সেই মোগল সেনাসাগর দেখিলেন, তাঁহার প্রশান্ত বদন মণ্ডল চিন্তাচ্ছন্ন হইল, তাঁহার নির্ভিক হৃদয়ে কিঞ্চিৎ ভয়ের সঞ্চার হইল। তিনি একবার গগনপানে চাহিলেন, একবার সেই ভীতি বিহ্বল পুরবাসিগণের বদন পানে চাহিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

রাণী দুর্গাবতী মুহুর্মুহু তোপ ধ্বনিতে জাগ্রত হইয়া নিজের প্রাসাদে বসিয়া মোগলসেনা দেখিতে ছিলেন। তাঁহার ললাট চিন্তরেখা শূন্য বদন প্রশান্ত, তাহা স্বর্গীয় প্রভায় উজ্জ্বলিত।

বিজয়সিংহ ধীরে ধীরে তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রাণী তাঁহার সেই চিন্তাকুল বদন প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"বিজয়, তুমি কি ভীত হইয়াছ?"

বিজয়সিংহের বদন রক্তবর্ণ হইল, নয়ন জ্বলিয়া উঠিল, তিনি কহিলেন—

"ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, শত্রু দেখিয়া ভীত হয় এমন কাপুরুষ কে আছে?—রাঠোর বংশে এমন কলঙ্ক কখনই নাই।"

রাণী কহিলেন—"তা আমি জানি, তোমার বীরত্ব, তোমার ভুজবল, কিছুই আমার অবিদিত নাই। সমরে তোমার উল্লাস,—আজ বদন মলিন কেন?"

বিজয়সিংহ উত্তর করিলেন—"ভবিষ্যত ভাবিয়া। এবার রণে বোধ হয় নিষ্কৃতি নাই। নাই থাক্; এক জন মাত্র

রাঠোর জীবিত থাকিতে রণস্থল পরিত্যাগ করিবে না।—কিন্তু তার পর?" রাণী কহিলেন—"তার পর ক্ষত্রিয় পুরুষেরা মরিতে জানে, তাহাদের রমণীরা মরিতে জানে না?—আমরা কি এতই অপদার্থ?—জীবনে কি আমাদের এতই মমতা?—পতি, পুত্র, সমরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিবে, সে কাদের জন্যে?—আমাদের জন্যেই ত। তাহারা মরিবে, আর আমরা সেই শত্রুগণের চরণের দাসী হইব?—তাহারা আমাদের ক্রীড়ার পুতুল করিবে?—একি তোমার বিশ্বাস হয়?—আমাদের শিরায় কি ক্ষত্রিয় শোণিত নাই?—আমরা কি ক্ষত্রিয় গর্ভে জন্মগ্রহণ করি নাই? আমাদের ভুজযুগল কি এতই কোমল, অসিধারণের ক্ষমতা কি আমাদের নাই?—যদি তাই না থাকে, চিতা কি আর জ্বলে না?—চিতোরের আগুণ যে এখন জ্বলিতেছে। যদি আমাদের পরিণাম দেখিতে চাও, তবে বল, আমরাই আগে রণে গমন করি।

বিজয়সিংহের বদন উজ্জ্বল হইল। তিনি কহিলেন—"মা, আমি সমরে চলিলাম; আমার এই পাঁচ সহস্র সৈন্যের পুত্র পরিবার রহিল, আমার ইন্দুমতী রহিল, তাহাদের দেখিবেন;—আমি আর কাহারো সহিত সাক্ষাত করিব না। যদি সমরে জয়লাভ করিতে পারি, তবে আবার আসিয়া দেখা করিব, নতুবা আর দেখা করিব না, এই শেষ।

বিজয় প্রাঙ্গনে আসিলেন, ভীমরবে রণভেরি বাজাইলেন। ভেরি শব্দে পাঁচসহস্র রাঠোরবীর রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া প্রাঙ্গনে আসিয়া সমবেত হইল। বিজয়সিংহ তাহাদিগকে লইয়া প্রাকারে উপস্থিত হইলেন।

গভীর নাদে বিজয়সিংহের তোপ ডাকিল, যবন বিনাশ করিবার নিমিত্ত অগ্নিময় গোলা নদী পার হইয়া ছুটিল। মুসলমানের কামান বজ্রনাদে তাহার উত্তর দিল। উভয় পক্ষে গোলা বৃষ্টি আরম্ভ হইল। মুহুর্মুহু সেই গম্ভীর বজ্রনাদ পর্ব্বত কম্পিত করিয়া তরঙ্গিনীর তীব্র স্রোতে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। চতুর্দ্দিক ধূমে আচ্ছন্ন হইল, কিছুই নয়ন গোচর হয় না, কেবল সেই শ্বেত ধুমরাশির মধ্য দিয়া রক্তবর্ণ গোলা সকল ছুটাছুটী করিতেছে দেখা যাইতে লাগিল।

ক্ষণেক পরে বায়ু প্রবাহে ধুমরাশি অপসারিত হইলে দেখা গেল, শত্রু নিক্ষিপ্ত গোলা লাগিয়া তাহাদের ৩।৪ জন সৈন্য হত হইয়াছে, এবং তাহারা একটু হটিয়া গিয়াছে। সেখানে গোলা পৌঁছায় না, কিন্তু যবন নিক্ষিপ্ত গুলি আসিয়া দুর্গ প্রাকার স্থিত সৈন্য গণের উপর পড়িতে লাগিল এবং তাহাতে কতিপয় ব্যক্তি আহত হইল। বিজয়সিংহ সেখান হইতে সৈন্য গণকে নিম্নে আসিতে অনুমতি দিলেন প্রাচীর শত্রু শূন্য হইল। আবার মুসলমান অগ্রসর হইল, আবার দুর্গ প্রাকার মূলে গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিল। আবার ক্ষত্রিয়ের আগ্নেয় অস্ত্রের তেজে মোগল সৈন্য হটিয়া গেল।

এইরূপে ৩।৪ দিবস উভয় পক্ষের সমর চলিল। উভয়ের অল্পবিস্তর সৈন্য হতাহত হইল। অনবরত গোলার আঘাতে পাষাণ প্রাচীর কাঁপিতে লাগিল, দুই একস্থান কাটিয়া পড়িয়া গেল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ ভিতর হইতে তাহা পুনর্নির্ম্মাণ হইল। বিজয়সিংহ বিবেচনা করিলেন—"যদি এইরূপ অবরোধ আক্রমণ হইতে থাকে, তাহাতে যদিচ আপাততঃ কিছু ক্ষতি

হইবে না বটে কিন্তু যদি গোলার আঘাতে প্রাচির ভাঙ্গিয়া পড়ে তাহা হইলে কিছুতেই যবন গতিরোধ করিতে পারিব না। দুর্গের বাহির হইয়া যুদ্ধ দান করি, ক্ষত্রিয়ের ভুজবল পরীক্ষা করি; দেখি বিজয় লক্ষ্মী কাহাকে আশ্রয় করেন।” এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি সৈন্যগণকে একত্রিত করিলেন। এবং পঞ্চসহস্র হইতে তিনি সহস্র মাত্র সৈন্য লইয়া দুর্গের বাহির হইলেন।

তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। এক পক্ষ অসহ্য অবমাননার প্রতিশোধ বাঞ্ছায় উন্মত্ত, অপর পক্ষ ক্ষত্রিয়ের মান, মাতা, বনিতা—ও দুহিতাগণের প্রাণ ও সতীত্ব রক্ষার্থে কৃতসংকল্প। তুমুল যুদ্ধ বাজিল।

প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা, ও সন্ধ্যা হইতে আবার প্রাতঃকাল এইরূপ দিবারাত্র সমর চলিতে লাগিল। মুসলমান সেনাতরঙ্গ প্রবল বেগে ক্ষত্রিয়ের উপর পড়িতে লাগিল, সেই তিন সহস্র রাঠোর বীর পাষাণ প্রাচীরের ন্যায় সেই তরঙ্গ অবহেলে ফিরা-ইতে লাগিল। ঘন ঘন মুসলমানের কামান অনল উদ্গীরণ করিতে লাগিল, ঘন ঘন অগ্নিময় গোলা আসিয়া ক্ষত্রিয় সৈন্য নিষ্পেষিত করিতে লাগিল। সেতুর উপর ক্ষত্রিয়গণ তুলারাশির ন্যায় উড়িতে লাগিল। কিন্তু তাহাতেও তাহাদের গতিরোধ করিতে পারিল না। অমিত তেজে—সিংহ বিক্রমে রাঠোরগণ মুসল-মানের উপর পড়িল, অব্যর্থ অসিঘাতে শত্রুগণকে ছারখার করিতে লাগিল।

মোগল সেনার অসিও সুপ্ত ছিল না, তাহারাও প্রবল পরা-ক্রমে ক্ষত্রিয় গণকে যুদ্ধদান করিল। তুমুল সংগ্রামে উভয়

পক্ষের শব রাশিকৃত হইল, সেইশবের উপর দাঁড়াইয়া উভয় পক্ষে সমর করিতে লাগিল।

বিজয়সিংহ রণে উন্মত্ত, তাঁহার বাহ্যজ্ঞান শূন্য; ভীম প্রহরণে যবন বিনাশ করিয়া, তিনি যবন রেখা পার হইয়া যেখানে মহবত খাঁ সৈন্য চালনা করিতেছিল, সেই খানে উপস্থিত হইলেন। তাহার মস্তক লক্ষ করিয়া শূল নিক্ষেপ করিলেন, মহবৎ তরবারি আঘাতে সে শূল ফিরাইল। বিজয় তরবারি নিষ্কোষিত করিলেন, সেনাপতি নিজের তরবারি দ্বারা তাহাতে প্রতিঘাত করিল; উভয়ে তুমুল সমর বাধিল। বিজয় সিংহ চতুর্দ্দিকে শত্রুদ্বারা বেষ্টিত, প্রভুর বিপদ দেখিয়া রাঠোরবীরগণ সিংহনাদে অগ্রসর হইল; প্রবল পরাক্রমে যবন সেনা ভেদ করিয়া, প্রভুকে উদ্ধার করিয়া আনিল। এইরূপে দুই দিবস দিবারজনী সমর চলিল; প্রভুভক্ত পরায়ণ রাঠোর বীরগণ, জন্মভূমি রক্ষার নিমিত্ত একে একে বিজয় সিংহের পাশে প্রাণত্যাগ করিল, তবু পশ্চাৎ ফিরিল না। পঞ্চদশজন সৈন্য অবশিষ্ট থাকিতে বিজয় সিংহ দুর্গে প্রবেশ করিলেন। পশ্চাৎ পশ্চাৎ মোগল সেনা ছুটিল, কিন্তু তাহারা সেতুর উপর উঠিতে-না উঠিতে ঝন্ ঝনা শব্দে দুর্গদ্বার অবরুদ্ধ হইল। শত্রুগণ হতাশ হইয়া ফিরিল, আবার দুর্গমূলে গোলাবৃষ্টি আরম্ভ করিল।

যখন মহাসমর চলিতেছিল, সেই সময় প্রাসাদের ছাদের উপর রাজপুত মহিলাগণ দাঁড়াইয়া যুদ্ধ দেখিতেছিল। পতি, পুত্র, ভ্রাতা গণের অদ্ভুত বীরত্ব, স্বদেশ রক্ষার্থে অকাতরে জীবন দান, দেখিয়া তাহাদের হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতেছিল। নয়নে শোকাশ্রুর পরিবর্ত্তে আনান্দাশ্রু নিপতিত হইতেছিল। সম্মুখ

সমরে জীবন দান করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, ক্ষত্রিয়া রমণীরা তাহা জানিত। সেই মহিলাগণের সহিত ইন্দুমতী ছিল। প্রাসাদ-শীখর হইতে পতীর বীরত্ব দেখিয়া নয়ন সার্থক করিতেছিল। দূর হইতে মহবত খাঁ ইন্দুমতীকে দেখিল এবং সম্রাটকে দেখাইল সেই অনুপম রূপরাশি দেখিয়া সম্রাটের নয়ন ঝলসিয়া গেল, সৌন্দর্য্য পিপাসুমন তাহাকে পাইবার জন্য লালায়িত হইল। আরংজিব উন্মত্তের স্থায় আজ্ঞা দিলেন—"অদ্যই বিজয় নগর দখল করিতে হইবে।"

দ্বিগুণ উৎসাহে মোগল সৈন্য তোপ দাগিতে লাগিল। ঘন ঘন গভীর গর্জ্জনে গোলা আসিয়া প্রাচিরে পড়িতে লাগিল। ভীষণ আঘাতে প্রাচির কাঁপিতে লাগিল, দুই তিন স্থানে ছিদ্র হইল, সেই ছিদ্র দ্বারা গোলা আসিয়া দুর্গের ভিতর পড়িতে লাগিল। বিজয়সিংহ দেখিলেন আর নিস্তার নাই, সম্মুখযুদ্ধ ভিন্ন অন্য উপায় নাই। তবে বৃথা কেন সমস্ত নষ্ট হয়। তিনি অবশিষ্ট সৈন্যগণকে একত্রিত করিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

শেষ চেষ্টা।

Once more——
And this is the last.

SHAKE SPEAR.

সৈন্য সমস্ত একত্রিত করিয়া জলদ গম্ভীরস্বরে বিজয়সিংহ বলিতে লাগিলেন।

"ভাই ও বন্ধুগণ!—এত দিবস আমরা ভোগ বিলাসে কাল কাটাইলাম, বৃথায় জীবনের সময়াতিবাহিত করিলাম, আর সুখে অভিলাষ নাই, জীবনের মহৎকার্য্য সম্মুখে উপস্থিত। এখন চল, সম্মুখ সমরে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া, স্বর্গে গমন করি, কিম্বা যবন বিনাশ করিয়া স্বদেশের অধিনতা নিগড় মুক্ত করি।'

প্রাণের মমতা?—প্রাণ কয়দিনের নিমিত্ত?—কতদিন প্রাণ দেহে থাকিবে?—চিরদিনের জন্যে কেহ আইসে নাই, একদিন অবশ্য মরিতে হইবে। কিন্তু এমন মৃত্যু আর পাইবে না।

যে বংশে প্রতাপের জন্ম, যে শোনিতে ভীমসিংহ, জয়মল্ল, পত্ত, তেজসিংহ প্রভৃতি বীরগণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন,—আমরাও সেই দেশে, সেই বংশে জন্মিয়াছি, সেই পবিত্র ক্ষত্রিয় শোনিত আমাদের ধমনিতে প্রবাহিত হইতেছে, কেন আমরা

তাহার অবমাননা করিব?—প্রতাপের বীরত্বের কথা স্মরণ কর, কিরূপে দ্বাবিংশতি বৎসর বনে বনে পর্ব্বতে পর্ব্বতে বেড়াইয়া, অনাহারে তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া কাল কাটাইয়াছেন, কতকষ্ট পাইয়াছেন, তবুও তিনি তুর্কির অধিনতা স্বিকার করেন নাই। প্রতাপ নাই, কিন্তু তাহার কির্ত্তীযশ জগতে ঘোষিত হইতেছে, যত দিবস চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে, তত দিবস সে গৌরব গীত হইবে। তত দিবস তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় থাকিবে।

রাজস্থানের প্রত্যেক নরনারী সে বীরত্ব স্মরণ করিয়া উৎসাহিত হৃদয়ে সমরে গমন করিবে। আমাদেরও সেই বংশে জন্ম,—আমাদের বাহুতে বল আছে, হৃদয়ে শোণিত আছে, তবে কেন সে বল পরীক্ষা না করি, সে শোনিত স্বদেশের জন্য প্রদান না করিব? ক্ষত্রিয় বীরগণ তুর্কীর দাস হইবে?—রাজপুত মহিলাগণ যবনের দাসী হইবে? ক্ষত্রিয় হইয়া তাহাই দেখিব?—তুচ্ছ জীবনের জন্য তাহা সহ্য করিব?—ধিক্ সে জীবনে?—সে জীবনে ফল কি?—

দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ,—যবন পদ দলিত জীবনে প্রয়োজন নাই!—অতএব, বন্ধুগণ!—জীবনের মায়া ত্যাগ কর, স্ত্রীপুত্রের মঙ্গলের নিমিত্ত, স্বদেশের স্বাধিনতার নিমিত্ত দৃঢ় মুষ্টিতে অসিধারণ কর। সমরে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া ক্ষত্রিয়ের মুখোজ্জল কর?—ঐ দেখ, প্রাসাদ শীখরে, তোমাদের মাতা, বনিতা, দুহিতা, তোমাদের পরাক্রম দেখিবার নিমিত্ত দাঁড়াইয়া আছেন, যদি জয়লাভ করিতে পারি, যদি যবন বিনাশ করিয়া মাতৃভূমিকে ম্লেচ্ছপদ দলিত হইতে রক্ষা করিতে পারি, তবে তাঁহাদের আনন্দের অবধি থাকিবে না, আর যদি জন্মভূমির রক্ষার

নিমিত্ত এ দেহ পতন হয়,—তবে ঐ দেখ সারি সারি চিতা জ্বলিতেছে,—ঐ দেখ—রাজপুত ললনা, সহাস্যবদনে সেই চিতানলে-প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া স্বামি ও পুত্রের পশ্চাৎ গমন করিতেছে! —তবে ভাই সকল, যে দেশের রমণীগণ অনলে জীবন দিতে পারে, সে দেশের পুরুষেরা সম্মুখ সমরে প্রাণ দিতে ভীত হইবে কেন?—তবে চল, যবন শোনিতে জন্মভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করি।"

বিজয় সিংহ নিরস্ত হইলেন, তাহার জ্বলন্ত উৎসাহ বাক্যে রাঠোর বীরগণ উৎসাহিত হইয়া সিংহনাদ ত্যাগ করিল। সে হুহুঙ্কার রব যবনেরা শুনিতে পাইল, স্বভয়ে নিজ নিজ অসিতে হাত দিল।

সৈন্যগণের উৎসাহিত বদন দেখিয়া, বিজয়সিংহ বুঝিতে পারিলেন, যে এক জন মাত্র রাঠোরজীবিত থাকিতে রণস্থল পরিত্যাগ করিবেনা। তিনি সেই সৈন্য লইয়া দুর্গের বাহির হইলেন।

বরিষার জল প্রপাতের ন্যায় অমিত তেজে ক্ষত্রিয়গণ যবনের উপর পড়িল। তাহাদের আরক্ত মুখমণ্ডল, জলন্ত নয়ন দেখিয়া, মোগল সেনাগণ অন্তরে ভীত হইল।

আবার যুদ্ধ বাজিল। আবার গম্ভীর বজ্রনাদে মোগলের কামান ডাকিতে লাগিল! সহস্র সহস্র অসি সেই প্রভাতের বাল সূর্য্যকিরণে বিদ্যুতের ন্যায় খেলা করিতে লাগিল। সে ভয়ানক সমরের বর্ণনা করিতে লেখনী অক্ষম। সেই দিন মনুষ্যের যাহা সাধ্য, রাঠোরগণ তাহা করিয়াছিল। সেই দুই সহস্র রাজপুত পাঁচ সহস্র শত্রু বিনাশ করিল, কিন্তু মোগল সৈন্য স্তবকে স্তবকে সজ্জিত, এক জন মরিলে সেই শূন্যস্থান দশজনে

আসিয়া অধিকার করিতেছে। কত বিনাশ করিবে। কিন্তু তাহাতে ক্ষত্রিয় ভীত নহে, নির্ভীক অন্তরে তাহারা যুদ্ধ দান করিতে লাগিল।

বিজয়সিংহের অব্যর্থ অস্ত্রাঘাতে মোগল সেনা ছারখার হইতে লাগিল, সেনা নিধন দেখিয়া সেনাপতি মহবৎখা ক্রোধে বিজয় সিংহের প্রতিধাবিত হইল, পরস্পর দেখা হইলে, বিজয় সিংহ হাসিয়া কহিলেন—

—"সেনাপতি, সে দিন তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল মাত্র, আজ ভাল করিয়া আলাপ করিব। পামর তুই ক্ষুদ্র জীবন লইয়া বিজয় সিংহের গতিরোধ করিতে আসিয়াছিস্।"

উভয়ে যুদ্ধ বাজিল, কেহই হীন বল নহে; অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়ের সংগ্রাম হইল। বিজয় সিংহ ভীষণ আঘাতে যবন সেনাপতির মস্তক স্কন্ধ হইতে ছিন্ন করিলেন।

সেনাপতির নিধন দেখিয়া মোগল সৈন্য ক্ষিপ্ত প্রায় হইল। উত্তাল তরঙ্গরাশির ন্যায় বিজয়সিংহকে সহস্র সহস্র সেনায় বেষ্টিত করিল। বিজয় তাহাতে ভীত হইলেন না, মেষদল পরিবেষ্টিত সিংহের ন্যায় প্রবল পরাক্রমে শত্রু নাশ করিতে লাগিলেন।

শত্রু সংখ্যা অধিক, তাহাদের অস্ত্রাঘাতে তাহার দেহ ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল। প্রভুর বিপদ দেখিয়া রাঠোর সৈন্য রোষে গর্জ্জন করিয়া উঠিল, প্রবল বিক্রমে তাঁহার উদ্ধারের নিমিত্ত যবন সেনাভেদ করিতে ছুটীল, কিন্তু চেষ্টা বৃথা হইল, বৃথা সেই ক্ষত্রিয় বীরগণ পুনঃ পুনঃ তাহাদের প্রভুর উদ্ধারের নিমিত্ত চেষ্টা করিল, যত বার তাহারা প্রবল সাগর তরঙ্গের ন্যায় যবনের উপর পড়িল, ততবার তাহারা তট নিক্ষিপ্ত বারি

রাশির ন্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল। এইরূপে সেই দিবারজনী ভীষণ সমর হইল, অন্যায় সমরে রাজপুত সৈন্য বিনাশ হইতে লাগিল, কিন্তু তথাপি তাহারা রণস্থল ত্যাগ করিল না। ক্রমে তাহাদের বল হ্রাস হইতে লাগিল। সমস্ত রজনী ভীষন সমরে ক্ষত্রিয়ের অনেক সৈন্য নিহত হইল। রজনীর অবসানে, উষার রক্তিমাচ্ছটা প্রকাশ পাইল, তখন সেই অল্প সংখ্যক, নির্ভীক রাঠোরবীর সেতু রক্ষা করিতেছে। যবন বিনাশ করিয়া প্রভুর উদ্ধারের চেষ্টা করিতেছে।

যখন সূর্য্য উঠিল, তখন সেই দুই সহস্র সৈন্যের মধ্যে পঞ্চদশ মাত্র জিবীত। তাহাদের নয়ন অগ্নিময়, পরিচ্ছদ রক্ত পরিপূর্ণ, যেন আসুরিক বলে দুর্গদ্বার রক্ষা করিতেছে।

একে একে সেই পঞ্চ দশজন রাজপুত বীর নিধন হইতে লাগিল, স্বদেশ রক্ষার্থে তাহাদের হৃদয়ের শেষ রক্তবিন্দু প্রদান করিল।

শত্রু সৈন্য বেষ্টিত বিজয় সিংহ সমস্ত রজনী আত্মরক্ষা করিয়াছেন, সমস্ত নিশা একাকি সেই অসংখ্য মোগলের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে বিমুখ করিয়াছেন। কিন্তু আর তাঁহার ক্ষমতা নাই, আঘাতিত স্থান হইতে প্রবলবেগে শোণিত স্রাব হইতেছে, কিন্তু তখনও দুই হস্তে অসিধারণ করিয়া শত্রু বিনাশ করিতেছেন। ধন্যবীরত্ব!—

ক্রমে রক্ত মোক্ষণে দেহ অবসন্ন হইল, মস্তক ঘুরিতে লাগিল, চোক্ষের জ্যোতি হীন হইল, হস্ত মুষ্টি শ্লথ হইয়া ঝন্ ঝন্ শব্দে অসি পড়িয়া গেল, সেই সঙ্গে তিনিও জ্ঞান হারা হইয়া শবের উপর পতিত হইলেন। একজন মোগল তাহাকে নিধন করি-

বার নিমিত্ত অসি তুলিল, সম্রাট নিষেধ করিলেন। আজ্ঞা দিলেন—"বিজয় সিংহের দেহ শিবিরে লইয়া যাও।" শত্রু নিধন হইল, সম্মুখে বাধা দিবার আর কেহই রহিল না। মহোল্লাসে যবনগণ জয়ধ্বনি করিয়া উন্মুক্ত পথে দুর্গের ভিতর ছুটিল। কিন্তু সে আশা পুরিল না, আবার ঝন্‌ঝনা শব্দে লৌহ কপাট বন্ধ হইল। ভিতরে যাহারা আছে, এখনও তাহারা অধীনতা স্বীকার করিবে না। ভিতরে সমস্ত রমনী।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

বীরাঙ্গনা।

"—দেব দত্ত শঙ্খ নাদে রুষি,—
রণরঙ্গে বীরাঙ্গনা সাজিল কৌতুকে ;—
উথলিল চারিদিকে দুন্দুভির ধ্বনি ;
বাহিরিল বামাদল বীর মদে মাতি,
উলঙ্গিয়া অসি রাশি, কার্ম্মুক টঙ্কারি,
আস্ফালি ফলক পুঞ্জ ! ঝকঝকঝকি
কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা উজলিল পুরি।"

মেঘনাদ বধ।

প্রাসাদ শিখরে বসিয়া, রাণী দুর্গাবতী ক্ষত্রিয়ের বীর্য্য দেখিতেছিলেন। ক্রমে যখন একে একে ক্ষত্রিয় বীরগণ স্বদেশ রক্ষার্থে জীবনদান করিল, কেহ স্ত্রীপুরুষের মায়া করিল না, প্রাণভয়ে পশ্চাৎ ফিরিল না, সম্মুখ সমরে প্রাণ পরিত্যাগ করিল ; ইহা দেখিয়া তাঁহার বদন প্রফুল্ল হইল, অন্তরে তাহাদিগকে কত শত ধন্যবাদ দিলেন তাহার ঠিক নাই। তাহার পর কেবল বিজয়সিংহ একাকী সেই অসংখ্য শত্রুর সহিত সমর করিতে লাগিলেন, শেষে স্ব হস্ত নিহত শত্রুর শবের উপর নিপতিত হইলেন, তাহা দেখিয়া রাণীর নয়নে এক বিন্দু অশ্রু দেখা দিল, তিনি সত্বর তাহা মুছিয়া ফেলিলেন, "জয় মা কালী"

বলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। আজ্ঞা দিলেন—"দুর্গদ্বার রুদ্ধ কর।"

অবশিষ্ট দুই এক জন যাহারা ছিল, তাহারা সেতু উঠাইয়া দূর্গদ্বার রুদ্ধ করিল।

ইন্দূমতীকে লইয়া দুর্গাবতী প্রাসাদ উপর হইতে নামিয়া অস্ত্রাগারে প্রবেশ করিলেন। অগ্রে ইন্দুমতীকে রণসজ্জায় সজ্জিত করিলেন, সুদৃঢ় বর্ম্মে সেই কোকনদ লাঞ্ছিত সুকোমল তনু আবরিত করিয়া; কটিবন্ধে সুবর্ণ মণ্ডিত অসিকোষ, তাহাতে খরসান অসি দুলিতে লাগিল, হস্তের বলয় কঙ্কণ খুলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন, দুই হস্তে সেই খরসান অসি ধারণ করিল। পরে রাণী তাহার অশ্রুশিক্ত বদনকমলে চুম্বন করিয়া কহিলেন—"কাঁদ কেন মা'—পতিই সতীর গতি, যে পথে পতি গিয়াছেন, চল আমরাও সেই পথে যাই!—নিজ ভুজবলে অরাতি নিধন করিয়া সম্মুখ সমরে জীবন ত্যাগ করিয়া চল আমরাও স্বর্গে যাই, সেইখানে তাঁহাদের সঙ্গে মিলন হইবে, সে মিলনের পর আর বিচ্ছেদ নাই।"

উভয়ে রণ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া, এলোকেশে, নিষ্কোষিত তরবারি হস্তে প্রাঙ্গণে আসিলেন।

প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া ভীমনাদে রণভেরী বাজাইলেন, দেখিতে দেখিতে প্রায় তিন সহস্র রাজপুত মহিলা রণবেশে সেইখানে উপস্থিত হইল। নীরবে উভয়ের চারিদিক বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের নয়ন উজ্জ্বল, বদন আরক্তিম, তাহা স্বর্গীয় প্রভায় উজ্জ্বলিত। সেই বামাগণের প্রতি চাহিয়া মহারাণী দুর্গাবতী কহিলেন—

—"ভগিনীগণ!—আমাদের পতি পুত্রগণ জন্মভুমি রক্ষার নিমিত্ত তাঁহাদের পবিত্র শোণিত প্রদান করিয়াছেন। আমাদের রক্ষার নিমিত্ত তাঁহাদের বহুমূল্য জীবন বিসর্জ্জন করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। আমরাও তাঁহাদের রমণী, জীবন মরণের সঙ্গিনী, চল আমরাও তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করি। আমাদের আর কে আছে, কার মুখের দিকে চাহিয়া এই ছার দেহ ধারণ করিব, পতি, পুত্র বিহিন হইয়া জীবনে প্রয়োজন কি?—কিসের জন্য থাকিব?—যবনের দাসি হইবার নিমিত্ত?—রাজপুত মহিলাগণ, ম্লেচ্ছের সেবা করিবে?—তবে চিতোর কেন ধ্বংশ হইল?—চিতোরের রমণীগণ জ্বলন্ত অনলে প্রাণবিসর্জ্জন কেন দিল?—যে পথে তাঁহারা গিয়াছেন, আমরাও সেই পথে যাইব. আমরাও সেইরূপ রাজপুত কুলের মুখোজ্জল করিব,—ক্ষত্রিয়ের চির আদরেব ধন অনলকে সাদরে আলিঙ্গন করিব। কিন্তু এখন নয়,—আগে চল যে দুরাত্মারা আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে তাহাদের উচিত শাস্তি দিয়া আসি, রমণীর বাহুতে বল আছে কিনা, দেখাইয়া আসি। এখন কেবল—

—কালী কালী বল মুখে,
কৃপাণ কর লো হাতে;
যে পথে পতির গতি,
চল সেই পথে।
পতি ঘাতি, পুত্র ঘাতি,
শত্রু যে দুর্ম্মতি,

তাহার বধিতে প্রাণ,
না করিহ অন্য মন,
তর্পণ করিব আজ
যবন শোণিতে।
খোল বেণী!—
কিবা কাজ বেণীর শোভায়?—
এলো কেশে রণ বেশে
চললো সমরে।
বিনাশি সম্মুখ অরি।
কিম্বা প্রাণ পরিহরি,
যাইব অমর পুরে
পতির নিকটে।
ওই শুন!—
ভীমনাদে গর্জ্জিছে কামান,
দেহ সবে বক্ষ পাতি,
রহিবে ভুবনে খ্যাতি,
জানিবে রমণী নহে সোহাগের তরে,
দিব প্রাণ বিসর্জ্জন অম্লান অন্তরে।
বীরাঙ্গনা—বীর পত্নী
আমরা সকলে,

তবে এ শৃগাল ভয়ে
বিবরেতে লুকাইয়ে
থাকিব কেনলো বলহীন বলি প্রায়।
করিনির্ম্মূল যবনকুল কালীর কৃপায়।”

রমণী গণের আয়ত উজ্জ্বল নয়ন, আরও উজ্বল হইল, সেই অগ্নিময় নয়ন হইতে দুইবিন্দু উত্তপ্ত নয়নাশ্রু পতি পুত্রের নিমিত্ত সেই বর্ম্মাবৃত বক্ষের উপর পতিত হইল। কিন্তু আর পড়িবে না, এই জন্মের মত।

রোষে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া কালী কালী রবে সিংহিনীর ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে, নিষ্কোষিত অসি হস্তে চামুণ্ডার ন্যায় সমরে ছুটিল।

রাণী সেই রণোন্মত্তা কামিনী গণের মধ্যস্থলে জানুপাতিয়া উপবেশন করিয়া করজোড়ে ঊর্দ্ধবদনে গাইলেন—

রাখো মা বিপদে পদে বিপদ বারিণী।
দেহিমে পদ পঙ্কজ, পঙ্কজ নয়নী।
তব পাদ-পদ্ম স্মরি, চলিনু সমরে,
রেখ মা গনেশ জননী অকুল পাথারে;—
চিরদিন তরে, যেন মা আমারে,
ডুবাওনা দুঃখ নীরে, হর-উরু বাসিনী।
তুমি যদি কর দয়া কিছার যবন,
কটাক্ষে শাসিতে মাতঃ পারি ত্রিভুবন;—

রাখিতে সতীর মান, ধরিনু করে কৃপাণ ;
লজ্জারেখো তনয়ার, লজ্জানিবারিণী।

গীত শেষ হইল। সকলে গৃহ হইতে জন্মের মত বিদায় লইয়া যবন বিনাশে ছুটিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

রণরঙ্গিণী।

The diadem with mighty projects lined,
To catch renown by raining mankind,
Is worth, with all its gold and glittering store
Just what the toy will sill for and no more.

COWPER.

ঝন্ ঝন্ শব্দে লৌহসেতু উদ্ঘাটিত হইল, মোগল সৈন্য চমকিত হইয়া অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিল।

সারি সারি অশ্বারূঢ়া বামাবৃন্দ তাহাদের উজ্জ্বল বর্ম্মে, স্বুবর্ণ মণ্ডিত অসিকোষে সূর্য্যকিরণ প্রতিবিম্বিত হইতেছে। সকলের মুক্তকেশ, দন্তপাতি ওষ্ঠের উপর স্থাপিত; মত্তমাতঙ্গিনীর ন্যায় যবন দলনে অগ্রসর হইতেছে। মধ্যস্থলে মহারাণী দুর্গাবতী, পাশে ইন্দুনিভাননা ইন্দুমতী; তাঁহাদের নয়ন হইতে অগ্নি নির্গত হইতেছে, সেই অগ্নিতেজে বুঝি যবন ভস্ম হইবে।

উগ্র-চণ্ডি মুর্ত্তিতে,—প্রবল বেগে রাজপুত মহিলাগণ মোগলের উপর পড়িল। সেই চামুণ্ডা রূপিণী বামাগণের ভীষণ মূর্ত্তী

দেখিয়া যবন সেনা ভীত হইয়া দুইপদ পিছু হটিয়া গেল। নিমেষ মধ্যে তিন সহস্র খরশান অসি নিষ্কোষিত হইল, কালী কালী রবে রাজপুত বালাগণ যবন আক্রমণ করিল। যবনেরা ভীত হইল, তাঁহাদের কোমল অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিতে তাহারা ইতঃস্তত করিতে লাগিল।—ক্রোধিতা রমণিগণের অসির মুখে সারি সারি যবন পড়িতে লাগিল।

আরংজিব প্রমাদ গণিলেন। বামাগণের অসির প্রভাব দেখিয়া তাঁহার হৃদয় উচাটন হইল! বীর হইয়া রমণীর সহিত কেমন করিয়া সংগ্রাম করিবেন; তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু চিন্তা করিবার সময় নাই, তাঁহার সম্মুখে সৈন্য হত হইতে লাগিল, তিনি ব্যস্ত হইয়া আজ্ঞা দিলেন— "তোপ দাগ।"

মুসলমানের কামান গর্জ্জিয়া উঠিল, তাহা হইতে গোলা নির্গত হইয়া রমণী ব্যূহ ভেদ করিতে লাগিল। নির্ভয় চিত্তে,—সেই অগ্নিবৃষ্টি মুখে রাজপুত বালা অগ্রসর হইতে লাগিল। অব্যর্থ অসি আঘাতে মোগল সৈন্য ছার খার করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহাদের অদ্ভুত বীরত্ব—অসাধারণ ভুজতেজ দেখিয়া মোগল সৈন্যগণ স্তম্ভিত হইল, এমন দৃশ্য তাহারা কখন দেখে নাই; তাহারা কোন জগতে কেহ দেখিয়াছে কি না সন্দেহ।

তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। সেই অসংখ্য সুশিক্ষিত মোগল সৈন্য, তিন সহস্র রাজপুত বালার নিকট টলিতে লাগিল। আরংজিব দেখিলেন সর্ব্বনাশ হয়, এত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া, এখন বুঝি সব বৃথা হয়। তিনি চাতুরি খেলিলেন, অন্যায় সমরে বিপক্ষ বাহিনী বিনাশ করিতে লাগিলেন। অন্যায় রণে সারি সারি রমণীগণ পড়িতে লাগিল, কিন্তু তবুও বীরাঙ্গণাগণ নড়িল

না, অটল—অচল—পাষাণ প্রাচীরবৎ সেতুরক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু ক্ষত্রিয়ের জয় বুঝি ঈশ্বরের ইচ্ছাধিন নয়; তাই অন্যায় সমরে একে একে জন্মভূমি—সতীত্ব—এবং জগতে রমণীর বাহুবল দেখাইতে দেখাইতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

প্রায় সঙ্গিনী নিধন হইয়াছে, অল্পমাত্র অবশিষ্ট তথনও রাণী দুর্গাবতী এবং ইন্দুমতী যবন বাহিনী ছারখার করিতেছেন। শত্রুর অস্ত্রাঘাতে রাণীর অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, গুলির আঘাতে দেহের পাঁচ ছয় স্থানে ছিদ্র হইয়াছে আঘাতিত স্থান হইতে অজস্র রক্ত পাত হইতেছে, কিন্তু তথনও সেই বীরাঙ্গনা সিংহীনির ন্যায় রণরঙ্গে উন্মত্তা। ক্রমে তাঁহার দেহ অবসন্ন হইয়া আসিল, হস্তের অসিধারণের বলহীন হইল, তিনি সেই সমর ক্ষেত্রে নিজের পবিত্র জীবন বিসর্জ্জন করিলেন, তাঁহার প্রাণহীন দেহ ভূতলে পতিত হইল।

রাণীর নিধনে ইন্দুমতীর নয়ন জ্বলিয়া উঠিল, তিনি দুই হস্তে দৃঢ় মুষ্টিতে অসিধারণ করিয়া যবন বিনাশ করিতে লাগিলেন।

সঙ্গিনী বিহীনা ইন্দুমতীকে একাকিনী সমর করিতে দেখিয়া আরংজীবের অতিশয় আনন্দ হইল। তিনি সেই আলুলায়িত কুন্তলা, পূর্ণেন্দুনিভাননা, ইন্দুমতীর সেই অপূর্ব্ব রণরঙ্গিণী বেশ দেখিয়া মোহিত হইলেন। অনুমতী দিলেন—"জিবীতা ইন্দুমতীকে যে আনিয়া দিবে, আমি তাহাকে বিশেষ রূপে পুরস্কৃত করিব।"

নিঃসহায়া একাকিনী রণোন্মত্তা ইন্দুমতীকে ধরিবার নিমিত্ত সৈন্য অগ্রসর হইল। ইন্দু আরংজীবের অনুমতি শুনিল, শুনিয়া

হাঁসিল। সে হাঁসির অর্থ বোধ হয়—"নির্ব্বোধ যবন!—জিবীতাবস্থায় ক্ষত্রিয়া তনয়া কখন দেহ সমর্পন করে না।"

কিন্তু আরংজীব তাঁহা বুঝিতে পারিলেন না।

মোগল সৈন্য ইন্দুকে বেষ্টন করিল, পুর্ণশশী রাহুবেষ্টিত হইল। কিন্তু সেই মহাতেজা—জলন্ত অনল সদৃশা ইন্দুমতীর নিকটে যাইতে কেহই সাহস করিল না; যবনকে ভীত দেখিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে ইন্দু যবন বিনাশ করিতে লাগিল। তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত আবার তুমুল সংগ্রাম বাধিল।

একাকিনী বালিকা আর কতক্ষণ সংগ্রাম করিবে, তাহার বলের হ্রাস হইল, দুর্ব্বল হস্ত হইতে শত্রুঘাতি অসি পড়িয়া গেল; অস্ত্রহীনা ইন্দুমতীকে ধরিবার নিমিত্ত যবন হস্ত প্রসারিত হইল। অর্দ্ধমুর্চ্ছিতা ইন্দুমতীর যেন চমক ভাঙ্গিল। "রাজপুত ললনার পবিত্র অঙ্গ যবনে স্পর্শ করিবে?"

আবার সেই জ্যোতিহিন নয়ন জ্বলিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ ধারছুরিকা অস্তগামি রবিকরে প্রতিবিম্বিত হইল; সেই ছুরিকা কাড়িয়া লইবার নিমিত্ত বিংশতি হস্ত প্রসারিত হইল, কিন্তু সেই পবিত্র দেহ স্পর্শ করিবার অগ্রে, সেই উত্থিত ছুরিকা সেই কোমল হৃদয়ে আমুল বিদ্ধ হইল। আঘাতিত স্থানে রক্ত ধারা ছুটিল, সঙ্গে সঙ্গে—ছিন্নমূল তরুর ন্যায় জীবন হীন দেহ ভূতলে পতিত হইল।

রণ মিটিল। আল্লাআল্লারবে অবাধে মোগল সৈন্য বিজয় নগরে প্রবেশ করিল। বিজয় নগর এখন শশ্মান! বৃহৎ পুরি মনুষ্য বিহীন—কেবল অন্তঃপুর প্রাঙ্গনে সারি সারি চিতা জ্বলিতেছে, তাহার সেই ভীষণ শিখা গগনস্পর্শ করিয়াছে, তাহার

নিকট শিশুপুত্র কোলে করিয়া অবশিষ্ট রাজপুত মহিলাগণ দণ্ডায়মান; পতিপুত্র বিহিনা রাজপুত রমণী অনলে প্রাণ দিয়া সতীত্ব রক্ষা করিবে। জয়কোলাহল করিতে করিতে মোগল সৈন্য অন্তপুর দ্বারে উপস্থিত হইয়া এই দৃশ্য দেখিল, তাহাদের দেখিয়া সেই রমণীগণ সন্তান ক্রোড়ে সেই জ্বলন্ত অনলে ঝাঁপ দিল। আগুণ দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল, দেখিতে দেখিতে সেই পবিত্র দেহ, পবিত্র অনলে ভস্ম হইয়া গেল। রহিল কেবল শূন্য পুরি—আর সেই জ্বলন্ত চিতা আর তাহার শেষ,—ভস্ম !!

সমস্ত শেষ হইল, আরংজীব সেই শশ্মান রাজত্ব অধিকার করিলেন। বিজয়পুরের উন্নত প্রাসাদ শিখরে যবন পতাকা উড্ডীয়মান হইল।

হিন্দুর গৌরব রবি চিরদিনের মত অস্তগমন করিল।

দ্বাবিংশতি পরিচ্ছেদ।

অনুসন্ধান।

'Tis some thing yet if,as she passed,
Her shade is o'er the latice Cast.
"What is my life ,my hope"—he said ,—
"Als! a transetory shade ?"

SCOTT.

বিমলার মুখে ইন্দুমতির কথা শুনিয়া, শিবজি সেই রাত্রেই শিবির উঠাইয়া দিল্লী যাত্রা করেন; পাঠক তাহা অবগত আছেন। কিন্তু তাঁহার দিল্লী পৌঁছিতে কিছু বিলম্ব হয়। কারণ, পথি মধ্যে তিনি শুনিলেন, যে তাঁহার পত্নি অতিশয় পীড়িতা। সেই নিমিত্ত তিনি অর্দ্ধপথ হইতে পুনরায় ফিরিয়া নিজ রাজধানী পুনা নগরিতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এবং তথায় তাঁহার সহধর্ম্মিনীর পীড়া আরোগ্য অবধি অপেক্ষা করিতে হয়। পরে পীড়া আরোগ্য হইলে তিনি পুনরায় দিল্লীযাত্রা করেন। কমলা এবং বিমলা উভয়েই তাঁহার সঙ্গে রহিল, কমলা পিতার সঙ্গে পর্ব্বতে পর্ব্বতে—বনে বনে বেড়াইতে ভাল বাসিত।

যে দিবস শিবজি দিল্লী পৌঁছিলেন, তাহার পূর্ব্ব দিবস রাত্রে

আরংজিব সসৈন্যে রাজধানিতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। সমরে বিজয় লাভ করিয়া ফিরিলেও তাহার কোন উৎসব হইল না, কারণ তাঁহার প্রধান সেনাপতি হত হইয়াছে, রাজস্থানের পারিজাত কুসুম ইন্দুমতি লাভ হইল না; এই সমস্ত কারণে তাঁহার হৃদয় অতিশয় উচাটন। বিশেষ সেনাপতির নিধনে তাঁহার দক্ষিণ বাহু ছিন্ন হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেই শোকে তিনি শোকান্নীত, প্রভাত হইতে অবিরত তোপধ্বনি সেই অশুভ সংবাদ দিল্লীনগরে ঘোষণা করিতে লাগিল।

শিবজি দিল্লীর অনতিদূরে সৈন্য রাখিয়া, নিজে নগরে প্রবেশ করিয়া এই সমস্ত ব্যাপার দেখিলেন, এবং অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন, বিজয়নগর ধ্বংস হইয়াছে, রাণী হত হইয়াছেন, সেনাপতি বিজয়সিংহ আহত হইয়া বন্দী। কিন্তু ইন্দুমতির কথা কেহ কিছু বলিতে পারিল না। তিনি শিবিরে ফিরিলেন। শিবিরে আসিয়া কমলা এবং বিমলাকে তিনি সমস্ত শুনাইলেন বিমলা সমস্ত শুনিয়া কহিল—

—"বোধ হয় ইন্দুমতির পত্রানুযায়ি রাণী দুর্গাবতী তাহাকে যবন হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। পরে বাদসা নিজে গিয়া তাহাদিগকে যুদ্ধে পরাস্থ করিয়াছে। যখন দুর্গাবতী মরিয়াছেন; বিজয় সিংহ বন্দি হইয়াছেন, তখন ইন্দু যে জীবিতা আছে এ আমার বোধ হয় না। সে হয় রণে প্রাণ দিয়াছে, না হয় কোথাও পালাইয়াছে। কিন্তু পালানর কথা আমার মনে ধারণা হয় না, কারণ তার বড় সাহস। যাই হ'ক সে বিষয় এখন জানিবার উপায় নাই, কেবল বিজয়সিংহকে যদি উদ্ধার করিতে পারা যায় তাহা হইলে সমস্ত কথা প্রকাশ হয়।"

তখন বিজয়সিংহকে যবন কারাগার হইতে উদ্ধারের পরামর্শ হইতে লাগিল।

শিবজি কহিলেন—"কৌশল ভিন্ন অন্য উপায় কিছুই দেখি না। ছদ্মবেশে মোগল অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া ইন্দুমতী এবং বিজয়সিংহের সংবাদ আনিতে হইবে ও সেইরূপ কৌশলে তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে হইবে। কিন্তু সেইরূপ ছদ্মবেশে কৌশলে কার্য্য সমাধা কে করিবে?"

এই বলিয়া তিনি কমলার মুখের দিকে চাহিলেন। কমলা পিতার মনের ভাব বুঝিল, ধীরে ধীরে কহিল—

—"যদি অনুমতি করেন, তবে আমি গিয়া বিজয়সিংহের সমাচার লইয়া আসি।"

শিবজির ইচ্ছাও তাহাই। কারণ তিনি জানিতেন, কমলা বালিকা,কিন্তু তাহার সাহস পুরুষ অপেক্ষাও অধিক,—তাহার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, তাহার বাহুতে অসাধারণ বল; হৃদয়ের দৃঢ়তা সকল অপেক্ষা অধিক। কমলা পিতার উপযুক্ত কন্যা।

শিবজি আহ্লাদের সহিত অনুমতি দিলেন। কমলা নিজ বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া মুসলমান কামিনীর বেশ পরিধান করিয়া পিতার পদধুলি লইয়া শিবির পরিতাগ করিল।

পথে আসিয়া কমলা দেখিল একজন বাঁদি কি হাতে করিয়া কিছু ব্যস্ত হইয়া বেগম মহলের দিকে যাইতেছে। কমলা মনে মনে ভাবিল ইহার সঙ্গে মিলিয়া অন্তঃপুরে ঢুকিতে হইবে, যদি আমাকে অপরিচিত দেখিয়া দ্বার রক্ষকেরা পথ ছাড়িয়া না দেয়। এইরূপ বিবেচনা করিয়া কমলা তাহাকে ডাকিল;—কহিল—

—"মাসি, তুমি কোথায় যাচ্ছগা ?"

মাসি বলিয়া ডাকিতে শুনিয়া বাঁদি ফিরিয়া দেখিল, এক খানি চাঁদ পানা মুখ ; কিন্তু সে মুখ নতুন, সে আর কখন সে মুখ দেখে নাই। সেই চাঁদপানা মুখের মাসি বলা শুনিয়া তাহার গতি মন্থর হইল, জিজ্ঞাসা করিল—

—"কে বাছা তুমি ?"

কমলা নিকটে আসিল, সেই চাঁদপানা মুখ খানা মলিন করিয়া, আকর্ণ বিশ্রান্ত নয়ন যুগল হইতে কষ্টে সৃষ্টে ২।৪ ফোঁটা জল ফেলিয়া কাঁদ কাঁদস্বরে কহিল—

—"মাসি, আমি বড় গরিব, আমার আর কেউ নেই ; খাবার সংস্থান নেই, তাই তোমার কাছে এইচি যদি বেগম মহলে আমার একটু কর্ম্ম করে দাও ?"

কমলা আবার চখের জল ফেলিল।

প্রথমেই চাঁদের মত সুন্দর মুখ খানা দেখিয়া মাসির মন একটু নরম হইয়াছিল, সেই নরম টুকু চখের জলের ছিটায় গলিল। শুধু তাহা নয়, মাসির মনে আর একটা কথা উঠিয়াছিল, কথাটা বড় আশা ;—সেই সুন্দর মুখ, সেই কৃষ্ট তার যুক্ত চঞ্চল নয়ন যুগল, ঘন কৃষ্ট কেশদাম, সেই প্রশস্ত বক্ষঃস্থলে পীনপয়োধরের মনোহর দৃশ্য দেখিয়া মাসি ভাবিল,—"শিকারটা হাতে আসিয়া যখন পড়িল, আপন হতেই আসিল, তখন হাত ছাড়া কেন করি, হাতে রাখি, অনেক উপকারে আসিবে। এখন বাদসার চখে না পড়িলে বাঁচি।" এইরূপ ভাবিয়া প্রকাশ্যে কহিল—"হা অদিষ্ট, এমন রূপ, এমন কচি বয়েস, তবু বিধাতা তোমায় এত কষ্ট দিচ্ছেন !—এস মা, তুমি আমার সঙ্গে

এস। তোমার চাকরির ভাবনা কি? তোমার যে রূপ, বাদসা দেখলে তোমার জন্যে আবার কত দাসি রেখে দেবেন্। চল আমার সঙ্গে ভিতরে চল।"

মাসি অগ্রসর হইল, কমলা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। মুখে তাহাকে কতই কৃতজ্ঞতা জানাইতে লাগিল, কিন্তু মনে মনে তাহাকে সত্তর যমের বাড়ী যাইতে বলিল।

ক্রমে উভয়ে অন্তঃপুর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল, তথায় একজন কৃষ্টকায় খোজা উলঙ্গ অসি হস্তে পাহারাদিতে ছিল, বাঁদির সহিত কমলাকে দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল—"ও নবীর মা, এটী আবার কে?"

বাঁদির ছেলের নামছিল নবীবকস, সে ছেলে মরিয়া গিয়াছে, কিন্তু সে তাহার মা ছিল, সেই জন্যে ছেলে না থাকিলেও তাহাকে সকলে নবীর মা বলিয়া ডাকিত। এইবার আমরাও সেইনামে ডাকিব।

নবীর মা খোজার দিকে ফিরিয়া, একটু হাসিয়া কহিল,—"এটি আমার বোন্‌ঝি!"

খোজাও হাসিয়া উত্তর করিল,—"আচ্ছা বোন্‌ঝি, খুব খোপ সুরত, এইবার তোর কপাল ফিরবে।"

নবীর মা হাসিয়া কমলার হাত ধরিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

ত্রয়োবিংশতি পরিচ্ছেদ।

বেগম মহল।

—"দেখিলা বিস্ময়ে ফিরিতেছে চারিদিকে
ভুবনমোহিনী যত সুন্দরী ললনা ;—
সাজাইয়ে বর বপু বিবিধ ভুষণে।
রূপের ছটায় সবে উজলিয়া, মণি—
ময় পুরি। গলে দোলে কুসুমেরদাম,
বিলাইয়ে পরিমল মলয় হিল্লোলে।

বেগম মহলে প্রবেশ করিয়া কমলা বিস্মিত হইল। এমন সুন্দর সুসজ্জিত পুরি সে কখন দেখে নাই।

সারিসারি শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত গৃহ, তাহার খিলান, ছাদ সমস্তই শ্বেতপ্রস্তরের। দেওয়ালে নানা বিধ বৃক্ষ, লতা, সুবর্ণ নির্ম্মিত। তাহাতে মণি মুক্তার ফল, পুষ্প। গৃহে সুবর্ণের পরী, তাহার হস্তে স্ফটিকের ঝাড় তাহাতে আলোক জ্বলিয়া ঘর আমোদিত করিতেছে।

প্রকোষ্ঠে, বারাণ্ডায়, প্রাঙ্গনে, মণিমুক্তা বিভুষিতা অসংখ্য সুন্দরী রমণী। কেহ ভ্রমণ করিতেছে, কেহবা সেই শ্বেত প্রস্তরের উপর আপনার সুন্দর বপু ঢালিয়া দিয়া তটিনির শীতল বায়ুসেবন করিতে করিতে নিদ্রিতা। মহলের উচ্চ প্রাচিরের

মধ্যদিয়া কালিন্দীর শাখা নিরন্তর কুল কুল রবে সচ্ছ শীতল বারিবহন করিয়া প্রবাহিতা, ইন্দ্রালয় তুল্য দিল্লীর প্রাসাদ, তাহার অতুল শোভা।

কমলা তাহার মাসীর সঙ্গে অন্তঃপুরের সেই মনোহর শোভা দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল। বেড়াইতে বেড়াইতে কমলা জিজ্ঞাসা করিল—"মাসী, শুনিছি একজন নতুন বেগম এয়েছে তারঘর কোথায় গা?"

মাসী কহিল—"নতুন বেগম?—কৈ, নতুন ত কাকেও দেখ্‌তে পাচ্ছিনা।"

কমলা।—"হ্যাঁগো;—শুনেছি বাদসা নাকি তাকে আস্তে গিয়েছিল;—তার নাম ইন্দুমতী—না—কি। সে নাকি খুব সুন্দরী।"

মাসী হাসিয়া, হাত নাড়িয়া, কহিল—"হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনে ছিলুম বটে ঐরকম কে একজন আস্‌বে; কিন্তু সে ফসকে গেছে।"

কমলা যেন আশ্চর্য্য হইয়া কহিল—"সে কি রকম গা, মাসী?

মাসী ওরফে নবীর মা, তখন একটু স্বর খাটো করিয়া একবার চারি দিকে চাহিয়া, আস্তে আস্তে কহিল—

—"ওমা তা তুমি শোননি?—আর শুন্‌বেই বা কেমন করে, সবে কাল সব ফিরে এয়েছে বৈত নয়। তাশুন বলি।—সেনাপতি এক দিন কতক গুলো সেনা নিয়ে ইন্দুমতীকে আস্তে গিছলো; তার বাপ ও তারে পাটিয়ে দিছিলো, তার পর আস্‌তে আস্‌তে পথের মাঝখানে, বিজয় পুর না কোথাকার সেনাপতি, এসে ইন্দুমতীকে কেড়ে নিয়ে গেলো। সেই যুদ্ধে

বাদসার প্রায় তিন্‌চার হাজার সেনা মরে। তার পর দিল্লীতে খবর এলো, বাদসা একেবারে মেলা সেনা নিয়ে বিজয় পুর গিছ্‌লেন, সেখানে খুব যুদ্ধ হয়, যুদ্ধে সেখান কার সব মরে গেছে। শুনেছি মেয়েরা নাকি যুদ্ধ করেছিল, তার সঙ্গে ইন্দুমতীও ছিল, তারাও যুদ্ধকরে মরেছে, ইন্দুমতীও মরেছে। কেবল সেনাপতিকে ধরে নিয়েএয়েছে। ইন্দুমতীর সঙ্গে সেনাপতির নাকি বিয়ে হয়েছিল।"

কমলার অনেক আশা মিটিল। আবার কত কথা হইল, পরে কমলা জিজ্ঞাসা করিল—"বিজয় সিংহকে কোথায় রেখেছে, ফাটকে নাকি?"

নবীর মা।—"না এখন ফাটকে দেয়নি, এখন তার চিকিৎসা হচ্ছে, ভাল হলে যাহয় হবে। তাকে দেখবে, আহা, তার যে রূপ, যেন কার্ত্তীক। চল দেখিয়ে আনি।"

এই বলিয়া নবীর মা কমলাকে বিজয়সিংহ যে ঘরে ছিলেন, সেই দিকে লইয়া চলিল।

চতুর্ব্বিংশতি পরিচ্ছেদ।

মোগল গৃহ।

For the young warrior wellcome! thou hast yet,
Some tasks to learn, some frailties to forget.

MOORE.

বিজয়সিংহ রণস্থলে আহত হইয়া মুর্চ্ছিত হইয়া পড়েন, পরে যখন তাঁহার জ্ঞান হইল, তিনি দেখিলেন; একটি সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে, দ্বিরদ-রদ—বিনির্ম্মিত পর্য্যঙ্কে, দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। নিম্নে এক খানি গালিচার উপর একটি লোক বসিয়া আছে, অদূরে একটি দীপজ্বলিতেছে, তাহার সৌগন্ধে গৃহ আমোদিত করিতেছে।

তিনি বিস্মিত নয়নে চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন, তাঁহার চক্ষে সমস্তই নূতন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এত তাঁহার গৃহ নহে, এগৃহ তিনিযে কখন দেখিয়াছেন এমত বোধ হইল না। তিনি জাগ্রত কি নিদ্রিত, এসকল সত্য কি সপ্ন তাহা তিনি অনুমান করিতে পারিলেন না। সজ্জাপোরি উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিলেন,

কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তাঁহার মস্তকে গুরুভার বোধ হইল, অঙ্গের স্থানে স্থানে ভয়ানক বেদনা অনুভূত হইল, তিনি আবার শয়ন করিতে বাধ্য হইলেন। শয়ন করিয়া বেদনার স্থানে হাত দিয়া দেখিলেন, তাহাতে যেন কে ঔষধ দিয়া বস্ত্রদ্বারা বাঁধিয়া রাখিয়াছে। তিনি মস্তকে হাত দিয়া দেখিলেন, তাহাও বস্ত্রদ্বারা আবদ্ধ। কিছুই নির্ণয় করিতে না পারিয়া, সেই উপবিষ্ট ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

—"আমি কোথায় ?"

পুস্তক বন্ধ করিয়া সে ব্যক্তি উত্তর দিল—

—"আপনি দিল্লী।"

বিজয় বিস্মিত হইয়া কহিলেন—"দিল্লী!—এ কারগৃহ ?"

সে ব্যক্তি পুনরায় কহিল—"বাদসাহ আরংজিবের।"

যদি সেই সময় বজ্রাঘাত হইত, তাহাহইলেও বিজয়সিংহ চমকিত হইতেন না। তিনি আশ্চর্য্য হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমি এখানে কেন ?"

উত্তর। "তুমি যুদ্ধে আহত হইয়া বন্দী হইয়াছ।"

বিজয়ের সমস্ত কথা স্মরণ হইল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমি এখানে কত দিবস আসিয়াছি ?"

উত্তর—"কল্য সন্ধার সময়।"

বিজয়।—"আপনি কে ?"

উত্তর—"আমি চিকিৎসক।"

যখন উভয়ে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছিল, সেই সময় কমলা এবং তাহার মাসী সেই গৃহের দরজার নিকট উপস্থিত হইল। মাসী শায়িত বিজয় সিংহকে দেখাইয়া কহিল—"কেমন মা, যা

বলিছি তা ঠিক্ কিনা,—কেমন চেহারা দে'খছো।" কমলা তাহার কোন উত্তর না দিয়া এক দৃষ্টে সেইরূপ দেখিতে লাগিল।

বিজয়সিংহ একটু নিস্তব্ধ থাকিয়া, পরে জিজ্ঞাসা করিলেন —"আপনি বলিতে পারেন, যুদ্ধের পর বিজয়নগরের রমণীগণের কি দশা হইয়াছে?"

ভীষক।—"তাঁহারা সকলেই যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছেন।"

বিজয়।—"সকলেই প্রাণ দিয়াছে?—একজন মাত্রও জীবিতা নাই?

ভীষক।—"না;—সেখানকার আবাল বৃদ্ধ বনিতার মধ্যে কেবল আপনি জীবিত আছেন।"

"তবে আমি আর থাকি কেন?"—এই বলিয়া বিজয়সিংহ লম্ফ প্রদানে শয্যাহইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ভীষক জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোথায় যান?"

বিজয়।—"যে পথে বিজয় নগরের আবাল বৃদ্ধ বনিতা গিয়াছে, সেই পথে?—রাজপুত ললনারা স্বদেশ রক্ষার নিমিত্ত প্রাণের মমতা ত্যাগ করিয়া সম্মুখ সমরে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছে, আমি সেই বংশের কুলাঙ্গার, দিল্লীর প্রাসাদে—ম্লেচ্ছ যবন স্ত্রীপুত্রঘাতি নরাধমের গৃহে—সুখশয্যায় শায়িত! ধিক্ আমায়?—প্রাণ কি এতই মূল্যবান।"

বিজয়সিংহ অগ্রসর হইলেন। ভীষক পুনরায় নিষেধ করিয়া কহিল—"আপনি বাহিরে যাইবেন না।"

বিজয় জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন?"

ভীষক।—"কেন, তাহাকি নিজের অবস্থা দেখিয়া অনুমান করিতে পারিতেছেন না?—আপনি বন্দী, তাহা কি বিস্মরণ হইলেন?"

বিজয়সিংহ হাঁসিলেন,—কহিলেন—"শৃগালের গৃহে সিংহের বন্দী দশা, আশ্চর্য্যের বিষয় বটে!"

ভীষক একটু রুষ্টস্বরে কহিল—"আপনি কোথায় দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছেন, তাহা জানেন?"

"জানি?"—বিজয় ক্রোধে উত্তর দিলেন,—"জানি, বিধর্ম্মী, নরাধম, শৃগাল আরংজিবের গৃহে দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছি।"

ভীষক কহিল—"আপনি সাবধান হইয়া কথা কহিবেন, সামান্য ইঙ্গিত মাত্রেই আপনার শির দ্বিখণ্ডিত হইবে!"

"নরাধম আমাকে ভয় দেখাইতেছ?—বিজয়সিংহ কি যবনকে ভয় করে?—যাও তোমার সেই প্রভুকে বলগে, বিজয় সিংহ প্রস্থান করিল; সাধ্য থাকে রক্ষা করুক।" এই বলিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন।

ভীষক আসিয়া পুনরায় তাহাকে বাধা দিল।

পুনরায় বাধা পাইয়া তাহার নয়ন জ্বলিয়া উঠিল, হস্ত দৃঢ়-রূপে মুষ্টিবদ্ধ হইল, সেই বজ্র মুষ্টাঘাতে ভীষক দূরে পতিত হইল। বিজয়সিংহ গৃহের বাহির হইলেন।

সম্মুখে একজন খোজা উলঙ্গ কৃপাণ হস্তে তাঁহার গতিরোধ করিল। বিজয়সিংহ পদাঘাতে তাহাকে দূর করিলেন। নিমেষ মধ্যে এই সংবাদ রাষ্ট্র হইল, প্রায় ৬০।৭০ জন সসস্ত্র সৈনিক আসিয়া বিজয়সিংহকে বেষ্টন করিল। নিরস্ত্র বিজয়-সিংহ রথী বেষ্টিত হইয়া সমর করিতে লাগিলেন। কিন্তু কতক্ষণ সেরূপ সমর চলিতে পারে!—দুর্ব্বল দেহ, নিরস্ত্র বিজয়সিংহ অচিরে যবন হস্তে আবার বন্দি হইলেন।

হস্ত পদ দৃঢ় শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইল; ক্রোধিত সিংহকে

পিঞ্জরে বদ্ধ করিলে সে যেরূপ ক্রোধে গর্জ্জন করিতে থাকে, বিজয়সিংহও সেইরূপ গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তখন তিনি বিষদন্তহীন কালভুজঙ্গের ন্যায় নিস্তেজ, সুতরাং সে গর্জ্জনে কোন ফল হইল না। তাঁহাকে বন্ধন করিয়া কারাগারে লইয়া গেল। কমলা সেই সময় মাসীর সঙ্গত্যাগ করিয়া সেই গোলমালে মিশিয়া বাহিরে আসিল। তৎপরে বিজয় যে কারাগারে রুদ্ধ হইলেন, তাহা দেখিয়া নিজের শিবিরে ফিরিয়া আসিল। শিবজি সমস্ত সংবাদ পাইলেন। ইন্দুমতীর নিধন শুনিয়া বিমলা রোদন করিতে লাগিল। সেই রাত্রে বিমলা শিবজির শিবির ত্যাগ করিল; কোথায় গেল, কেহ জানিতে পারিল না।

পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদ।

উদ্ধার।

"Upon her face there was the tint of grief,
The settled shadow of an in ward strife,
And an unquiet drooping of the eye,
As if its lide were eharged with inshed tears."

BYRON.

রজনী গভীরা। চন্দ্রহীন নীলিমায় অসংখ্য তারকা জ্বলিতেছে, সেই অস্পষ্ট আলোকে দিল্লীর কারাগৃহ অতিভীষণ ভাব ধারণ করিয়াছে। কারাগারের চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রাচির, তাহার ভিতর নিবীড় অন্ধকার; মনুষ্যের শব্দমাত্র শুনা যায় না। কেবল সম্মুখের ফটকে কতকগুলি সিপাই, একটা ঢোল লইয়া বেতালা তালের সঙ্গে বিকট চিৎকার করিতেছে।

যখন তাহারা সঙ্গীতে মত্ত, সেই সময় দূরে নারীকণ্ঠ বিনিস্থত মধুময় স্বর শ্রুত হইল।

সেই কোমল সঙ্গীত ধ্বনি শুনিয়া ঢোলের বাদ্য বন্ধ হইল, বিকট চিৎকার নিস্তব্ধ হইল; সকলে সোৎসুকচিত্তে গান শুনিবার নিমিত্ত স্থির হইয়া রহিল।

গায়িকা গান করিতে করিতে ক্রমে নিকটে আসিল। তাহারা

দেখিল, একজন পাগলিনী সেই সুধা উদ্গীরণ করিতেছে। পাগলিনীর বয়স অল্প, সমস্ত গায়ে ছাইমাখা, শতগ্রন্থি দেওয়া মলিন বসন পরিধান, মস্তকে ভস্মলেপিত, সেই ছাই মাখা চুল গুলা বাতাসে উড়িতেছে। তাহার সব বিশ্রী, কিন্তু স্বর বড় মিঠা। আর সেই ছাই মাখা কপালের নিচেয়, বড় বড় দুটা চোখ যেন জ্বলিতেছে। যদি কেহ জহুরি তথায় থাকিত, তবে এই ভস্মাচ্ছাদিত মহারত্ন দেখিয়া চিনিতে পারিত।

যেখানে সিপাহিরা বসিয়াছিল, পাগলিনী ধীরে ধীরে তথায় আসিয়া গাইল—

যারে চায় প্রাণ আমার, খুঁজি তারে সে কোথায়।
আমি তারে ভাবি সদা, সেত দেখা নাহি দেয়॥
এই কি প্রণয় রীতি,
দুঃখে ভাবি দিবারাতি,
ভালবেসে লাভ এই, কেঁদে কেঁদে দিন যায়।
কুল ত্যজিলাম কালার তরে,
সেওত ত্যজিল মোরে,
মজাইয়ে অবলারে, পালিয়ে গেল মথুরায়॥

পাগলিনীর সেই কোমল কণ্ঠের মধুরতান শুনিয়া, সিপাহিগণের মস্তক ঘুরিয়া গেল। যে যেখানে পাহারায় নিযুক্ত ছিল, সকলে আসিয়া তাহাকে বেষ্টন করিয়া উপবেশন করিল।

একটী, দুইটী করিয়া পাগলিনী অনেকগুলি গীত গাইল। তাহার সেই মিঠা আওয়াজ, চঞ্চল নয়নের বঙ্কিম কটাক্ষ দেখিয়া

ও শুনিয়া সিপাহিগণ যেন জমিয়া যাইতে লাগিল। তাহাদের স্পন্দন রহিত হইল, হৃদ্‌পিণ্ডের আঘাত হইতেছে কিনা, বুঝিতে পারিল না। কেবল হাঁ করিয়া গান শুনিতে লাগিল।

যখন তাহারা এইরূপ সঙ্গীতে মোহিত, সেই সময় ১০।১৫ জন লোক কারাগারের পশ্চাৎ ভাগের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

প্রবেশ করিয়াই যে গৃহে বিজয়সিংহ বন্দী ছিলেন সেই গৃহের চাবি ভাঙ্গিয়া ফেলিল। চাবি ভাঙ্গিবার সময় একটু শব্দ হইয়াছিল, সিপাহিরাও যেন একটু শুনিতে পাইয়াছিল, কিন্তু সেই সময় পাগলিনী আবার সপ্তমে ঝঙ্কার দিল, চাবি ভাঙ্গার শব্দটুকুও সেই সঙ্গে ভাসিয়া গেল।

বিজয়সিংহ সেই কারাগারে অন্ধকূপে পড়িয়া আছেন, হস্ত পদ শৃঙ্খলাবদ্ধ, নড়িবার ক্ষমতা নাই। সেই অবস্থায় কেবল, ভবিষ্যত চিন্তা করিতেছেন।—চিন্তা আর কিছুই নহে,—কেবল "কেমন করিয়া সেই ভারবহ জীবনের পতন হইবে।" তিনি এইরূপ চিন্তায় নিমগ্ন, এমন সময় সেই অন্ধকূপের দ্বার উদ্ঘাটন হইল; নিঃশব্দে ৩।৪ জন ব্যক্তি সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া বিজয়সিংহের নিকট উপস্থিত হইল। সেই নিশীথে অকস্মাৎ দ্বার উদ্ঘাটন, এবং তিন চারিজন লোককে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, তিনি ভাবিলেন বুঝি ঘাতুক তাঁহাকে নিধন করিতে আসিয়াছে; তিনি ভাবিলেন—"অন্ধকারে ঘাতকের হস্তে প্রাণ দিব কেন, আগে মারিব পরে মরিব।" এইরূপ স্থির করিয়া তিনি গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—

—"কে তুমি ?"

আগন্তুক আস্তে আস্তে কহিল—"আপনি কথা কহিবেন না;—আমরা আপনার বন্ধু। আপনাকে মুক্ত করিতে আসিয়াছি।"

"বন্ধু!—এই অরাতিপুরে আমার এমন বন্ধু কে আছে, যিনি আমাকে এই নরক হইতে উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন? তিনি যিনিই হউন, আত্মীয় তাহাতে সন্দেহ নাই।"

নীরবে বিজয়সিংহ আপনার মনে এই কথা ভাবিলেন। আগন্তুকগণ তাঁহার শৃঙ্খল মোচন করিতে লাগিল, তাহাদের কার্য্যতৎপরতা দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। নিমেশ মধ্যে তাঁহার শৃঙ্খল মোচন হইল, আগন্তুকগণ তাঁহার হাত ধরিয়া বাহিরে আনিল।

বাহিরের শীতল বায়ুতে তাঁহার শ্রান্তদেহ শীতল হইল। অস্ত্রাঘাতে যে যে স্থানে ক্ষত হইয়াছিল, তাহা হইতে শোণিত স্রাব হইতেছে,—সমস্ত অঙ্গে দারুণ বেদনা; কিন্তু সে সমস্ত তিনি ভুলিয়া গেলেন। তিনি সেই মুক্তকারিগণের বদন প্রতি চাহিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—

—"যিনি আমাকে এই কারাগার হইতে উদ্ধার করিলেন, তিনি কে, আমাকে অনুগ্রহ করিয়া বলিবেন কি?"

অগান্তুকগণ কথা কহিল না, কেবল নিজের ওষ্ঠে অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া, তাঁহাকে পশ্চাৎ গমন করিতে ইঙ্গিত করিল। বিজয় আর দ্বিরুক্তি করিলেন না, নিরবে তাহাদিগের পশ্চাতে গমন করিতে লাগিলেন। সকলে প্রাচিরের নিকট উপস্থিত হইল, সেখানে প্রাচিরের উপর ও নিচেয় ৭।৮ জন লোক বসিয়াছিল, যাহারা উপরে ছিল, তাহারা তথা হইতে রজ্জু নির্ম্মিত

সিঁড় ফেলিয়া দিল, সকলে তাহাদ্বারা প্রাচির উল্লঙ্ঘন করিল। অল্পদূরে যাইলে পথপার্শে সুসজ্জিত অশ্ব রহিয়াছে দেখিতে পাইল; সকলে সেই অশ্বে চড়িয়া অশ্ব ছুটাইয়া দিল।

রজনী অধিক হইয়াছে, পাগলিনী মধুরতানে তখনও সিপাহিগণকে বিভোর করিয়া রাখিয়াছে। অকস্মাৎ সেই অন্ধকার আকাশ আলোকিত করিয়া একটী হাউই গগনপথে ছুটিল,—কতকদুর উঠিয়া কোথায় বিলীন হইয়া গেল। সেই আলোক দেখিয়া পাগলিনী মৃদু হাঁসিল। বসিয়াছিল, হাত তালি দিয়া নাচিয়া উঠিল, উঠিয়া গাইল—

"কালা আমার গেছে মথুরায়।
তোরা কেউ যাবি যদি, আয়লো আমার সঙ্গে আয়।
গিয়ে সেথায়, হেরবো কালায়,
কাল রূপে প্রাণ যুড়ায়;—
প্রেমের সাগর, শ্যাম নটবর,
প্রেম বিলাবে, গোপীকায়॥

গান শেষ হইল, হাঁসিতে হাঁসিতে, নাচিতে নাচিতে সে ছুটিয়া পালাইল।

সিপাহিগণের মোহ ভাঙ্গিল। অঙ্গ ঝাড়া দিয়া উঠিল, পাগলিনীর কথা ভাবিতে ভাবিতে যে যাহার স্থানে চলিয়া গেল। পাগলিনীর সেই মধুরস্বর তখনও তাহাদের কানে বাজিতেছিল।

ষষ্ঠবিংশতি পরিচ্ছেদ।

শেষ।

"কাশ্মীর গৌরব পুষা মতিসারিকানা-
মা বন্ধ রেখা মভিতোরুচি মঞ্জরীভিঃ।
এতত্তমালদল নীলতমং তমিস্রং
তৎ প্রেমহে মনিকষোপলতাং তনোতি।"

গীতগোবিন্দ।

অশ্বারোহীগণ বিজয়সিংহকে লইয়া একটী নিবীড় বনের ভিতর প্রবেশ করিল। পরে সে বন অতিক্রম করিয়া একটী পর্ব্বতে উঠিতে লাগিল, অনেকদূর উঠিয়া সকলে অশ্ব হইতে অবতরণ করিল এবং পদব্রজে চলিতে লাগিল। খানিকদূর যাইলে, বিজয়সিংহ দেখিতে পাইলেন, সেই পর্ব্বতের উপর অনেকগুলিন শিবির সংস্থাপিত রহিয়াছে। সকলে সেই শিবিরে প্রবেশ করিল। বিজয়সিংহকে একটী বস্ত্র গৃহে বসাইয়া তাহারা প্রস্থান করিল।

শিবিরের চারিদিকে উন্মুক্ত তরবারি হস্তে দৃঢ়রূপে পাহারা

দিতেছে; তাহাদিগের পরিচ্ছদ দেখিয়া বিজয়সিংহ তাহাদিগকে মহারাষ্ট্র বলিয়া চিনিতে পারিলেন। তিনি আরো বিস্মিত হইলেন, ভাবিলেন—

"এ সৈন্য, এ শিবির শিবজি ভিন্ন আর কাহারো নহে। আমার উদ্ধারকর্ত্তা কি শিবজি?—হইতে পারে,—শিবজি ভিন্ন ক্ষত্রিয়ের বন্ধু আর কে আছে?—কিন্তু তিনি আমার কারাবাসের সংবাদ পাইলেন কি প্রকারে?"

তিনি এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় শিবজি স্বয়ং তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। বিজয়সিংহ শিবজীকে চিনিতেন, তাঁহাকে দেখিবামাত্র ত্রস্তে উঠিয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। শিবজিও তাঁহাকে বাহুবেষ্টনে ধারণ করিলেন। বিজয়সিংহ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য শিবজির মুখের দিকে চাহিলেন; কিন্তু ভাষায় এমন কথা পাইলেন না যাহা দ্বারা তাঁহার হৃদয়ের কথা প্রকাশ করেন। কেবল অনিমিষ-লোচনে সেই বীরের বদন প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

শিবজি বিজয়সিংহের মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন, কহিলেন, —"আপনার কৃতজ্ঞতা জানাইবার কোন প্রয়োজন নাই;—ক্ষত্রিয়ের যাহা কর্ত্তব্য আমি তাহাই কেবল প্রতিপালন করিয়াছি। আমার বিপদে আপনি এবং আপনার বিপদে আমি, যদি সহায়তা না করিব; তবে কে করিবে?"

এই বলিয়া তিনি তাঁহার হাত ধরিয়া অপর বস্ত্র গৃহে লইয়া গেলেন। তথায় কমলা বসিয়াছিল, বিজয়সিংহকে দেখিয়া সেখান হইতে উঠিয়া গেল। বিজয়সিংহ দেখিলেন বিদ্যুতের ন্যায় কি যেন সরিয়া গেল।

সেই খানে বসিয়া বিজয় শিবজিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কি প্রকারে এ সমস্ত ঘটনা অবগত হইলেন ?"

শিবজি আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনার পরিচয় দিলেন।

তারপর উভয়ে বিশ্রামার্থে শয়ন করিলেন।

বিজয় শয়ন করিয়া কমলার সাহস ও বুদ্ধির কথা ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতে ভাবিতে ইন্দুমতীর রণস্থলের সেই মোহিনী মূর্ত্তি,—তাহার অপূর্ব্ব রূপমাধুরি;—শেষ দেখা,—যখন সেই রণস্থলে আহত হইয়া প্রাসাদশিখরে সেই বিষাদ প্রতিমাখানি, একদৃষ্টে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে দেখিয়াছিলেন। হা বিধাতঃ! আর কি সে মোহিনী মূর্ত্তি দেখিতে পাইব না ?—এজগৎ খুঁজিলে, কোটী কোটী জীবনের বিনিময়ে কি সে বদন এ কবার দেখিতে পাইব না ?—ভাবনায় তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিল। তাঁহার নয়নে অশ্রু পড়িতে লাগিল।

এইরূপ অবস্থায় তিনি মহারাষ্ট্র শিবিরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। শিবজির যত্নে,—কমলার শুশ্রূশায় তাঁহার দেহ নিরাময় হইল, শ্রী ফিরিল; পূর্ব্বের ন্যায় সবল ও সুস্থকায় হইলেন।

অনলে পতঙ্গ পড়ে—পুড়িয়া মরিবার তরে, সেই মরাটাই তার লাভ,—পোড়াটাই তার সুখ। কেননা সে আগুণকে ভালবাসে। মনুষ্যের হৃদয়পতঙ্গও সেইরূপ ভালবাসার আগুণে পড়িয়া পুড়িয়া মরিবার ইচ্ছা করে; কিন্তু মরণ ত হয়ই না, কেবল দগ্ধ হওয়া সার হয়। তখন সেই নিদারুণ দগ্ধ যন্ত্রণা তাহাকে আকুল করিয়া তুলে। আশার বাতাস সেই আগুণকে উজ্জ্বল করিয়া হৃদয়ের অন্তস্থল পর্য্যন্ত দগ্ধ করে।

মোগল গৃহে প্রথমে যখন কমলা বিজয়সিংহকে দেখিয়াছিল, সেই সময় অজ্ঞাতে তাহার হৃদয়ে ভালবাসার বীজ রোপিত হয়। ক্রমে তাহার অঙ্কুর,—পরে আশা-বারি সিঞ্চনে সেই অঙ্কুর প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত হইয়াছিল। তাই সে সিপাহির সঙ্গে যাইয়া কারাগার, যে গৃহে বিজয় বন্দী হইলেন, তাহা দেখিয়া আসে, আবার গভীরা যামিনীতে পাগলিনী সাজিয়া প্রহরিগণকে মোহিত করিয়া বিজয়সিংহের মুক্তিপথ খোলসা করিয়া দিল। সে কেবল আশার আশায়। আশা, "যদি বিজয়কে কারামুক্ত করিতে পারি, তবে তিনি আমার হইলেও হইতে পারেন।"

বিজয়সিংহ মুক্ত হইলেন, কমলার আশা আরও বাড়িল, ক্রমে তাঁহার সহিত আত্মীয়তা যত বৃদ্ধি হইতে লাগিল, কমলার ভালবাসা ততই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাহার হৃদয় ততই ব্যাকুল হইতে লাগিল। কিন্তু সে ব্যাকুলতা কেহ জানিতে পারিল না।

কিন্তু সে ভাব গোপন রহিল না। শিবজী তাহা বুঝিতে পারিলেন। বুঝিয়া মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেন, কারণ বুঝিলেন, কমলা উপযুক্ত পাত্রে আত্ম সমর্পণ করিয়াছে।

শিবজী নিজ রাজধানি পুনানগরীতে আসিয়া পৌঁছিলেন। তথায় পৌঁছিবার কিছু দিবস পরে, বিজয়সিংহের সহিত কমলার বিবাহ দিলেন। মহা সমারোহে উদ্বাহ কার্য্যসম্পন্ন হইল।

কিছুদিন পরে মহারাষ্ট্র সৈন্যের সাহায্যে বিজয়সিংহ, বিজয় নগর পুনরুদ্ধার করিলেন। এবং তথায় তাঁহার রাজত্ব স্থাপন করিলেন।

বিজয়সিংহের কারাগার হইতে পলায়নের পরদিবস প্রভাতে

প্রহরীগণ দেখিল, কারাগৃহের চাবি ভগ্ন, শৃঙ্খল ভগ্ন,—কয়েদি বিজয়সিংহ পলাতক। তাহাদের মাথায় বজ্রাঘাত হইল। রাত্রে পাগলিনী, মধুর তানের সহিত যে কি বিষ ঢালিয়া গিয়াছে, তখন তাহা বুঝিতে পারিল।

তৎক্ষণাৎ বাদসাহের নিকট সমাচার গেল, তিনি শুনিয়া ক্রোধে উন্মত্ত হইলেন। চারিদিকে অশ্বারোহী সৈন্য ছুটিল, কিন্তু বিজয়সিংহকে ধরিতে পারিল না। তখন বিজয়সিংহের পরিবর্ত্তে সেই অভাগা প্রহরীগণের জীবন দণ্ড হইল।

তারপর কিছুদিবস পরে সংবাদ আসিল, বিজয়সিংহ শিবজীর সাহায্যে বিজয়নগর অধিকার করিয়াছে।

অনলে ঘৃতাহুতি পড়ার ন্যায়, সে সংবাদে বাদসা জ্বলিয়া উঠিলেন। আবার সসৈন্যে সাজিয়া তিনি বাহির হইলেন। কিন্তু বিজয়নগর পর্য্যন্ত তাঁহার যাইতে হইল না। পথিমধ্যে বিপক্ষেরা আক্রমণ করিল, প্রবল পরাক্রমে যবন সৈন্য ছার খার করিল। সে যুদ্ধের ফল এই হইল, রাজপুতনায় যে সমস্ত দুর্গ মোগল অধিকৃত ছিল, তাহাও শিবজীর হস্তে আসিল। আরংজীব কোন প্রকারে জীবন লইয়া সে যাত্রা দিল্লী ফিরিয়া আসিলেন।

সমাপ্ত।